পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 176 Thursday, 28 May, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১৭৬ সংখ্যা ❋ ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, বৃহস্পতিবার, ২৮ মে ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আত্মঘাতী হয়েছেন অনীক দত্ত! ছাদ থেকে মিলল সুইসাইড নোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মেঃ গড়িয়াহাটের চারতলা ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে পড়ে রহস্যমৃত্যু পরিচালক অনীক দত্তর। তদন্তকারীরা ছাদে একটি সুইসাইড নোট পেয়েছেন, অনুমান করা হচ্ছে, আত্মঘাতী হয়েছেন পরিচালক। তবে নিশ্চিত হতে সেই চিঠির সঙ্গে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখা হবে বলে জানা যাচ্ছে। বুধবার দুপুরে ফ্ল্যাটের নীচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় অনীক দত্তর। তাঁকে ঢাকুরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিচালকের মৃত্যু ঘিরে রহস্য বাড়ছে। এর মধ্যেই হোমিসাইড শাখার তদন্তকারীরা ঘটনাস্থলে গেলে ছাদ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, ওই নোটে লেখা ছিল, 'এই ঘটনার জন্য কেউ দায়ী না।' এর থেকেই অনুমান করা হচ্ছে পরিচালক আত্মঘাতী হয়েছেন। তবে তদন্ত চলছে। ঠিক কী পরিস্থিতিতে তিনি ছাদ থেকে পড়ে যান, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। এদিকে, প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান হাসপাতালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

জানিয়েছেন, বিকেলে অনীক দত্তর মেয়ে ফিরলে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পিজিতে পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই পরিচালকের মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আগামীকাল তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আজ পরিচালকের পার্থিব শরীর 'পিস ওয়ার্ল্ড'-এ রাখা থাকবে বলে পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে খবর। টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় পরিচালক অনীক দত্ত। বাংলা সিনেমায় ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনা এবং তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনার জন্য আলাদা পরিচিতি তৈরি করেছিলেন তিনি। বিজ্ঞাপনের জগৎ থেকে চলচ্চিত্র পরিচালনায় আসা অনীক দত্তর প্রথম ছবি ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভূতের ভবিষ্যৎ'। মুক্তির পরই ছবিটি দর্শকমহলে বিপুল সাড়া ফেলে। ভৌতিক আবহের আড়ালে সমাজ ও সময়কে ব্যঙ্গ করার অভিনব ভাষা তাঁকে বাংলা ছবির অন্যতম স্বতন্ত্র নির্মাতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। পরিচালকের মৃত্যুসংবাদ সামনে আসতেই শোকপ্রকাশ করেছেন টলিউডের বহু অভিনেতা, পরিচালক ও শিল্পীরা। অনেকেই হাসপাতালে অনীক দত্তকে শেষবার দেখতে পৌঁছে যান। শেষকৃত্য কবে হবে, তা এখনও পরিবারের তরফে জানানো হয়নি।

বাড়ি বাড়ি গিয়েও ফর্ম ফিল-আপ করানো হবে

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মেঃ বুধবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নতুন এই প্রকল্পে কারা সুবিধা পাবেন, কারা পাবেন না, কী ভাবে আবেদন করতে হবে- সবটাই বিস্তারিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য একটি বিশুদ্ধ তালিকা তৈরি করাই সরকারের মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশেই আবেদনপত্রের মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন পরিবারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। তাঁর কথায়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের তালিকা নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে। তাই এবার নতুন করে ঝাড়াই-বাছাই করেই উপভোক্তাদের তালিকা তৈরি করা হবে। শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দেন, ফর্ম পূরণ নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনও তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই। পুরো প্রক্রিয়াটি ৯০ দিন ধরে চলবে। যদিও প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার থেকেই, তবে ১ জুন থেকে পূর্ণ মাত্রায় এই কর্মসূচি চালু হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, যত দিন পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় না আসছেন, তত দিন তাঁর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' চালু থাকবে। তবে নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আগের প্রকল্পের সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেছেন, অনলাইন এবং অফলাইন- দুই পদ্ধতিতেই আবেদন করা যাবে। যাঁরা নিজেরা ফর্ম পূরণ করতে পারবেন না, তাঁদের সাহায্যের জন্য সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি যাবেন বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি নবনির্বাচিত বিধায়কদেরও এই কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। শুভেন্দুর কথায়, মানুষের কাছে পৌঁছে প্রকল্পের সুবিধা নিশ্চিত করাই তাঁদের অন্যতম বড় দায়িত্ব হতে চলেছে। শুধু তাই নয়, আগামী ১৫, ১৬ এবং ১৭ তারিখ বিভিন্ন জায়গায় জনকল্যাণ শিবির আয়োজন করা হবে। সেখানে আবেদনপত্র পূরণ এবং নথি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করা হবে বলেও ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে কারা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, যাঁরা আয়কর দেন, সরকারি চাকরি করেন, নিয়মিত বেতন পান অথবা পেনশনভোগী- তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ পাবেন না। অর্থাৎ মূলত আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারগুলিকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রতি সপ্তাহে কত জন নতুন করে অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করছেন, সেই তথ্য সাংবাদিক বৈঠক করে প্রকাশ করবেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের সরকারি ওয়েবসাইটে অন্নপূর্ণা যোজনার আবেদনপত্র প্রকাশ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ফলে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াও কার্যত শুরু হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এটিই অন্যতম বড় জনমুখী প্রকল্প হতে চলেছে। বিশেষ করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওঠা অভিযোগের আবহে নতুন তালিকা তৈরির সিদ্ধান্তকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার, আগামী তিন মাসের মধ্যে কত দ্রুত নতুন তালিকা তৈরি হয় এবং বাস্তবে কত জন এই প্রকল্পের আওতায় আসেন।

রাজ্যপালের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা শুভেন্দুর বড় কোনও সিদ্ধান্ত হয়ে গেল?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মেঃ বদলেছে সরকার। বাংলাতেও এখন ডবল ইঞ্জিন সরকার। মসনদে বিজেপি। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গেই রাজভনের সঙ্গও বদলেছে রাজ্য সরকারের সমীকরণ। নতুন সরকারের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লোকভবনে এসে রাজ্যপাল আরএন রবিকে জানিয়ে গেলেন, শুধু সাংবিধানিক পদ নয়, রাজ্যপাল অভিভাবকের মতো পরামর্শ দেবেন রাজ্য সরকারকে। সরকার চলবে রাজ্যপালের পরামর্শ মেনেই। বিগত দিনে রাজ্যের সরকারের সঙ্গে রাজ্যপালের সংঘাতের একাধিক ছবি ফুটে উঠেছে। যা নিয়ে বারবার তোলপাড় হয়েছে বঙ্গ রাজনীতির আঙিনা। প্রাক্তন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় থেকে সিভি আনন্দ বোস, প্রত্যেকের সঙ্গেই সম্পর্ক একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল আগের সরকারের। তোপের পর তোপ দাগতে দেখা গিয়েছিল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এমনকি নতুন রাজ্যপাল হিসাবে আরএন রবির নাম ঘোষণার পর তাঁকেও ছেড়ে কথা বলেননি মমতা। এবার সেই চেনা 'সমীকরণ' বদল। ডবল ইঞ্জিনে শান দেওয়ার পাশাপাশি লোকভবন এবং নবান্নের দূরত্ব কমাতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার বেলা ১১টা ২৫ মিনিট নাগাদ লোকভবনে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। ১২টা ৪২ মিনিট নাগাদ লোকভবন থেকে বেরিয়ে নবান্নের উদ্দেশ্যে রওনা হন শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপাল আরএন রবির সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের সাক্ষাৎ হয় তাঁর। দিন কয়েক আগেই দিল্লি সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মুখ্যমন্ত্রী যখন দিল্লিতে ছিলেন, ঠিক একই সময়ে দেশের রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। বিজেপির তরফে সেটিকেও 'সৌজন সাক্ষাৎ' বলা হলেও রাজনৈতিক মহলের ধারণা, দিল্লির সেই বৈঠকেই বাংলার পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভার রূপরেখা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। কোন কোন বিধায়ক নতুন মন্ত্রিসভায় জায়গা পেতে চলেছেন, তা নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে ফেলেছেন শুভেন্দু। এই আবহে বুধবার রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বৃহস্পতিবার ফের মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি সফর- সব মিলিয়ে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণের জল্পনায় যেন সিলমোহর পড়তে চলেছে। সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন সংখ্যা (২৯৪) বিবেচনায় রেখে রাজ্যে সর্বোচ্চ ৪৪ জন মন্ত্রী পদে থাকতে পারেন। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী পদে শুভেন্দু অধিকারীর শপথ গ্রহণের দিন তাঁর সঙ্গে আরও ৫ জন মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বর্তমানে মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা মাত্র ৬। এখনও খালি পড়ে রয়েছে বাকি ৩৮টি পদ। সরকার গঠনের পর দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন না হওয়ায় প্রশাসনিক স্তরে বহু কাজ থমকে রয়েছে। ফলে চলতি সপ্তাহের শেষেই এই শূন্যপদগুলি পূরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। এখন দেখার, সেই মেগা শপথ গ্রহণে রাজভবনে নতুন কোন কোন মুখ শুভেন্দু অধিকারীর ক্যাবিনেটে ঠাঁই পান। সব মিলিয়ে গঙ্গার ধারের লোকভবন থেকে দিল্লির মসনদ- বঙ্গ রাজনীতির পারদ এখন তুঙ্গে।

ভারতেও ঢুকে পড়ল ইবোলা ভাইরাস?

উগান্ডা থেকে আসা মহিলার শরীরে উপসর্গ, এখন কী অবস্থা?

সংবাদ সংস্থা, বেঙ্গালুরু, ২৭ মেঃ ভারতেও কি ঢুকে পড়ল ইবোলা ভাইরাস? আফ্রিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে ইবোলা ভাইরাস। এবার উগান্ডা থেকে এক যাত্রী ভারতে আসতেই ছড়াল আতঙ্ক। আপাতত ওই যাত্রীকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, আফ্রিকায় ইবোলা ভাইরাস সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই ইবোলা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখা হচ্ছে। বেঙ্গালুরুতে এক মহিলাকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ইবোলার উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর। সম্প্রতি ওই মহিলা উগান্ডা থেকে এসেছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ওই মহিলার শরীরে যন্ত্রণা ছিল, বাকি কোনও উপসর্গ নেই। তাঁকে বেঙ্গালুরুর এপিডেমিক ডিজিজ হাসপাতালে ভর্তি রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণের জন্য। তাঁর নমুনা পুণের ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজিতে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ওই মহিলার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে তাঁকে আইসোলেশন থেকে এখনই ছাড়া হবে কি না, তা এখনও জানানো হয়নি। চলতি সপ্তাহের শুরুতেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগ

প্রকাশ নাড্ডা ইবোলা সংক্রমণ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এই ভাইরাস সংক্রমণকে গ্লোবাল ইমার্জেন্সি বলে ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, কঙ্গো, উগান্ডা, সুদান সহ আফ্রিকার একাধিক দেশে মারণ রূপ নিয়েছে ইবোলা ভাইরাস। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-তে এখনও পর্যন্ত ৫০ জনেরও বেশি ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। শতাধিক আক্রান্ত আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে। অনেক রোগীর মৃত্যুও হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে যে এই অতিমারি আরও বড় আকার ধারণ করতে পারে। এরপরই দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সতর্কতা জারি করা হয়েছে ইবোলা নিয়ে। কঙ্গো, উগান্ডা, সাউথ সুদানকে 'হাই রিস্ক' দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এই দেশ থেকে আসা বা ট্রানজিট করা যাত্রীদের অবিলম্বে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। যদি কারোর জ্বর, মাথা ব্যথা, দুর্বলতা, পেশিতে যন্ত্রণা, বমি, ডায়ারিয়া, আচমকা রক্তপাত বা গলা ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয়, তাহলে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শুনানি

নবান্নে ডিএ নিয়ে বৈঠকের আগেই সুপ্রিম কোর্টে বড় আপডেট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মামলার শুনানি আপাতত স্থগিত হয়ে গেল সুপ্রিম কোর্টে। আগামী ৩০ মে কর্মচারী সংগঠন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সুপ্রিম কোর্টে সে কথা জানান সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। কর্মচারী সংগঠনের তরফে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য আবেদন জানান, মামলা জুলাই মাস পর্যন্ত স্থগিত করা হোক। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে এই বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেন বিকাশ রঞ্জন। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মামলার পরবর্তী শুনানি। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ৩০ মে কর্মচারী সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু পরবর্তীতে নির্ধারিত দিন পরিবর্তিত হয়। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডিএ মামলাকারী সংগঠনগুলির পূর্ব নির্ধারিত আলোচনার দিন পরিবর্তিত হয়ে আগামী ১লা জুন বিকাল ৫টায় স্থির হয়েছে। আমরা আশাবাদী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অশিক্ষক কর্মচারী সকলের বকেয়া ডিএ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করবেন। প্রসঙ্গত, যাঁরা ডিএ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আদালতে আইনি লড়াই করছিলেন, রাস্তায় থেকেছেন, মূলত তাঁদের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে ডেকে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কীভাবে আইনি লড়াইকে পাশে রেখে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দাবিদাওয়া দ্রুত

পূরণ যায়, সেই বিষয়ে বর্তমান রাজ্য সরকার সচেষ্ট। ইতিমধ্যেই সপ্তম পে কমিশন ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তবে ডিএ নিয়ে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে কোনও আলোচনা হয়নি, পরবর্তী ক্যাবিনেট বৈঠকে আলোচনা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বকেয়া ডিএ মেটানোর নির্দেশ আগেই দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, রাজ্যকে অবিলম্বে বকেয়া ডিএ-র প্রথম কিস্তি অর্থাৎ ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ কীভাবে মেটানো হবে, তা ঠিক করার জন্য একটি চার সদস্যের কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বকেয়া পুরনো ডিএ-এর ২৫ শতাংশ মেটায়নি রাজ্য। তা নিয়ে ফের জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে।

মমতার পর ফের একবার অভিষেকের বিরুদ্ধে দায়ের হল এফআইআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ মেঃ এবার ভবানীপুর থানায় তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর। উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে থানায় এফআইআর করলেন অর্ণবকান্তি দাস নামে জনৈক এক ব্যক্তি। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে ক্ষমতায় অপব্যবহারের অভিযোগ। এর আগেও উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যাং' আমার ডায়মন্ড হারবার মডেলের ছিটেফোঁটাও ক্ষতি করতে পারবে না।'' অভিষেকের এই মন্তব্যের জন্যই এবার ভবানীপুর থানায় নতুন করে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ভোটের প্রচারে উস্কানিমূলক মন্তব্য এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে একটি প্রধান এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মোট ৬টি ধারায় অভিযোগ

বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। অর্ণবকান্তি দাস ভবানীপুরের বাসিন্দা। তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হতে পারে এই ধরনের কাজ করেছেন অভিষেক। সমাজ-মাধ্যমে তিনি ঘৃণা ছড়িয়েছেন। একই সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় এই ধরনের মন্তব্য করেছেন তার একটি প্রতিলিপিও অর্ণবাবু দিয়েছেন। অর্ণবকান্তি দাসের মতে ২ মে অভিষেক নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, ''১০ বার জন্মালেও আপনাদের 'বাংলা বিরোধী গুজরাটি আনা হয়। রাজীব সরকার নামে এক সমাজকর্মী বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী রিঙ্কি সিং চট্টোপাধ্যায়। ২০২৫ সালে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্যের অভিযোগ। 'গন্দা' ধর্ম বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলে দাবি। সেই কারণেই দায়ের হয়েছিল মামলা।

উত্তরাখণ্ড, গুজরাতের পর অসম! বিরোধীদের আপত্তি উড়িয়ে বিধানসভায় পাস অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল

সংবাদ সংস্থা, গুয়াহাটি, ২৭ মেঃ এবার দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্য অসম। বুধবার এক ঐতিহাসিক ও তুমুল রাজনৈতিক তরজার মধ্যেই অসম বিধানসভায় পাস হয়ে গেল বহুল চর্চিত 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড' বা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাতের পর দেশের তৃতীয় রাজ্য হিসেবে এই বিতর্কিত তথা গুরুত্বপূর্ণ আইন কার্যকর করার পথে পা বাড়াল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সরকার। বিরোধীরা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে দাবি করে, এই স্পর্শকাতর এবং বহুমুখী প্রভাবসম্পন্ন বিলটি তড়িঘড়ি পাস না করে, আরও বিশদ আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য বিধানসভার একটি 'সিলেক্ট কমিটি'-র কাছে পাঠানো হোক। সেই বিরোধিতাকে কার্যত উড়িয়ে দিয়েই পাস হল বিলটি। বিরোধীদের দাবি, তড়িঘড়ি ভোটের রাজনীতি করতেই এই বিল আনা হয়েছে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, রাজ্জোর দল এবং অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল গুলি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে এবং নিয়মবিধি শুরুর আগে বিস্তারিত আলোচনার পরামর্শ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, এই আইন অসমের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে রক্ষা করবে এবং নিজস্ব ধর্মীয় বা প্রথাগত রীতি মেনেই বিয়ে করা যাবে। তবে আইনের মূল লক্ষ্য বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার এবং লিভ-ইন রিলেশনশিপের আইনগুলিকে সরল ও একসূত্রে বাঁধা।

উপজাতিদের ছাড়ঃ অসমের একটি বড় অংশ জুড়ে থাকা তফসিলি উপজাতি বা শিডিউলড ট্রাইবদের এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।

বিয়ের বয়সঃ আইনের মাধ্যমে পুরুষদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স ২১ বছর এবং নারীদের জন্য ১৮ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

বহুবিবাহ নিষিদ্ধঃ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে বহুবিবাহ প্রথা। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-র ৮২ নম্বর

ধারা অনুযায়ী, কেউ এই নিয়ম ভাঙলে বা একাধিক বিয়ে করলে সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত জেল এবং ব। অঙ্কের জরিমানা হবে।

অসমের এই নতুন আইনের সবচেয়ে বড় চমক লিভ-ইন রিলেশনশিপ সংক্রান্ত আইনি কাঠামো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''প্রথমবারের মতো লিভ-ইন রিলেশনশিপকে একটি আইনি স্বীকৃতি ও ফ্রেমওয়ার্ক দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে লিভ-ইনে থাকা সঙ্গী এবং এই মিলনের ফলে জন্মানো শিশুদের আইনি অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।''

লিভ-ইনের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম ও শাস্তিঃ ● অসমে এখন থেকে লিভ-ইন রিলেশনশিপে থাকলে পার্টনারদের বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে তা নথিভুক্ত বা রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। ● লিভ-ইন শুরু করার এক মাসের মধ্যে যদি কোনও জুটি রেজিস্ট্রেশন না করে, তবে তাদের ৩ মাস পর্যন্ত জেল, ১০,০০০ টাকা জরিমানা অথবা দুই-ই হতে পারে। ● এছাড়া, রেজিস্ট্রেশনের সময় কোনও তথ্য গোপন করলে বা ভুয়ো তথ্য দিলে ৩ মাসের জেল এবং ২৫,০০০ টাকা জরিমানা হবে।

নতুন আইনে বিয়ে এবং বিবাহবিচ্ছেদ বাধ্যতামূলকভাবে ৬০ দিনের মধ্যে নথিভুক্ত করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা না করলে ১০,০০০ টাকা জরিমানা হবে। এছাড়া বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়া না মেনে বেআইনিভাবে সম্পর্ক ছেদ করলে বা বিবাহবিচ্ছেদ হওয়া সঙ্গীকে পুনরায় বিয়ের আগে কোনও অনৈতিক বা বেআইনি শর্ত পূরণে বাধ্য করলে ৩ বছরের জেল এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে। জাল বা জালিয়াতি নথিপত্র জমা দিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রি করার চেষ্টা করলেও ৩ মাসের জেল হতে পারে। উত্তরসূরি বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনি সংস্কারের ক্ষেত্রেও এই বিল অত্যন্ত প্রগতিশীল পদক্ষেপ নিয়েছে। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তি উইল বা না করে মারা গেলে, তাঁর সম্পত্তির বণ্টন হবে সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে। মৃত ব্যক্তির প্রথম শ্রেণির উত্তরাধিকারী বা 'ক্লাস-১ হেয়ার্স'- যার মধ্যে স্ত্রী, সন্তান এবং বাবা-মা সকলেই অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা প্রত্যেকে সমানভাবে সম্পত্তির ভাগ পাবেন। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে সম্পত্তির অধিকারে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। অন্যদিকে, সুস্থ মস্তিষ্কের যে কোনও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি তাঁর নিজের ইচ্ছামতো লিখিত এবং সাক্ষী সম্বলিত 'উইল' বা ইচ্ছাপত্র তৈরি করতে পারবেন।

সুস্থতা কামনা করে নীতিনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মেঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়করিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।দেশে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গড়কড়ির প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।নীতিন গ।করিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে বুধবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, আমার মন্ত্রী সহকর্মী নীতিন গড়করিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। ভারত যাতে পরবর্তী প্রজন্মের পরিকাঠামো এবং উন্নত সংযোগ পায়, তা নিশ্চিত করার অসংখ্য প্রচেষ্টার অগ্রভাগে রয়েছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করি।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৭ মেঃ বুধবার সকালে লোকভবনে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যপাল আর এন রবি তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময়ের পর কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। সদ্য দিল্লি সফরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই রাজ্যপালের সঙ্গে এই সাক্ষা যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক শিবিরের একাংশ।বুধবার বেলায় লোক ভবনে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে রাজ্যপাল আর এন রবির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। যদিও বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

ঈদের আগে উত্তর দিল্লিতে ফ্ল্যাগ মার্চ পুলিশের, সিসিটিভি-তে চলছে নজরদারি

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ বৃহস্পতিবার ঈদ, তার আগে বুধবার উত্তর দিল্লিতে ফ্ল্যাগ মার্চ দিল্লি পুলিশের। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই ফ্ল্যাগ মার্চ করা হয়। ঈদ-উল-আজহার আগে বুধবার উত্তর দিল্লির সদর বাজার এলাকায় দিল্লি পুলিশ ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে। উত্তর দিল্লির ডিসিপি রাজা বানথিয়া বলেন, আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় আগাম প্রস্তুতি শুরু করেছি আমাদের কর্মপরিচালনা কৌশলের জন্য একটি সাধারণ ভিত্তি স্থাপন করতে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে। আমাদের কৌশলের মধ্যে রয়েছে সংগঠিত টহল।।আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছি। সিসিটিভি ক্যামেরা এবং ড্রোন ব্যবহার করে নজরদারি চালানো হবে এবং কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করতে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোও সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। খোলা স্থানে কোরবানির অনুমতি নেই।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

তাপপ্রবাহ নিয়ে সতর্কবার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ দেশজুড়ে তাপপ্রবাহের মাঝে জনগণকে সতর্ক করে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ভারতের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা প্রবল ভাবে বাড়ছে এবং এর সঙ্গে নানা প্রতিকূলতাও দেখা দিচ্ছে। এটি আমাদের সকলের জন্যই কষ্টকর এবং আমি আপনাদের সকলকে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করার অনুরোধ করছি। এর পাশাপাশি, ঘরের বাইরে থাকার সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান এবং অন্যদের প্রয়োজনেও জল এগিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন।তিনি এদিন সমাজ মাধ্যমে লেখেন, ভারতের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা তীব্রভাবে বাড়ছে এবং তার ফলে নানাবিধ প্রতিকূলতা দেখা দিচ্ছে। এই প্রচণ্ড তাপ আমাদের সকলের পক্ষেই অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তাই আমি আপনাদের সকলকে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য অনুরোধ করছি। অনুগ্রহ করে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করুন, বাইরে বেরোনোর সময় সাথে জল রাখুন। অন্যদেরও এক গ্লাস জল এগিয়ে দিন। এইরকম আবহাওয়ায় এইটুকুই সৌজন্যবোধ অনেক বড় সাহায্য হতে পারে।তাপজনিত অবসাদের লক্ষণ, যেমন মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব বা অতিরিক্ত ক্লান্তি- সেগুলির দিকে নজর রাখুন। আপনার আশেপাশে কেউ যদি অস্বাভাবিক অসুস্থ বোধ করেন, দুর্বল হয়ে পড়েন বা তার মাথাব্যথা শুরু হয়, তবে তাঁকে অবিলম্বে একটি শীতল ও ছায়াযুক্ত জায়গায় নিয়ে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। তিনি যেন জল, ওআরএস ইত্যাদি পান, যা তাঁকে সুস্থ হতে সাহায্য করবে, তা নিশ্চিত করুন। তীব্র গরমের সময় শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং যাঁরা বাইরে বাইরে কাজ করেন, তাঁরা বিশেষ করে বেশি ঝুঁকিতে থাকেন। এই সতর্কতামূলক সংকেতগুলি অবহেলা করলে তা দ্রুত বিপজ্জনক রূপ নিতে পারে, এমনকি হিটস্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। এমন আবহাওয়ায় সময়মতো যত্ন এবং মনোযোগ অনেক বড় বিপর্যয় রুখে দিতে পারে।যখনই সম্ভব, এই তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যে আপনার বয়স্ক বাবা-মা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা এবং প্রিয়জনদের ফোন করে তাঁদের খোঁজখবর নিন। তাঁদের পর্যাপ্ত জল খেতে, দুপুরের কড়া রোদে বাইরে বেরোনো এড়িয়ে চলতে এবং যখনই সম্ভব বিশ্রাম নেওয়ার জন্য মনে করিয়ে দিন।এই তীব্র গরমে, আসুন আমরা আমাদের চারপাশের পশুপাখিদের কথাও মাথায় রাখি। আপনার বাড়ি, বারান্দা, ছাদ, দোকান বা অফিসের বাইরে রাখা একটি ছোট পাত্রের জল কোনও তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য জীবনদায়ী হয়ে উঠতে পারে। এই কঠিন দিনগুলিতে সহানুভূতি ও করুণা যেন আমাদের পথ দেখায়।

বুধবার সকাল থেকেই অস্থির ভাব দেশের শেয়ার বাজারে

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃদেশের শেয়ার বাজারে অস্থির ভাব বুধবার সকাল থেকেই। মঙ্গলবার শেষ ক্লোজিংয়ের তুলনায় বুধবার সামান্য লোয়ার পয়েন্টে শুরু করে সেনসেক্স ও নিফটি-৫০। তার পরে কিছুক্ষণের জন্য পজিটিভে ফিরে ফের লাল হয়েছে দুই বেঞ্চমার্ক ইনডেক্সের গ্রাফ। বুধবার সকালে প্রথমে ০.১৮ শতাংশ ডাউন ছিল নিফটি-৫০। সেনসেক্স কমেছিল ০.২৪ শতাংশ। কিন্তু পরে আবার এই পতনের অঙ্ক কমে ০.১০ শতাংশের নীচে নেমেছে। এই প্রবণতায় স্পষ্ট বাজার কতটা অস্থির।উল্লেখ্য, সপ্তাহের প্রথম ট্রেডিং সেশনে সোমবার বড় অঙ্কের বৃদ্ধি হলেও মঙ্গলবার দিনভর অস্থির ছিল দেশের শেয়ার বাজার। সেনসেক্স কমেছে ৪৭৯ পয়েন্ট বা ০.৬২ শতাংশ এবং নিফটি-৫০ কমেছে ১১৮ পয়েন্ট বা ০.৪৯ শতাংশ। বুধবার সপ্তাহের তৃতীয় ট্রেডিং সেশনে বাজারের পরিস্থিতি দিনভর কেমন থাকে, সে দিকেই এখন নজর লগ্নিকারীদের।

সমালোচনার সম্মুখীন অনন্যা, পাশে দাঁড়ালেন শোভা দে

মুম্বই, ২৭ মে ঃসম্প্রতি ' চাঁদ মেরা দিল' ছবির একটি গানে অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের ভরতনাট্যমের মতো নৃত্য পরিবেশনাকে ঘিরে সমাজ মাধ্যমে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। নেটিজেনদের একাংশ একে নেপো নাট্যম বলেও কটাক্ষ করেছেন। তবে এইসময়ে অনন্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন লেখিকা শোভা দে।শোভা দে বলেন , যেকোনও পরিবেশনার নেপথ্যে থাকে পরিচালক এবং নৃত্য শিক্ষকের ভূমিকা । তিনি কার্যত স্পষ্ট ভাষায় জানান, অনন্যা কোনো পেশাদার শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পী নন। তা সত্ত্বেও তিনি শাস্ত্রীয় ও সমসাময়িক (কনটেম্পোরারি) নাচের মিশ্রণে তৈরি নৃত্যশৈলীটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।ছবির সহকারী নৃত্য শিক্ষক অনন্যা কুরুপ বলেন, কম

প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মেঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, আজ 'সার্থক-পিডিএস' প্রকল্প চালুর মাধ্যমে গণবন্টন ব্যবস্থা (পিডিএস), যা এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা একটি ব্যবস্থা, সে বিষয়ে একটি বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির জন্য প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এর অধীনে তিনটি প্রধান সংস্কার আজ অনুমোদিত হয়েছে। রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত এফসিআই (ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া)-র বড় গুদামগুলি থেকে বিভিন্ন জেলা, বিভাগ এবং অবশেষে ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে খাদ্যশস্য পরিবহনের খরচ বহন করতে রাজ্য সরকারি সংস্থাগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, ভারত সরকার এই খরচগুলি মেটাতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ন্যায্যমূল্যের দোকান সম্পর্কিত। দীর্ঘদিন ধরে, এই দোকানগুলি পরিচালনাকারী ডিলারদের জন্য বরাদ্দকৃত পারিশ্রমিক স্থির ছিল। এটি বাড়ানোর একটি জরুরি প্রয়োজন ছিল, কারণ তৃণমূল পর্যায় থেকে সব দিক দিয়ে দাবি আসছিল যে ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালনাকারীদের কিছুটা বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত। এ বিষয়েও আজ একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় সিদ্ধান্তটি ছিল কীভাবে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা গণবন্টন ব্যবস্থা (পিডিএস)-কে আধুনিকীকরণ করতে পারি। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই সেই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তটিও গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে, এই তিনটি উৎপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে, ২৫,৫৩০ কোটি টাকা মূল্যের 'সারথক পিডিএস' কাঠামোটি আজ অনুমোদিত হয়েছে।দেশে তাপপ্রবাহ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, চলমান তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি নিয়ে সমস্ত মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান জানিয়ে একাধিক টুইট করা হয়েছে। সেই আহ্বানের জবাবে, প্রতিটি মন্ত্রক ও বিভাগ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কী কী নির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাপপ্রবাহের মধ্যে ভারতের নাগরিকদের ত্রাণ প্রদান এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রক, জলসম্পদ বিভাগ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কী ধরনের সুবিধা ও ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই ধরনের বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সময় আমাদের অবশ্যই 'সমগ্র-জাতি'র চেতনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

বুলডোজার চালাতে এলে আমাদের জীবন শেষ করে দিতে হবে কপালে চিন্তায় ভাঁজ পড়েছে রেল পারে থাকা গরিব পরিবারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি,২৭মেঃ গত কয়েকদিন আগে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রেল স্টেশনের ধারে বসবাসকারী পরিবারদের উঠে যাবার নোটিশ জারি করা হয়েছে আগামী ১২ জুন এর মধ্যে সমস্ত বসবাসকারী মানুষজন এবং ব্যবসা করা মানুষজন এদের রেলের জমি খালি করে দিতে হবে তা না হলে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে আইনত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই নোটিশ রেল পারে থাকা বসবাসকারী মানুষজনদের বাড়ির সামনে দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে সেই সব গরিব মানুষজনেরা জানান বিগত কয়েক দশক ধরে এই জায়গায় আমরা বসবাস করে চলেছি এখন হঠা করে যদি আমাদেরকে উঠে যেতে বলে আমরা কোথায় যাব আমরা লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাচ্ছি কেউবা আবার বলছে বাজার বিক্রি করে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করছি। ঘর ভাড়া করতে গেলে কোথাও ভাড়া চেয়ে বসছে ৫ হাজার আবার কোথাও ১০ হাজার । লোকের বাড়িতে কাজ করে যে টাকা উপার্জন করি, সেই টাকা দিয়ে সংসার পরিবার বাচ্চা কাচ্চাদের মানুষ করতেই বেরিয়ে যাচ্ছে বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য আমাদের নেই। এলাকাবাসীদের অভিযোগ ভোটের আগে বহু নেতা কর্মীরা ভোট চাইতে এসেছিলেন কিন্তু আজ আমাদের এই দুর্দশায় কোন নেতাকর্মী কেউই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না। ভোটের সময় বড়াই করে সবাই বলেছিল আপনাদের সকলের পাশে আমরা থাকবো কিন্তু ভোট মিটে গেলেও আমাদের এই করুণ অবস্থায় কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কেউই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না বা দাঁড়ায়নি। আমরা কোথায় যাব , মাথার ছাদ যদি না থাকে তাহলে থাকবো কোথায়,কে আমাদের আশ্রয় দেবে ,পরিবার নিয়া রাস্তায় বসতে হবে আর টা নাহলে জীবন দিতে হবে ।কাউ কাও আবার বলছেন উপার্জন করলে তবেই ঘরে হাঁড়ি চাপে,কাঠ এনে রান্না করতে হয়,আমরা সকলেই লোকের বাড়িতে কাজ করি আমরা তো আর সরকারী চাকুরীজীবীদের মতন টাকা উপার্জন করিনি । কোথায় যাব কি করব কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। স্ত স্থানীয়দের দাবি, বহু বছর ধরে তাঁরা এখানে বসবাস করছেন। অধিকাংশই দিনমজুর, গৃহকর্মী বা ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বাড়িভাড়ার উচ্চ খরচ বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও এখন কেউ খোঁজ নিচ্ছেন না। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া তাঁরা কোথায় যাবেন। অসহায় বাসিন্দাদের একাংশের আক্ষেপ, মাথার উপর ছাদ কেড়ে নিলে পরিবার নিয়ে রাস্তায় বসতে হবে, তার চেয়ে জীবন দেওয়াই বাকি থাকবে।

নেহরুর প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধা কংগ্রেস নেতাদের, স্মরণ মোদীরও

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মেঃ ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু-র প্রয়াণ দিবসে বুধবার শান্তিবনে গিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতা। একইসঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-ও। এদিন নেতারা নেহরুকে আধুনিক ভারতের নির্মাতা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা স্মরণ করেন।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার সকালে জওহরলাল নেহরুর ৬২-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিসৌধ শান্তি বনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তিনি বলেন, পণ্ডিত নেহরু শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও আধুনিক ভারতের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর তৈরি শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছে এবং তাঁর উত্তরাধিকার আজও দেশকে পথ দেখাচ্ছে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রতি নেহরুর অঙ্গীকার ভারতের আত্মায় আজও জীবন্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী পণ্ডিত নেহরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, সম্প্রীতিপূর্ণ ও প্রগতিশীল ভারত গঠনের জন্য তিনি সারাজীবন উৎসর্গ করেছিলেন। স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক নীতি, সাংবিধানিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার উপর ভিত্তি করে নেহরুর নেতৃত্ব আগামীদিনেও অনুপ্রেরণা জোগাবে।কংগ্রেসের সংগঠন সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল, কংগ্রেস নেতা বি কে হরিপ্রসাদ, শশী থারুর সহ একাধিক নেতা এদিন পণ্ডিত নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক তথা লোকসভা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা বলেন, কোনও কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় সমাজের কত মানুষের চোখের জল মুছে দেওয়া গেল এবং কত মানুষের জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি আনা গেল তার উপর। তাঁর মতে, নেহরু বিশ্বাস করতেন দেশ তখনই এগোবে যখন কোটি কোটি মানুষের উন্নতি হবে। সেই ভাবনা থেকেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তিনি।অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক্স মাধ্যমে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বিনম্র শ্রদ্ধা।উল্লেখ্য, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মৃত্যু হয় ১৯৬৪ সালের ২৭ মে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সরকারি ক্ষেত্রের উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁকে স্মরণ করা হয়।অন্যদিকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বুধবার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলো দেশ। পুণ্যতিথিতে নেহরুকে শ্রদ্ধা জানান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী প্রমুখ। নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার সকালে জওহরলাল নেহরুর ৬২-তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতিসৌধ শান্তি বনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও নেহরুকে শ্রদ্ধা জানান রাহুল গান্ধী, কে সি বেণুগোপাল প্রমুখ। কংগ্রেস নেতা বি কে হরিপ্রসাদও নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও জওহরলাল নেহরুকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানান, মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় সকল রাজনীতিবিদ থেকে খবর সূত্র জানি

এসআইআর-কে বৈধতা সুপ্রিম কোর্টের, নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ সমর্থন

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন (এসআইআর)-কে সম্পূর্ণ বৈধ আখ্যা দিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাচন কমিশনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, এসআইআরের উদ্দেশ্য বৈধ এবং সংবিধানসম্মত। এর মাধ্যমে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া আইন-বিরোধী নয়। ভোটারদের নোটিস এবং শুনানির অধিকার বজায় রাখা হয়েছে।বুধবার এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এসআইআরের মাধ্যমে নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া এখনও আইনের সীমার মধ্যেই রয়েছে এবং এতে ভোটারদের মৌলিক প্রক্রিয়াগত অধিকার রক্ষা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার সময় নির্দিষ্ট নথি চাওয়া বেআইনি নয়, বরং সঠিক ও একরকম যাচাই নিশ্চিত করার জন্য এটি প্রয়োজনীয় এবং নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের নথি নির্দিষ্ট করার ক্ষমতা রয়েছে। শীর্ষ আদালত আরও বলেছে, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা তৈরির সময় নাগরিকত্ব যাচাই করতে পারে, কিন্তু সেই ক্ষমতা শুধুই ভোটার তালিকায় নাম রাখা বা বাদ দেওয়ার প্রশ্ন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। ভোটার তালিকায় নাম না থাকা মানেই কাউকে বিদেশি নাগরিক ঘোষণা করা যাবে না। নাগরিকত্ব নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। সেই সিদ্ধান্ত নেবেন নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সরকারি কর্তৃপক্ষ।

ঈদের নামাজ পাঠ ফারুকের, শুভেচ্ছা জানালেন উপ-রাজ্যপাল

শ্রীনগর(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ দেশজুড়ে বৃহস্পতিবার পালিত হবে ঈদ-উল-আদহা। তার আগে বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরে পালিত হয় ঈদ। এদিন সকালে শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে ঈদের নামাজ পাঠ করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ নামাজ পাঠ করেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহও নামাজ পাঠ করেন।ঈদ উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ করা একটি পোস্টে লেফটেন্যান্ট গভর্নর জানান, এই পবিত্র মুহূর্তটি মানবতাকে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং ক্ষমার মতো চিরন্তন মূল্যবোধকে গ্রহণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সিনহা তাঁর বার্তায় বলেন, এই ঈদ সকলের জীবনে আনন্দ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বয়ে আনুক। ঈদ মোবারক! কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে এদিন ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ত্যাগের এই উৎসব উদযাপিত হয়। প্রধান মসজিদ ও ঈদগাহগুলিতে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। ঈদ-উল-আদহা হলো ইসলামের দ্বিতীয় প্রধান ধর্মীয় উৎসব, যা বিশ্বজুড়ে ত্যাগের মহিমায় উদযাপিত হয়।

মুদ্রাস্ফীতির আগুনে সাধারণ মানুষ ঘামছে, মোদীকে কটাক্ষ করে মন্তব্য মল্লিকার্জুনের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ মাত্রাতিরিক্ত গরম ও তাপপ্রবাহে নাজেহাল দেশের বিভিন্ন রাজ্য। এমতাবস্থায় দেশবাসীর উদ্দেশে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই বার্তাকে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি বুধবার এক্স মাধ্যমে লিখেছেন, আমরা গরম সহ্য করতে পারি, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির আগুনে সাধারণ মানুষ ঘামছে।উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিনের মধ্যে দেশে অনেকটাই বেড়েছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। এছাড়াও সিএনজি-র দামও মহার্ঘ হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বুধবার প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন খাড়গে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, মোদীজি, আপনার সরকারের লুটপাট নিয়ে দয়া করে কিছু বলুন?

কান চলচ্চিত্র উৎসবঃরেড কার্পেটে নজর কাড়লেন জ্যাকলিন

মুম্বই(সংবাদ সংস্থা), ২৭ মে ঃ অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ আবারও একবার নজর কাড়লেন বিশ্বমঞ্চে। ' কান চলচ্চিত্র উৎসব'-এর রেড কার্পেটে তৃতীয়বারের মতো পা রাখলেন তিনি। ভারতীয় শিল্পী রাহুল মিশ্রের ভাবনায় তৈরি পোশাকে (গাউন) ধরা দেন তিনি। তাঁর এই লুক সমাজ মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসতেই অনুরাগীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে উন্মাদনা। গাউনের সূক্ষ্ম কারুকার্য এবং বিশেষ স্লিভস তাঁর লুকে এনেছে আধুনিকতার পরশ । পোশাকের জাঁকজমক বজায় রাখতে চুলে রেখেছেন সাধারণ 'সফট ওয়েভস' স্টাইল ।কান চলচ্চিত্র উৎসবের রেড কার্পেটে জ্যাকলিনের এই উপস্থিতি দেশ বিদেশের ফ্যাশন দুনিয়ায় ছড়িয়েছে ভূয়সী প্রশংসা । ডিজাইনার রাহুল মিশ্র এবং জ্যাকলিনের এই যুগলবন্দি কান এর অন্যতম মুহূর্ত হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে মনে হয়।

প্রযুক্তি শিক্ষায় নতুন দিগন্ত, হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে উদ্বোধন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স

রূপম রায়, হুগলি ঃপ্রযুক্তি শিক্ষাকে আরও আধুনিক, কর্মমুখী এবং শিল্পসংস্থার উপযোগী করে তুলতে বড় পদক্ষেপ নিল হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজ (এইচইটিসি)। মঙ্গলবার কলেজ প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর। প্রযুক্তিনির্ভর ভবিষ্যতের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক সুবীর নাগ, কলেজ সোসাইটির সম্পাদক অধ্যাপক অভিজি মাইতি, রাজীব রামপাল, অনিন্দ্য শীল-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং প্রযুক্তি জগতের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কলেজ ক্যাম্পাসে উৎসবের আবহ তৈরি হয়।এদিন সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর উদ্বোধনের পাশাপাশি আয়োজিত হয় মাইনক্রাফ্ট-থিমযুক্ত টেক ইট ইজি ধারণার উপর ভিত্তি করে দুই দিনব্যাপী প্রযুক্তি উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান। সেখানে প্রযুক্তি, ডিজাইন এবং প্রতিযোগিতামূলক গেমিংকে কেন্দ্র করে আয়োজিত ১০টিরও বেশি ইভেন্টের বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুবীর নাগ বলেন, তিনিও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তনী হওয়ায় এই ধরনের উদ্যোগে অত্যন্ত আনন্দিত ও আশাবাদী। তিনি জানান, ভবিষ্যতে কলেজের যেকোনও উন্নয়নমূলক উদ্যোগে তিনি পাশে থাকবেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের যাতে চাকরির জন্য বাইরে যেতে না হয়, তার জন্য বর্তমান সরকার শিল্প ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।ঁকলেজ সোসাইটির সম্পাদক অধ্যাপক অভিজি মাইতি জানান, এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই ও এমএল), ইন্টারনেট অফ থিংস (আইওটি), ডেটা সায়েন্স, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটি এবং থ্রিডি প্রিন্টিং-এর মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।ঁতিনি আরও জানান, আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থা জেডস্কেলার-এর সঙ্গে যৌথভাবে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ করছে কলেজ। শুধুমাত্র তাত্ত্বিক শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে বাস্তবমুখী শিক্ষা, রিয়েল-টাইম প্রজেক্ট এবং ইন্টার্নশিপের সুযোগ করে দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।শিক্ষামহলের মতে, বর্তমান সময়ে প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা দ্রুত বা।ছে। সেই চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটা আপনার জীবনে উদ্দীপনা আর নতুন এনার্জি নিয়ে আসবে। আপনি নতুন আইডিয়াতে কাজ করতে এবং আপনার ক্রিয়েটিভিটি প্রকাশ করতে মোটিভেটেড বোধ করবেন।
বৃষঃ আজকের দিনটা উন্নতির জন্য পজিটিভ সুযোগ নিয়ে আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম স্বীকৃতি পাবে, এতে আপনার অবস্থান আরও ভাল হবে। শুভদিন
মিথুনঃ আজকের দিনে বিশ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনি একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন- যা আপনাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে। আপনার ঘরের সৌন্দর্য্যায়নের জন্য আপনার অতিরিক্ত সময়ের ব্যবহার করুন।
কর্কট রাশি ঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। অর্থ সাশ্রয়ের আপনার প্রচেষ্টা আজ ব্যর্থ হতে পারে। যদিও আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না, কারণ পরিস্থিতি শীঘ্রই উন্নতি হবে। সম্পর্কগুলির সাথে সম্বন্ধ এবং বন্ধন পুনরুজ্জীবিত করার দিন। বিবাহের যোগ হতে পারে
সিংহঃআজকে তোমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস আর এনার্জি থাকবে। তোমার আইডিয়া গুলো সবাই ভালোভাবে নেবে, আর তুমি বুদ্ধিমানের মতো ডিসিশন নিতে পারবে। প্রেম আসতে পারে আজ।
কন্যাঃআজকে পজিটিভিটি আর দায়িত্ব আসবে। আপনার ডেডিকেশন আপনার কর্মক্ষেত্রে পজিশন আরও স্ট্রং করবে। আর্থিকভাবে, এখন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ভালভাবে ভাবার সময়। পার্সোনাল রিলেশনশিপ ভাল যাবে, আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে খুশি হবেন। সংসারে শান্তি আসবে
তুলাঃমানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। আপনি যদি ছাত্র হন এবং বিদেশে পড়াশোনা করতে চান তবে ঘরে বসে আর্থিক সঙ্কট আপনাকে আজ বিরক্ত করতে পারে। আপনার পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে এবং টাকা খরচ উপভোগ করতে মন হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ আপনার মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করুন যা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্বশর্ত। মন হল জীবনের প্রবেশদ্বার কারণ ভালোমন্দ যাই হোক না কেন মনের মাধ্যমেই আসে। শুভদিন।
ধনুঃ আজকের দিনটা ইতিবাচক শক্তি আর সুযোগ নিয়ে আসবে। আপনার আইডিয়াগুলো চলমান প্রজেক্টে সাফল্য পেতে সাহায্য করবে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন আজ
মকরঃ আজকের দিনটা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সাফল্য পাওয়ার জন্য অনুকূল। আপনি আপনার আগের চেষ্টার ফল দেখতে পাবেন।
কুম্ভঃ আজকের দিনটা ইতিবাচক শক্তি আর সৃজনশীলতায় ভরা থাকবে। কাজের জায়গায় নতুন দায়িত্ব আসতে পারে, যেগুলো আপনি দক্ষতার সঙ্গে সামলাবেন।
মীনঃশরীরে ব্যথা বেদনা এবং উদ্বেগ সংক্রান্ত সমস্যা উড়িয়ে দেবেন না। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয়

আবহাওয়া

তীব্র দাবদাহের মধ্যে অবশেষে স্বস্তির বার্তা দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ২৮ ও ২৯ মে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। ওই সময়ে ৫০-৬০ কিমোলিটার বেগে বইবে দমকা হাওয়াও। বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তীব্র ঝ। বইতে পারে। বাকি জেলাগুলিতে হাওয়ার গতিবেগ তুলনামূলক কম থাকবে। শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, রবিবার থেকে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।তবে, আগামী ২৪ ঘণ্টাও গরম থেকে নিস্তার মিলবে না। দক্ষিণবঙ্গে প্রায় সব জেলাতেই উষ্ণ ও আর্দ্র থাকবে আবহাওয়া। কোথাও কোথাও অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তাতে তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় আগামী দু'দিনও বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকবে। তারপর উত্তরবঙ্গেও কমে যাবে বৃষ্টি। বুধবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.২ ডিগ্রি বেশি।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৬শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৪ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০ টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১২ টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৪মিনিটে হতে পারে।

গোমাতার সেবায় মায়াপুরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, ইসকনে ধর্মীয় আবহে জোর প্রস্তুতি

ছোটেন বিশ্বাসঃ নদীয়া-নদিয়ার মায়াপুর ইসকন-এ বৃহস্পতিবার ধর্মীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম মায়াপুর ইসকনে আসছেন তিনি। তবে এই সফরে কোনও রাজনৈতিক সভা বা প্রশাসনিক বৈঠকের কর্মসূচি নেই বলেই জানা গিয়েছে। সম্পূর্ণ ধর্মীয় আবহে গোমাতার সেবা, বিশেষ পূজা, হোমযজ্ঞ ও বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অংশ নিতেই তাঁর এই সফর। ইসকন সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে করে মায়াপুর পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইসকন চত্বরে অবতরণের পর তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানাবেন ইসকনের সন্ন্যাসী ও কর্তৃপক্ষ। এরপর তিনি সরাসরি ইসকনের গোশালায় যাবেন। সেখানে গোমাতার উদ্দেশ্যে বিশেষ পূজা, যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি নিজ হাতে গোমাতাকে বিশেষ ধরনের লাড্ডু খাইয়ে সেবাও করবেন বলে জানা গিয়েছে। ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস

জানান, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর সম্পূর্ণ ধর্মীয় উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়েছে। যদিও নবনির্মিত চন্দ্রোদয় মন্দির বা অন্যান্য বিগ্রহ দর্শনের কোনও নির্দিষ্ট সূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। প্রসাদ গ্রহণের বিষয়েও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকেই মায়াপুর ইসকন চত্বরে শুরু হয়েছে জোর প্রস্তুতি। হেলিপ্যাড এলাকা পরিষ্কার করা, রাস্তা সংস্কার, জলনিকাশি ব্যবস্থার মেরামত ও নিরাপত্তা বলয় তৈরি-সহ একাধিক কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। বুধবার দুপুরে হেলিকপ্টার ট্রায়ালও করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও থাকছে কড়া। রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই ইসকন চত্বর পরিদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে একাধিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদেরও প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যদিও ইসকন সূত্রে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক আধিকারিকরাই উপস্থিত থাকতে পারেন। সব মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার মায়াপুর ইসকনে আসতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে তাঁর সফরকে কেন্দ্র করে ইসকন কর্তৃপক্ষ, ভক্তমহল ও স্থানীয়দের মধ্যে বাড়ছে উৎসাহ। বুধবার থেকেই মন্দির চত্বর ও আশপাশের এলাকায় তৈরি হয়েছে সাজো সাজো রব। ধর্মীয় আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই সফর এখন নদিয়ার অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

অবশেষে প্রশাসনের গাইডলাইন এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনেই বসলো হাওড়ার মঙ্গলাহাট

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ অবশেষে প্রশাসনের গাইডলাইন এবং নিয়মশৃঙ্খলা মেনেই বসলো হাওড়ার মঙ্গলাহাট। তবে রাস্তায় নয়, হাট বসলো 'ফুটপাতে', জট কাটায় খুশি ব্যবসায়ীরাও। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে রাস্তা দখল না করে রাস্তা সম্পূর্ণ ছেড়ে রেখেই ফুটপাতের গার্ডরেলের ভিতরে বসে মঙ্গলবারের মঙ্গলাহাট। রাস্তা ফাঁকা হওয়ায় খুশি পথচারীরাও। জানা গেছে, এখন থেকে এভাবেই প্রতি সোম ও মঙ্গলবার প্রশাসনের নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে ব্যবসা করতে হবে। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি সেন্ট্রালের মুখপাত্র সুদীপ বিশ্বাস বলেন, 'আজকে আমাদের অত্যন্ত আনন্দের দিন। হাট থেকে আমাদের তুলে দেওয়া হবে, বসতে দেওয়া হবে না এই চিন্তায় আমরা সোমবার থেকে খুবই টেনশনে ছিলাম। এই জায়গা থেকে আমরা এখন অনেকটাই রিলিফ হয়েছি। ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের কাছে আমাদের বার্তা, যারা বসবেন তাঁরা সুষ্ঠুভাবে এমনভাবে ব্যবসা করবেন যেন কারও অসুবিধে না হয়। আমরা সুষ্ঠুভাবেই এখানে ব্যবসা করতে চাই।' অন্যদিকে, হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির (সেন্ট্রাল) সভাপতি মলয় দত্ত বলেন, 'আমরা আমাদের হাট সংক্রান্ত সমস্যার বিষয় তুলে ধরে গতকাল সোমবার বিকেলে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে চিঠি লিখে আবেদন জানাই। আমরা ওনাকে জানাই হাট বন্ধ হয়ে গেলে আনুমানিক প্রায় ১২ হাজার দোকানদার এবং এর সঙ্গে যুক্ত সকলে মিলিয়ে প্রায় লক্ষ লোকের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে। এরপর রাত দশটার পর আমাদের জানানো হয় হাট চলবে। তবে, সেক্ষেত্রে প্রশাসনের বেশ কিছু গাইডলাইন এবং নিযমশৃঙ্খলা মেনে হাট বসতে হবে। এরপর প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের রাতেই এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেই গাইডলাইনস মেনেই মঙ্গলবার

সকালে হাট বসে। তার সমস্ত ছবি প্রশাসনের তরফ থেকে ড্রোন ক্যামেরায় তোলা হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে, হাট বন্ধ হচ্ছে না। মঙ্গলবার যে নিযমে হাট বসেছে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে সেভাবেই আগামী দিনও হাট চলবে। কিন্তু কোনওভাবেই রাস্তা জুড়ে বা ফুটপাত বন্ধ করে হাট বসানো যাবে না। 'ব্ল্যাকটপ' ছেড়ে রাস্তার শেষ প্রান্তে ফুটপাতের ভিতরে বসেই ব্যবসা করতে হবে। রাস্তা এনক্লোচ করা যাবেনা। আজকে এই নিয়মে হাট করার পর রাস্তা পরিষ্কার ছিল। প্রশাসন জানিয়ে দিয়েছে এই নিয়মে ব্যবসা করলে হাট বন্ধ করা হবে না। এই সিদ্ধান্তের জন্য মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে আমরা শমীক ভট্টাচার্য সহ হাওড়া জেলা প্রশাসন, ট্রাফিক সহ পুলিশের সকল আধিকারিকদের অভিনন্দন জানাই।' উল্লেখ্য, সোমবার মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসেন হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক আধিকারিকরা। ওই বৈঠকেই সংগঠনগুলিকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এবার থেকে রাস্তায় নয় ফুটপাতে বসে ব্যবসা করতে হবে। রাস্তায় বসে ব্যবসা করা চলবে না। গাড়ি যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। মঙ্গলবার সকালে যথারীতি মঙ্গরাহাট বসে। তবে হাজার হাজার ব্যবসায়ীদের এদিন আর রাস্তায় বসতে দেখা যায়নি। ব্যবসায়ীরা রেলিং এর ভিতরের ফুটপাতে বসেন। এতে রাস্তা অনেকটা ফাঁকা হযে. যাওযায. রাস্তায় বো। যায় গাড়ির গতি। ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে শুরু হয .মাইকিং। মাইকে ঘোষণা করা হয় ব্যবসায়ীরা যেন রাস্তা ছেড়ে ফুটপাতে বসে। পুলিশের এই ঘোষণায় খুশি ব্যবসায়ীদের বড় অংশ। তারা স্পষ্ট জানিয়েছেন কোনওভাবেই গাড়ি আটকে ব্যবসা করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। মূলতঃ হাওড়ার জেলাশাসকের অফিস এবং হাওড়া পুরসভার সামনে সামনে মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া থানা এবং হাওড়া জেলা হাসপাতালের আশেপাশে এবং জি টি রোড সহ হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতালের আশেপাশে এইসব ব্যবসায়ীরা বিক্রিবাটা করেন। দুই মেদনীপুর, দুই বর্ধমান, হুগলি, দুই চব্বিশ পরগনা, হাওড়া সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ক্রেতা এই হাটে কেনাকাটা করতে আসেন। সেই কারণে ব্যস্ত হাওড়া ময়দান চত্বরে যানজট হয়। মূল প্রশাসনিক ভবনগুলির সামনে ট্রাফিক জ্যাম দেখা যায়। রাজ্যে পালাবদলের পরই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে নড়েচড়ে বসে হাওড়া সিটি পুলিশ এবং জেলা প্রশাসন। সোমবার মঙ্গলাহাটের ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠকে বসেন হাওড়া সিটি পুলিশের ট্রাফিক আধিকারিকরা। ওই বৈঠকেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এবার থেকে রাস্তায় নয় ফুটপাতে বসে ব্যবসা করতে হবে। রাস্তায. বসে ব্যবসা করা চলবে না। গাড়ি যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না।

প্রশান্ত বর্মনের জামিন, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৭ মে ঃ গত কয়েকদিন ধরে রাজ্যের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন অপসারিত বিডিও প্রশান্ত বর্মন। দীর্ঘদিন ধরেই যাঁকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ, শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের হাত ধরেই পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর আদালতে পেশ করা হতেই দ্রুত জামিন পেয়ে যাওয়ায় নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই ঘটনায় পুলিশের একাংশের ভূমিকা নিয়েই সরব হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, পুলিশের একাংশের স্বভাব এখনও বদলায়নি। এর নেপথ্যে সেটিং আছে। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, বিরোধী দল থাকাকালীন বিজেপি বারবার পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। পুলিশকে দলদাস বলেও আক্রমণ করা হয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে আইন মেনেই কাজ করতে হবে প্রশাসনকে। কিন্তু প্রশান্ত বর্মনের দ্রুত জামিন পাওয়ার ঘটনায় ফের সেই পুরনো প্রশ্নই সামনে উঠে এসেছে বলে দাবি তাঁর। দিলীপ ঘোষ বলেন, পুলিশের পুরনো অভ্যাস এখনও পুরোপুরি বদলে যায়নি। আমিও পুলিশকে জিজ্ঞাসা করেছি, এইসব লোকদের আপনারা অ্যারেস্ট করছেন না কেন? পুলিশ নাকি এদের খুঁজে পাচ্ছে না! অথচ অথচ দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা এরাই পুলিশের সঙ্গে একসঙ্গে বসে চা খাচ্ছে। তবে দিলীপ আরও বলেন, অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে গেলেই খুন করে দেবে সেই দিন নেই। রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা আছে। সবাই সুরক্ষিত আছেন। উল্লেখ্য, মদ্যপ অবস্থায় গাি চালিয়ে পথচারীকে ধাক্কা মারার অভিযোগে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হন প্রশান্ত বর্মন। তিনি সল্টলেকের স্বর্ণব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা খুন মামলারও অভিযুক্ত বলে জানা যায়। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে তোলা হলেও সেই মামলার প্রয়োজনীয় নথি আদালতে পৌঁছয়নি। এমনকি তদন্তকারী আধিকারিকও নির্দিষ্ট সময়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ। এরপরই জামিন পেয়ে যান অভিযুক্ত বিডিও। এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কি ভাবে তিনি জামিন পান। পুলিস কি তবে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। সাধারণ মানুষ এই নিয়ে নানান কথা বলছেন। তবে মনে করা হচ্ছে বিজেপি সরকার কাউকেই ছেড়ে কথা বলবে না।

দুর্ব্যবহারের অভিযোগ, হাওড়া রেডক্রস সোসাইটির কর্মীকে অফিসের মধ্যেই পেটালেন মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৭ মে ঃ মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের

অভিযোগ, হাওড়া রেডক্রস সোসাইটির কর্মীকে অফিসের মধ্যেই পেটালেন মহিলারা। তুলে দেওয়া হলো পুলিশের হাতে। হাওড়া রেডক্রস সোসাইটির এক কর্মীর বিরুদ্ধে জনৈক মহিলার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার অভিযুক্তকে ওই ঘটনার পর ক্ষুব্ধ মহিলারা মারধর করে হাওড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ওইসংস্থার মহিলা কর্মীদের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের আমল থেকেই রেডক্রস সোসাইটিতে নানা ধরনের অনিযম চলে আসছে। তারা বলেন, আর্থিক হিসাব চাওযার পরেও তাদের স্পষ্ট তথ্য দেওযা হয়নি। কর্মীরা সংস্থাটির স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু পরিচালনার দাবি জানিয়েছেন। মহিলা কর্মীদের মতে হিসাব চাওযা হলেও ওই ব্যক্তি কোনও তথ্য দিতে অস্বীকার করেন এবং দুর্ব্যবহার করেন। অভিযোগ উঠেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি এক মহিলা কর্মীর পোশাক ধরে টানলে তাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। তবে, অভিযুক্ত ব্যক্তি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি পাল্টা দাবি করেছেন যে মহিলা কর্মীরা তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন এবং তাকে মারধর করেছেন। ঘটনাটি জানতে পেরে হাওড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষযটি তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ উভয় পক্ষের অভিযোগই খতিযে. দেখছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে পালিত হলো আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস সাংস্কৃতিক মঞ্চে 'আনন্দদৃষ্টি উপস্থিতি

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা, ২৭ মে ঃ সম্প্রতী , সংস্কৃতি মন্ত্রকের

তত্ত্বাবধানে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হলো 'আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস'। এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাটি ছিল 'ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম' এবং 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এর একটি যৌথ উদ্যোগ বিশেষত ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের অধিকর্তা এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সচিব ও কিউরেটর ড. সায়ন ভট্টাচার্য-এর নেতৃত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।অনুষ্ঠানটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে একে অলঙ্কৃত করেন মাননীয়া বিধাযিকা শ্রীমতি রূপা গাঙ্গুলী। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত ফ্রান্সের কনসাল জেনারেল থিয়েরি মাথু, এবং শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য জগতের আরও অনেক বরেণ্য ব্যক্তিত্ব।এই বিশেষ উপলক্ষটিকে স্মরণীয় করে রাখতে, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওডিশি শিল্পী বিদুশী রেশমি বসু-যিনি ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্যবার নৃত্য পরিবেশন করেছেন-বিশেষ আমন্ত্রিত শিল্পী হিসেবে তাঁর ওডিশি নৃত্য আকাদেমি শিবরঞ্জনী-র শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে এক মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করেন। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বন্দে মাতরম-এর সুরে এক শক্তিশালী নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে। এরপর পরিবেশিত হয় আনন্দ দৃষ্টি-শ্রীমতি রেশমি বসু-র নৃত্য-পরিকল্পনায় তৈরি একটি বিশেষ প্রযোজনা, যেখানে ভগবান শিবের বহুবিধ রূপ ও প্রকাশভঙ্গিকে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই পরিবেশনাটি তার শৈল্পিক গভীরতা এবং আধ্যাত্মিক আবেদন-এর কারণে দর্শকদের কাছ থেকে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।অনুষ্ঠানের ভাষ্য রচনা করেন উপাসনা চক্রবর্তী এবং তা পাঠ করেন শুভদীপ সাহা ও মেঘনা নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নৃত্য-পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীমতি রেশমি বসু, এবং সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শ্রীমতি মেঘনা নন্দী।

বিস্ফোরক সুশান্ত-অরূপ, বিজেপিকে ধন্যবাদ ঘিরে তীব্র জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাত, কলকাতা, ২৭ মে ঃ রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ক্রমশ বাড়ছে তৃণমূলের অন্দরের অস্বস্তি। বুধবার কলকাতা পুরসভার দুই গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কাউন্সিলরের পদত্যাগ ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজনৈতিক মহলে। বরো চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কসবার কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। পাশাপাশি অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানের পদ ছেড়েছেন তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র তথা কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। ইস্তফার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের একাধিক শীর্ষ নেতাকে নাম না করে নিশানা করেন তাঁরা। সেই সঙ্গে বিজেপিকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানানোয় নতুন রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়েছে। ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের প্রসঙ্গ টেনে সুশান্ত ঘোষ ও অরূপ চক্রবর্তী বলেন, হার স্বীকার তো করতেই হবে। তাঁদের দাবি, ভোটের ফল প্রকাশের পর টানা কয়েক সপ্তাহ কোনও মন্ত্রী বা শীর্ষ নেতাকে মানুষের পাশে দেখা যায়নি।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Treasurer, KMC** invites e-tender online, two bid system for the following work :-

NIT No. : Treasury01/2026-27 (2nd Call)

Name of work **: Supply of 500 pcs. DMP Ribbon cartridge (Make TVSE) for TVSE HD 945 DM Printers at Treasury Department (KMC).** Estimated Amount : **Rs.1,02,660.00.** Earnest Money : **Rs.2,053.00.** Period of Completion : **07 days.** Last date and time of submission of bid **: 12.06.2026 at 2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **29.05.2026 at 12 noon.** The website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC** invites online percentage rate e-tender in two bid system for following work :-

NIT No. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/005/2026-27, DATED 26/05/2026

Name of work **: Modification of Sitting arrangements and Segregation of Microbiology area from instrument room at Water Analysis Laboratory of Hogg Building.** Estimated Cost (Including GST & LWC) **: Rs.2,04,627.00.** Earnest Money : **Rs.4,100.00.** Period of Completion **: 15 Days.** Last Date and time of Submission of Bid **: 06.06.2026 at 11 a.m.** The Bid form and other details are available on and from **29.05.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **D.G/(S&D), KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/BDPS/M-1/26-27 (1st Call)

Name of work **: Repairing and replacement of rotating components of pump unit no.3 at JDPS under BDPS.** Estimated Cost **: Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.7,600.00.** Period of Completion **: 20 days.** Last date and time of submission of Bid **: 06.06.2026 upto 5 p.m.**

2. NIT No. : KMC/BDPS/MMPS/P28/26-27 (1st Call)

Name of work **: Replacing with manufacturing and fitting fixing 2 Nos. M.S Strainers before submersible pumps and other allied works at Old Building, Mominpur DPS under BDPS.** Estimated Cost **: Rs.4,81,827.00.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 14 days.** Last date and time of submission of Bid **: 08.06.2026 upto 3 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **29.05.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No.1 & 2).**

3. NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-19U/25-26 (1st Call)

Name of work **: Manufacturing, supply and fitting fixing of platform over incoming line of new station near beltale lifting system with allied works at BDPS.** Estimated Cost : **Rs.4,68,814.00.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.** Period of Completion **: 20 days.** Last date and time of submission of Bid **: 10.06.2026 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available on and from **01.06.2026 at 5 p.m.** from website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work :-

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/137/003/2026-2027/R/P&S

Name of work **: Miscellaneous repairing works at Tajia Talab & surrounding area in view of Muharam Festival in Ward No.137 under Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.2,78,031.96.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 11.06.2026 - 11 a.m.** Date of opening of tender **: 13.06.2026 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.06.2026 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

56 / 26-27

সরকারি কাজে কাটমানি,তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, আরামবাগ, ২৭ মে ঃ গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসতেই এলাকার এক সময়কার দুই দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ শাহাবুদ্দিন খান ও তাঁর ভাই গিয়াসউদ্দিনের কুকীর্তি নিয়ে ক্ষোভে ফেটে প.ালেন স্থানীয় মহিলারা। দুর্নীতি, সরকারি কাজে কাটমানি নেওয়া এবং তোলাবাজি ছাড়াও গ্রামের মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণের অভিযোগ উঠেছে দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে তাঁদের বা.ারি দেওয়ালে প.াছে পোস্টার। ক্ষোভের আঁচ পেয়েই দুই ভাই অবশ্য আগেই এলাকা ছেড়েছেন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, এক সময়ে তাঁদের মাটির বাড়ি ছিল। তার জায়গায় এখন তিনতলা প্রাসাদোপম অট্টালিকা তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, দুর্নীতির টাকাতেই তাঁরা এই বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু রাজ্যে পালাবদল ঘটতেই, কাটমানি ও দুর্নীতির টাকা ফেরত চেয়ে এ বার তাঁদের বাড়িতে প.াল পোস্টার। এই ঘটনায় তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহাবুদ্দিন খান এক সময়ে গোঘাট ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ও তৃণমূলের স্থানীয় ব্লক সভাপতি ছিলেন। তাঁরই হাত ধরেই রাজনীতিতে উত্থান ঘটে ভাই গিয়াসউদ্দিনের। ২০১৮ সালে তিনি শ্যামবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে বসার পর থেকেই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। কিছুদিনের মধ্যেই নিজের গ্রামেই তিনতলা বা.া বানিয়ে ফেলেন। দাদা শাহাবুদ্দিনেরও গ্রামে নিজস্ব পাকাবা.ারি পাশাপাশি, আরামবাগ শহরে বিশাল বাড়ি রয়েছে। অভিযোগ, দুই ভাইয়ের এই আর্থিক প্রতিপত্তির একমাত্র উৎস্য কাটমানি, তোলাবাজি ও দুর্নীতি। গোঘাটের শ্যামবাজার পঞ্চায়েতের শান্তিপুর থেকে পিচরাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই চোখে পড়বে বাড়িগুলি। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তৃণমূলের জমানায় দুই ভাইয়ের অনেক ধরনের কুকীর্তি রয়েছে। স্থানীয় অনেক মহিলা তাঁদের লালসার শিকার হয়েছেন, এমন অভিযোগও উঠছে। বাজারে গেলে, বিনা পয়সায় ব্যাগে আনাজ ভরে নিয়ে আসতেন। তাঁদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেই জুটত মারধর। তাঁদের উস্কানিতে ঘর ভাঙচুর, আগুন লাগিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে। স্থানীয় বধূ বলেন, 'আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলেছে ওরা। লুঠপাট থেকে শুরু করে সব করেছে।' এক বাসিন্দা বলেন, 'ওরা কী করেনি! ২০১৮ সালের পর থেকে এলাকায় যা খুশি তাই করে গিয়েছে। জনগণের টাকা নিয়ে প্রাসাদোপম বাড়ি করেছে। সমস্ত টাকা, কাটমানি ওদের ফেরত দিতে হবে। না হলে ওদের গ্রেপ্তার করতে হবে।' অভিযুক্ত গিয়াসউদ্দিন ও শাহাবুদ্দিনের দাবি, তাঁদের নামে মিথ্যা অভিযোগ তুলে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশী মহিলা গ্রেফতার বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ২৭ মে ঃ অবাক কান্ড। এ ও সম্ভব। মাত্র ৩ হাজার টাকায় ভারতে আসা ও ২ হাজার টাকায় নাগরিকত্ব পাওয়া। গল্পের মত শোনাচ্ছে তো। হ্যাঁ নিশ্চিত অবাক কান্ড। বিগত ৫০ বছর ধরে এভাবে ২কোটির বেশি হিন্দু এসেছেন। এবং এক কোটির বেশি মুসলমান ভারতে এসেছেন। একটি দেশে পড়শী দেশ থেকে তিন কোটি লোকের চাপ নিতে হয়েছে। হিন্দুদের আসার কারণ সংখ্যা লঘু হয়ে নির্যাতনের স্বীকার। জন্মস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে আসতে হয়েছে। ফলে তাদের আশ্রয় দিয়েছে ভারত সরকার। কিন্তু মুসলমান বাংলাদেশী কেন আসবেন। তারা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ। আসলে পাসপোট ভিসায় আসুন আবার চলে যাবেন। বা মেডিকেল ভিসায় চিকিৎসা করাতে আসুন। সুস্থ হয়ে ফিরে যাওয়া। কিন্তু না। মুসলিমরাও আসছেন বেআইনি ভাবে। আর তা থেকে যাচ্ছেন। আগে বামফ্রন্ট সরকার, পরে মমতার সরকার জামাই আদর করে তাদের রেখে ছিলেন। ভাবুন কত সস্তা।

রিচফিল্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড

২বি, গ্রান্ট লেন, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০ ০১২,আইএন
CIN:L65999WB1992PLC055224
ইমেল আইডিঃ rfsl.nbfc@gmail.com / secrerial@rfsl.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.rfsl.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির নির্যাস সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৭(১) (বি) (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বার্ষিক সমাপ্ত	
		বর্তমান ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে ৩১-১২-২০২৫ নিরীক্ষিত নয়	সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাসিক শেষ হয়েছে ৩১.০৩.২০২৫ নিরীক্ষিত	সময়কাল সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত	সময়কাল সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৬ নিরীক্ষিত
১.	পরিচালন কার্যক্রম থেকে মোট আয়	৪২৯.৯৫	৩০০.০২	১৭২.৩৯	১,২১৯.৫৭	৪৩৭.৩৩
২.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) (পূর্ববর্তী কর, ব্যতিক্রমী এবং অসাধারণ বিষয়সমূহ)	(১৮.১৮)	৯.৭০	১০.৬৫	৪৭.১২	১৩.৫০
৩.	উক্ত সময়ের নিট মুনাফা (ক্ষতি) কর-পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ আইটেমসমূহ সমন্বয়ের পর)	(১৮.১৮)	৯.৭০	১০.৬৫	৪৭.১২	১৩.৫০
৪.	কর-পরবর্তী সময়ের নিট মুনাফা(ক্ষতি) (অসাধারণ এবং অপ্রত্যাশিত বিষয়াবলি সমন্বয়ের পর)	(১৬.৪১)	৮.৭৫	১০.৬৫	৩৫.২৬	১২.৫৪
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয়যা গঠিত উক্ত সময়ের মুনাফা (ক্ষতি)(কর-পরবর্তী) অন্যান্য সামগ্রিক আয় (কর-পরবর্তী) দ্বারা	(১৬.৪১)	৮.৭৫	১০.৬৫	৩৫.২৬	১২.৫৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৬৫.৬২	৭৫০.০২	৭৫০.০২	৯৬৫.৬২	৭৫০.০২
৭.	সংচিতি (পুনর্মূল্যায়ন সংচিতি ব্যতীত) যা বিগত বছরের নিরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্রে প্রদর্শিত হয়েছে	৪৫০.৪৭	৯১.৮১	৪৮৮.২৭	৪৫০.৪৭	০.০০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি /- টাকা মূল্যের) (জন্যচলমান ও বন্ধকৃত কার্যক্রম)					
	১.মৌলিক	(০.১৭)	০.১২	০.১৪	০.৩৭	০.১৭
	২. লঘুকৃতঃ	(০.১৭)	০.১২	০.১৪	০.৩৭	০.১৭

দ্রষ্টব্যঃ

ক। উপরের অংশটি হলো সেবি (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নম্বর প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি)-এর এবং তালিকাভুক্ত সত্তা অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইটে (https:www.bseindia. comxml-datakorpfilingAttachLive59368b17-7adc-437c-828f-46394f364d56.pdf) এবং তালিকাভুক্ত সত্তার নিজস্ব ওয়েবসাইটে (https:rfsl.co.inwp- contentuploads Web-siteInvestors4.%.20Corporate%20GovemanceFinancial 20 Results2026-27Outcome20of20BM.pdf) উপলব্ধ রয়েছে।

খ। হিসাবরক্ষণ নীতিতে পরিবর্তন(সমূহ)-এর ফলে নিট মুনাফাক্ষতি, মোট সামগ্রিক আয় (Total Comprehensive Income) অথবা অন্য কোনো প্রাসঙ্গিক আর্থিক উপাদানের ওপর যে প্রভাব পড়ে, তা একটি পাদটীকার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।

গ। - Ind-AS বিধিমালা বক্ষবিধিমালা (যেটি প্রযোজ্য)-সেই অনুযায়ী 'মুনাফা ও ক্ষতির বিবরণী'-তে সমন্বয়কৃত ব্যতিক্রমী এবংঅথবা অসাধারণ উপাদানসমূহ।

ঘ। নিচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করার মাধ্যমে আর্থিক ফলাফলসমূহ দেখা বা অ্যাক্সেস করা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৬.০৫.২০২৬

পরিষদের আদেশে
রিচফিল্ড ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড-র পক্ষে
ভাদাসেরিল চাকো জর্জকুটি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN:09194854

গ্রীষ্মের ছুটির সামার ক্যাম্পে প্রকৃতি পাঠ

অভিজি হাজরা, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, ২৭ মে ঃ বাড়মংরাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে এক অভিনব উদ্যোগ - প্রকৃতি পাঠ । শিশুরা বিদ্যালয়ের আশে পাশে থাকা গাছপালা , জলাভূমি ,বনজঙ্গলে থাকা বিভিন্ন গাছের নাম ও তাদের কাজ ফুলের নাম ,ফলের নাম,বিভিন্ন পশু পাখি কীট পতঙ্গের নাম তারা দেখলো ,জানলো এবং খাতায় লিপিবদ্ধ করলো।থার্মোমিটারের সাহায্যে দেখলো ফাঁকা রাস্তাঘাট,জলাভূমি ,গাছের নিচে তাপমাত্রার পার্থক্য।এই পর্যবেক্ষণ থেকে বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবের কারণও তারা সক্রিয়তা ভিত্তিক অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝলো।এই পর্যবেক্ষণে তাদের সাথী হয়ে জানতে,শিখতে সহযোগিতা করল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত ও সহ শিক্ষক দ্বৈপায়ন দয়ারী মহাশয়। স্কুল ছুটির পর শিশুরা এই প্রকৃতি পাঠের উপর প্রতিবেদন লিখে আনবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজদূত সামন্ত বলেন - বর্তমান পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির নিরিখে পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশের প্রতিটি অংশের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ,শিশু বয়স থেকেই সেটা অনুধাবন করতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৭৬ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার , ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ

ইংরেজি সাহিত্য এবং দেশীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের এক অফুরান সমৃদ্ধ ভাণ্ডার - বলেছিলেন স্যার উইলিয়াম হান্টার। কী উদ্দেশ্যে? যে লাইব্রেরিতে তিনি নিয়মিত আসতেন গবেষণার কাজে, সেই লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যে। কোনো যে সে লাইব্রেরি নয় এটি। এটি ছিল সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রথম ফ্রি পাবলিক লাইব্রেরি। তাও এই বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক বাঙালির হাত ধরে। এবং এখনও সেটি রয়েছে। এখনও বইপ্রেমী বা গবেষকরা নিত্য যাতায়াত করেন সেখানে। উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ধারে প্রাসাদোপম হলুদ বাড়িটি দেখেছেন অনেকেই। জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি। সেটিই এশিয়ার প্রথম পাবলিক ফ্রি লাইব্রেরি। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আদতে বংশগতভাবে বা উত্তরাধিকারসূত্রে জমিদারির মালিক হননি। তাঁর বাবা জগন্মোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় কেরানি। ১৮০৮ সালে জয়কৃষ্ণের জন্ম। বাবার কর্মসূত্রে আট বছর বয়সে মিরাটে চলে যান তাঁরা। সেখানেই পড়াশোনা শেষ করে ফিরে এসে জয়কৃষ্ণ ১৮৩০ সালে হুগলি রাজস্ব বিভাগের হিসাবরক্ষক কেরানির পদে যোগ দেন। ইতিমধ্যে বন্যার কারণে তখন চাষবাসের মন্দা দেখা দিলে আশেপাশের জমিদারি এস্টেটগুলো সব বিক্রি হয়ে যেতে থাকে। সেই এস্টেটগুলিই কিনে নেন জয়কৃষ্ণ মুখার্জি। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সম্পত্তির পরিমাণ। দ্বারকানাথ ঠাকুর ১৮৩৮ সালে যে জমিদার সংঘ তৈরি করেছিলেন, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি সেই সংঘেরও এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তবে এই বিপুল সম্পত্তির অর্থ তিনি ব্যয় করেছিলেন সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে। যেমন ১৮৫১ সালের কলেরা মহামারির পর তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের পর উত্তরপাড়া পৌরসভা তৈরী হয়। উত্তরপাড়ায় ছেলে ও মেয়েদের জন্য অনেক স্কুল তৈরী করেন তিনি। উত্তরপাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্নে তিনি ১০০০০ টাকা দান করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্যেও ৫০০০ টাকা দান করেন। এছাড়াও বিধবা বিবাহ গণ আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের আবেদনের প্রথম স্বাক্ষরকারী ব্যক্তিও তিনিই ছিলেন। তবে যে কাজের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, সেটি হল এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। ভারতের প্রথম এবং সম্ভবত এশিয়া মহাদেশের প্রথম বিনামূল্যে জনসাধারণের জন্য গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন মহারাজ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রভাবে এবং ১৮৫০ সালের ব্রিটেনে পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্টের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি জনসাধারণের শিক্ষার প্রসার এবং বাংলায় বৃত্তি প্রদান বৃদ্ধির জন্যে কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে উত্তরপাড়ায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি খোলার জন্য বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। তখন তিনি পুরোপুরি নিজের খরচে হুগলি নদীর তীরে এক একর জমির ওপর ১৮৫৬ সালে এই গ্রন্থাগার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। সেই লাইব্রেরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৮৫৯ সালে। সে বছরই উদ্বোধন হয় লাইব্রেরির। জনসাধারণের জন্য বিনামূল্যে খুলে দেওয়া হয় এর প্রবেশদ্বার। শুরুতে ছিল মাত্র ৭জন কর্মচারী। তখন লাইব্রেরিতে রক্ষিত প্রায় ৩০০০ বই আর কিছু পত্রিকার সবই ছিল জয়কৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহের। ধীরে ধীরে বইয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

মোহনবাগান

বাবা মনমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন মোহনবাগানের প্রথম শিল্ড জয়ের অন্যতম নায়ক। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিতে দক্ষ ছিলেন তিনি। সারা মাঠ জুড়ে দাপিয়ে খেলতেন। রাইট হাফের খেলোয়াড় মনমোহনের ডাক নাম ছিল 'টেরিয়ার'। এ হেন বাবার ছেলে বিমল আবার প্রথম লিগ জয়ী দলের ক্যাপ্টেন। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান প্রথম বার লিগ জেতে তাঁরই নেতৃত্বে। বাবা মনমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন মোহনবাগানের প্রথম শিল্ড জয়ের অন্যতম নায়ক। বিপক্ষের পা থেকে বল কেড়ে নিতে দক্ষ ছিলেন তিনি। সারা মাঠ জুড়ে দাপিয়ে খেলতেন। রাইট হাফের খেলোয়াড় মনমোহনের ডাক নাম ছিল 'টেরিয়ার'। এ হেন বাবার ছেলে বিমল আবার প্রথম লিগ জয়ী দলের ক্যাপ্টেন। ১৯৩৯ সালে মোহনবাগান প্রথম বার লিগ জেতে তাঁরই নেতৃত্বে। শিল্ড জয়ের শতবর্ষে মরণোত্তর 'মোহনবাগান রত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল মনমোহনবাবুকে। বিমলবাবু সে সব কিছুই পাননি। তিনি বিস্মৃতপ্রায়। শুধু মোহানবাগানই নয়, নিজের ভিটে হুগলির উত্তরপাড়া এলাকাও কি স্বীকৃতি দিয়েছে তাঁকে। নিখিলবাবুর ছেলে তথা মনমোহনবাবুর প্রপৌত্র অরিজিৎবাবু বলছেন, ''আমার দাদু বিমল মুখোপাধ্যায় দুর্ভাগ্যজনক ভাবে কোনও সম্মানই পাননি। উত্তরপাড়ায় ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত দাদুর নামে কোনও ট্রফি বা পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এ সব দেখলে খুবই অবাক লাগে। কী কারণে তাঁকে কেউ মনে রাখেননি, তা আমার জানা নেই।'' তবে মনমোহন মুখোপাধ্যায় মারা যাওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে তৎকালীন মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীর উদ্যোগে উত্তরপাড়ার প্রাচীন মাঠে মনমোহনবাবুর মূর্তি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই সময়ে মূর্তি বসানোর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অনেক বছর পরে শিল্ড জয়ের একশো বছর উদযাপনের সময়ে বিধায়ক শ্রুতিরাজ প্রহরাজ ও উত্তরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে মনমোহনবাবুর মর্মর মূর্তি বসে। অরিজিৎ বলছেন, ওঁরা নিজেদের স্বীকৃতির ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন। সেই সময়ে কেউই অর্থের বিনিময়ে খেলতেন না। মোহনবাগান ছিল ওঁদের কাছে মন্দির। মোহনবাগানে গোষ্ঠ পাল, উমাপতি কুমার এর সঙ্গে ছিলেন মনমোহন মুখোপাধ্যায়ও। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মোহনবাগানের জার্সি পরে মাঠে খেলছেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

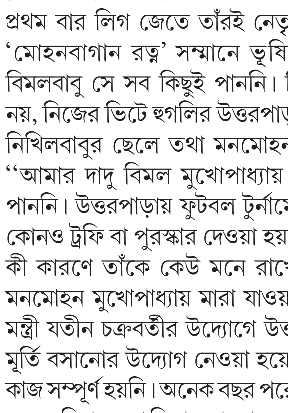

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা ও সেবা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করবে না।।

সাধক রামপ্রসাদ

নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে একজন নারী। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন। মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা ফেরা করতে হয়। আর সেটাই হয় অপারাজেয় শক্তি। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরে ছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সুর সঙ্গীত দিয়ে যোগ করা যেতে পারে। সাধক রামপ্রসাদের মধ্যে একটি সাধনা শক্তি ছিল। তিনি সঙ্গীত সাধনা করেই শ্যামা মায়ের দেখা পেয়েছিলেন। নারীদের একটি অসীম শক্তি আছে। এই শক্তি দিয়ে নারীরা সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মায়েরা হচ্ছেন মহা শক্তির আধার। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না।

গণিতজ্ঞ এবং আইনজ্ঞ উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জি

রবীন্দ্রকুমার শীল

স্যার আশুতোষ মুখার্জীর নাম উঠে আসলে আর কারোর নাম উচ্চারণ করতে ইচ্ছা হয় না। শিক্ষা জগতে কারোর নাম আলোচনা করতে গেলেই প্রথমেই নাম উঠে আসবে উপাচার্য আশুতোষের নাম। শিক্ষা জগতে আলোচনা করতে গেলে তাঁর নাম অতি অবশ্যই সবাইকে আলোনচা করতে হয়। না হলে সেই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি ছিলেন একজন সাহসী ও বাস্তববাদী মানুষ, যিনি ভারতের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত কবেন। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ গণিতবিদ; ২২ বছর বয়সে রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবার্গের ফেলো নির্বাচিত হন, ৪৭ বছর বয়সে সম্মাননা লাভ করেন, ইন্ডিয়ান ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের উদ্বোধনী সভাপতি ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন।। তুলনামূলকভাবে স্বল্প জীবনে তিনি বিপুল সংখ্যক সম্মাননা লাভ করেন। তিনি কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্যার আশুতোষ কলেজ (যা তখন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল) উভয়েরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স -এর সভাপতি হিসেবে বেশ কয়েকবার দায়িত্ব পালন করেন। স্যার সি ভি রমনকে নিয়োগ দিয়েছেন, স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে কলকাতায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আরও এমন অনেক আশ্চর্যজনক কীর্তি স্থাপন করেছেন।

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক পদে থাকাকালীন, ভারতে শিক্ষাজগতের বিকাশকে বাধা দিতে চাওয়া ব্রিটিশদের সাথে তাঁর নিরন্তর সংঘাত চলেছিল। তাঁর সাহস ও দৃঢ় চরিত্রের জন্য তিনি 'বাংলার বাঘ' (বাংলার বাগ) নামে পরিচিতি লাভ করেন। যদিও তিনি ব্রিটিশ এবং পারিপার্শ্বিক রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে নিরলস ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেন। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি ছিলেন একজন গণিতবিদ এবং গণিতের অধ্যাপকও। কিন্তু তিনি সম্ভবত অনুভব করেছিলেন যে, বিচার বিভাগে যোগ দিলে তাঁর অনন্য শক্তি ও গুণাবলী দেশের জন্য আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো যাবে। তাছাড়া, একজন গণিতবিদ ৩৫ বছর বয়সের পর তাঁর সেরা সময় পার করে ফেলতে পারেন। যাইহোক, কী কারণে তিনি শিক্ষাজীবন ছেড়ে আইন পেশায় এসেছিলেন। তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা আদালতে অনুশীলন করেন, হাইকোর্টের বিচারপতি হন এবং এমনকি কয়েক বছরের জন্য প্রধান বিচারপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের একজন সত্যিকারের অসাধারণ মানুষ, মেধাবী, নির্ভীক, সাহসী এবং আপোষহীন যিনি নিজের বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ১৮৮০ সালে, শুধুমাত্র প্রথম বর্ষের স্নাতক ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ইউক্লিডের প্রথম বইয়ের ২৫তম প্রতিজ্ঞার একটি নতুন প্রমাণের উপর তাঁর প্রথম গাণিতিক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। তাঁর তৃতীয় গাণিতিক গবেষণাপত্র (১৮৮৬), এ নোট অন এলিপটিক ফাংশনস বিশিষ্ট ব্রিটিশ গণিতবিদ আর্থার কেইলি কর্তৃক অসামান্য যোগ্যতার অবদান হিসাবে প্রশংসিত হয়। তিনি কনফোকাল উপবৃত্তের একটি সিস্টেমের তির্যক গতিপথ নির্ধারণের জন্য গ্যাসপার্ড মেনার্ডির উত্তরের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি ডিফারেনশিয়াল জ্যামিতিতেও স্থায়ী অবদান রেখেছিলেন, কনিকের জন্য তাঁর সাধারণ ডিফারেনশিয়াল সমীকরণের গ্যাসপার্ড মোঞ্জের ব্যাখ্যার সরলীকরণের জন্য বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি তৈরি করেন।

আশুতোষ মুখার্জী ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন, বুধবার, ভোর ৩.৫৫ মিনিটে ডঃ গঙ্গা প্রসাদ মুখার্জী এবং শ্রীমতী জগৎতারিণী দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। এটি একটি সম্ভ্রান্ত, অভিজাত এবং বিদ্বান পরিবার ছিল। রামায়ণের প্রথম বাংলা অনুবাদের রচয়িতা মহান কৃত্তিবাস ছিলেন আশুতোষের পূর্বপুরুষ। আর এক পূর্বপুরুষ ছিলেন রামচন্দ্র তারকালঙ্কার, যাঁকে ওয়ারেন হেস্টিংস নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে ন্যায় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। পিতা গঙ্গা প্রসাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিকের স্নাতকদের মধ্যে অন্যতম এবং অন্যতম সেরা পরিচিত চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বাংলায় চিকিৎসা সাহিত্য রচনার প্রথম সারির ব্যক্তিদের মধ্যে একজন। তিনি বাল্মীকি রামায়ণের বাংলা পদ্য অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সেটি তাঁর প্রপৌত্র বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জীর পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় বিদ্যা ভবন এবং আশুতোষ মুখার্জী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, তরুণ আশুতোষের সাথে রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একবার মুঘল সরাই রেল স্টেশনে এবং তারপর কলকাতার একটি বইয়ের দোকান;থ্যাকার্স স্পিঙ্ক অ্যান্ড কোং-তে;দেখা হয়। বিদ্যাসাগর আশুতোষকে তাঁর স্বাক্ষরসহ 'রবিনসন ক্রুসো'-র একটি কপি উপহার দেন। সেটি ছিল আশুতোষের এক অমূল্য সম্পদ। মহান বিদ্যাসাগর সম্ভবত সেই বালকটির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হন এবং তার মধ্যে একজন সমমনা খুঁজে পান।

আশুতোষের একটি সুশৃঙ্খল ও কঠোর সময়সূচী ছিল, যা তাঁর সহজাত প্রতিভার সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছাতে সক্ষম করেছিল। তিনি বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে উভয় স্থানেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বাবা তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন। তিনি ছিলেন একজন গণিতের বিস্ময়বালক। বিদ্যালয়ে থাকাকালীনই তিনি লন্ডন ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটির সদস্য হন। তিনি বহু জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তাঁর কিছু সমাধান এতটাই চমৎকার ছিল যে, সেগুলোকে গণিতশাস্ত্রে মৌলিক অবদান হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর নামানুসারে 'মুখার্জী উপপাদ্য' নামে নামকরণ করা হয়। ইউক্লিডের প্রথম বইয়ের ২৫ তম প্রতিজ্ঞার একটি চমৎকার নতুন প্রমাণ সম্বলিত তাঁর গাণিতিক গবেষণাপত্রটি, যা তিনি ১৩ বছর বয়সে প্রস্তুত করেছিলেন, ১৮৮১ সালে 'কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথমেটিক্স'- এ প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁর দ্বিতীয় গাণিতিক গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি স্যালমন কর্তৃক প্রদত্ত উপপাদ্যটির কিছু সম্প্রসারণ উপস্থাপন করেন। তিনি গণিতে বিএ এবং এমএ-তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। অসাধারণ মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি গণিতে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করা অব্যাহত রাখেন, যার কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকে উদ্ধৃত হয়েছিল। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো সর্বকালের সেরা কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৮৮৬ সালে গণিত (বিশুদ্ধ ও মিশ্র) এবং পদার্থবিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্টুডেন্টশিপ পরীক্ষায় বসে পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি নিজে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পরের বছরই গণিতে এমএ পরীক্ষায় পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। গণিতের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্যান্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও মনোযোগকে বাধাগ্রস্ত করেনি। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। আশুতোষ একজন জ্ঞানদীপ্ত মহাপুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। ইংরেজি, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং আইন;সবই তাঁকে আকর্ষণ করত। সংস্কৃত, পদার্থবিজ্ঞান, আইন এবং গণিতে তাঁর পাণ্ডিত্য এতটাই গভীর ছিল যে, তাঁকে দেবী সরস্বতীর অবতার হিসেবে দেখা হতো। তাঁর পড়াশোনা ছিল গভীর ও ব্যাপক। ভারত ও ভারতের বাইরের তৎকালীন সুপরিচিত পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত গণিতবিদদের কাজ অধ্যয়নের জন্য তিনি ফরাসি ও জার্মান ভাষাও আয়ত্ত করেন। খুব অল্প বয়সেই তিনি রয়্যাল অ্যাস্ট্রোন মিক্যাল সোসাইটি, রয়্যাল সোসাইটি অফ এডিনবরা, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ ক্যালকাটা ও রয়্যাল আইরিশ একাডেমির সদস্যসহ আরও বিভিন্ন সংস্থার ফেলো হন।

১৮৮৪ সালে আশুতোষ সিটি কলেজে আইন বিভাগে যোগদান করেন, যেখানে এস পি সিনহা তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। তিনি ঠাকুরের আইন বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করতেন এবং পরপর তিন বছর সেই বক্তৃতার বিষয়বস্তুতে উচ্চ দক্ষতার জন্য প্রদত্ত স্বর্ণপদক লাভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকার 'অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার' চালু করল

বুদ্ধদেব মিশ্র

দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, বহু ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। অবৈধভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাচ্ছিলেন ৩০ লক্ষ! নাম পুরুষদেরও, রাকিবুলের উদাহরণ দিয়ে বোঝান মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল, বহু ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ঢুকছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানালেন, ৩০ লক্ষ ভুয়ো অ্যাকাউন্টে ঢুকছিল টাকা। শুধু অনুপ্রবেশকারীই নন, বহু পুরুষের অ্যাকাউন্টেও নাকি ঢুকছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার! এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাফ বললেন, শুধু রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় মহিলারাই পাবেন এই টাকা। আজ অর্থাৎ ২৭ তারিখ থেকেই মিলবে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম। আগামী ২ জুনের মধ্যে যারা ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন। তাঁরা ৩ তারিখ থেকে টাকা পাবেন। তবে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলবে। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকলেই প্রকল্পের সুবিধা। তবে আর তা হবে না। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, অভারতীয়, পুরুষ-যাদের অ্যাকাউন্টে এত দিন লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকা ঢুকত, তাঁদের নাম এবার বাদ পড়বে। ঝাড়াই-বাছাইয়ের সুবিধার জন্য নতুন করে ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়াটি রাখা হয়েছে। আগামীতে শুধু বৈধ নাগরিকরাই (মহিলা) অন্নপূর্ণা যোজনার সুবিধা পাবেন। জানা যাচ্ছে, ২৭ তারিখ থেকেই মিলবে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম। আগামী ২ জুনের মধ্যে যারা ফর্ম ফিলআপ করতে পারবেন। তাঁরা ৩ তারিখ থেকে টাকা পাবেন। তবে অন্নপূর্ণা যোজনা চালু না হওয়া পর্যন্ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার চলবে। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢুকলেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অভারতীয়, আয়কর দেন, সরকারি বা সরকার পোষিত কোনও চাকরি করেন যারা, তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা।

কীভাবে মিলবে সুবিধা? বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। স্বচ্ছতাই

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অভারতীয়, আয়কর দেন, সরকারি বা সরকার পোষিত কোনও চাকরি করেন যারা, তাঁরা অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন না। একুশের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বাংলার মা-বোনেদের জন্য লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু করবেন তিনি। তাতে মাসে একটা নির্দিষ্ট অর্থ পাবেন তাঁরা। নির্বাচনে জেতার পরই কথা রেখেছিলেন তিনি। চালু হয়েছিল প্রকল্প। কিন্তু বারবার অভিযোগ উঠেছে বহু ভুয়ো আবেদনকারীর অ্যাকাউন্টে ঢুকছে টাকা। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন আদতে যাদের পাওয়ার কথা তাঁরা। একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে, বহু মৃত ও পুরুষের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে টাকা। বুধবার পরিসংখ্যান তুলে ধরে শুভেন্দু দাবি করলেন, ৩০ লক্ষ অবৈধভাবে পাচ্ছিলেন এই মূল লক্ষ্য। তাই অন্নপূর্ণা যোজনায় নতুন করে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে প্রত্যেক মহিলাকে। যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান, তাঁদেরও ফর্মপূরণ করতে হবে। বুধবার নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

স্বচ্ছতাই মূল লক্ষ্য। তাই অন্নপূর্ণা যোজনায় নতুন করে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে প্রত্যেক মহিলাকে। যাঁরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পান, তাঁদেরও ফর্মপূরণ করতে হবে। বুধবার নবান্ন থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্মপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মুখ্যসচিব, অর্থসচিবের নেতৃত্বে জেলাশাসক, বিডিও, পুর কমিশনাররাও যুক্ত থাকবেন এই প্রকল্পের সঙ্গে।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

কবি নজরুলের চেতনায় হাস্যরস

কৌশিক দাস

নজরুল চেতনায় হাস্যরস। একবার কবি কাজী নজরুল ইসলাম পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের বাড়ি বেড়াতে গেলেন। নজরুল চা পান করার আগ্রহ প্রকাশ করলে পল্লি কবি বাজার থেকে চা-পাতা এনে বাড়ির বউ-ঝিকে বানানোর জন্য দেন। বউ-ঝি'রা এর আগে চা বানাননি। তারা বাড়িতে যত রকম মসলা ছিল (আদা, মরিচ, পেঁয়াজ, ধনে, জিরা ইত্যাদি) সবকিছু দিয়ে জম্পেশ এক কাপ চা খাওয়ালেন নজরুলকে।

একদিন শিল্পী আব্বাসউদ্দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করে নজরুলকে না পেয়ে সকালে তাঁর বাসায় গেলেন। বাসায় গিয়ে দেখেন নজরুল গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন লিখছেন। নজরুল ইশারায় তাঁকে বসতে বললেন । অনেকক্ষণ বসে থাকার পর জোহরের নামাজের সময় হলে তিনি উসখুস করতে লাগলেন। নজরুল বললেন, 'কি তাড়া আছে, যেতে হবে?' আব্বাসউদ্দিন বললেন, 'ঠিক তাড়া নেই, তবে আমার জোহরের নামাজ পড়তে হবে। আর এসেছি একটা ইসলামি গজল নেবার জন্য।' নামাজ পড়ার কথা শুনে নজরুল তাড়াতাড়ি একটি পরিষ্কার চাদর তাঁর ঘরের আলমারি থেকে বের করে বিছিয়ে দিলেন। একজন মানুষকে বিভিন্ন ভাবে চেনা যায়। সেই চেনা-জানার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে অজানা অনেক কথা। সবার পরিচিত মুখ কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল কেবল একজন বিদ্রোহী চেতনার মানুষই ছিলেন না, তাঁর মধ্যে লুক্কায়িত ছিল অপরিমেয় রঙ্গ-তামাশা বোধ। জোহরের নামাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল তাঁর হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার গজল'। নামাজ পড়তে যে সময় লেগেছে, ঠিক সেই সময়ের মধ্যে নজরুল একটি নতুন গজল লিখে ফেলেছেন। গজলটি ছিল, 'হে নামাজী আমার ঘরে নামাজ পড় আজ/ দিলাম তোমার চরণ তলে হৃদয় জায়নামাজ।'

একবার নজরুল সিরাজগঞ্জে আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর বাসায়

গেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর সবাইকে দই দেওয়া হল। তা খেয়ে নজরুল আসাদউদ্দৌলার দিকে তাকিয়ে চোখে-মুখে অদ্ভুত ভঙ্গি করে বললেন, 'তুমি কি এই দই তেঁতুল গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এলে নাকি?' নজরুলের মা জাহেদা খাতুন ছিলেন তাঁর বাবা কাজী ফকির আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী। সাধারণত মনে করা হয় দারিদ্র্যের প্রবল কশাঘাতে তাঁর শৈশব পার হয় বলে তাঁর নাম রাখা হয় দুখু মিয়া। কিন্তু আসলে মা জাহেদা খাতুনের চার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পরে নজরুলের জন্ম হয় বলে শিশুকালেই তাঁর নাম রাখা হয় দুখু মিয়া। ছেলেবেলায় তিনি 'তারা ক্ষ্যাপা' নামেও পরিচিত ছিলেন। পরে 'নুরু' নামও তিনি ব্যবহার করেছেন।

সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক এবং যুগান্তর দলের গোপন বিপ্লবী নিবারণ চন্দ্র ঘটক কিশোর নজরুলের মধ্যে স্বাধীনতা এবং বিপ্লবী আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করে ছিলেন। বিপ্লবী কর্মতৎপতার জন্য একসময় এই শিক্ষকের বিচার হয়। আর বিপ্লবের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সন্দেহে দশম শ্রেণির সেরা ছাত্র নজরুলের মাসিক পাঁচ টাকা হারে ছাত্রবৃত্তি কেড়ে নেওয়া হয়, যদিও পরে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বৃত্তি পুনরায় অব্যাহত রাখা হয়।

করাচি সেনানিবাসে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থেকেও তরুণ নজরুলের সাহিত্য-সংগীত অনুরাগী মন শুকিয়ে যায়নি, বরং অদম্য আগ্রহে পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রাণবন্ত হইহুল্লোড়ে আসর জমাতেন বলে সেনানিবাসে তিনি হৈ হৈ কাজী নামে পরিচিত ছিলেন। কাজী নজরুল আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর ঘরে খেতে বসেছেন। আসাদউদ্দৌলা নিজেই ইলিশভাজা দিচ্ছেন সবার পাতে। পাতে ইলিশ পড়া মাত্র নজরুল সেটা খেয়ে ফেললেন। তখন কে যেন আরও কয়েক টুকরো ইলিশ দিতে যাচ্ছিলেন কবির পাতে। কবি তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আরে করছ কী?' তিনি বললেন, 'ইলিশভাজা দিচ্ছি!' কবি বললেন, 'আমাকে এত ইলিশ দিও না। শেষকালে বিড়াল কামড়াবে তো?'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কবির মুখের দিকে। হঠাৎ হাসতে হাসতে কবি বললেন, 'ইলিশ মাছের গন্ধ মুখে লালা ঝরায়। বিড়াল মাতাল হয়ে যায় এর ঘ্রাণে। বেশি খেলে কি আর রক্ষে আছে? সারা দেহ থেকে গন্ধ ছুটবে আর সে গন্ধ পেয়ে বিড়াল তেড়ে আসবে।'

একবার ছোট্ট এক মেয়েকে কবি বলেছিলেন, 'খুকি তোমাকে কলকাতার এ-মোড় থেকে ও-মোড় সব দেখাব।' ছোট্ট মেয়েটি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি কবির এ কথা। কাজী নজরুল ইসলাম সত্যি সত্যি একদিন একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে বেরিয়ে পড়লেন মেয়েটিকে নিয়ে। সারা দিন কলকাতা ঘুরে বেড়ালেন। বিকেলে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে গিয়ে দেখেন পকেটে একটা পয়সাও নেই। পরে সেই ট্যাক্সি নিয়েই ছুটলেন বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি। এর-ওর কাছ থেকে ধার করে মেটালেন ট্যাক্সি ভাড়া।

১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রেক্ষাপটে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া শুরু হলে নজরুল স্থায়ীভাবে করাচি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি একটি মেসে ওঠেন। কিন্তু তিনি যে মুসলমান, এ কথা জানতে পেরে মেসের চাকর তাঁর এঁটো বাসন ধুতে আপত্তি জানায়। এমতাবস্থায় দুই দিনের মাথায় তিনি মেস ছাড়তে বাধ্য হন। অবশ্য মেস ছাড়ার পরে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসের একটি কক্ষে মুজফ্ফর আহমেদের সঙ্গে থাকা শুরু করেন। এই ব্যক্তি নজরুলের পরবর্তী ব্যক্তি জীবনে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই একই জায়গায় নজরুল আসার আগে থাকতেন বাংলা ভাষার আরেকজন প্রবাদ পুরুষ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে থাকার ব্যবস্থা হওয়ার দুই দিন পর জিনিসপত্র রেখে কবি চুরুলিয়া গ্রামের বাড়িতে যান।

বাংলা সাহিত্যে সোমেন চন্দ্র

শঙ্করলাল কর্মকার

বাংলা সাহিত্যে সুকান্ত ভট্টাচার্য যদি হন কবিতার যুবরাজ, তাহলে নিঃসন্দেহে কথাসাহিত্যের যুবরাজ হবেন সোমেন চন্দ। সুকান্ত ভট্টাচার্য বেঁচেছিলেন ২১ বছর আর সোমেন চন্দ ২২। মাত্র ২২ বছর আয়ু পাওয়া সোমেন চন্দের লেখালেখির জীবন ছিল ৫ বছরেরও কম। এই পাঁচ বছরে সোমেন চন্দ লিখেছেন ২৪টি গল্প, একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস, আর তিনটি কবিতা। সোমেন চন্দের কেবল এক 'ইঁদুর' গল্পই অনুবাদ হয়েছে ৬৭টি ভাষায়। সোমেন চন্দের জন্ম নানাবাড়ি ঢাকার কেরানীগঞ্জের শুভাড্ডা ইউনিয়নের তেঘরিয়া গ্রামে হলেও তাঁর শৈশব কেটেছিল পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারে। মাত্র চার বছর বয়সেই হারিয়েছিলেন মাকে। পোগাজ স্কুলের মেধাতালিকায় স্থান ছিল দুর্দান্ত মেধাবী সোমেনের। ইন্টারমিডিয়েটে ভালো ফল করার পর ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকার মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু অসুস্থতার জন্য মেডিকেল কলেজে থাকাবস্থাতেই পড়াশোনার ইতি টেনেছিলেন। এরপর কমিউনিস্ট রাজনীতি, প্রগতি লেখক সংঘ; রাজনীতিতে পুরোপুরি যোগদান। 'অগ্নিযুগের কথা' বইতে সতীশ পাকড়াশী সোমেনের কমিউনিস্ট রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, '১৯৩৯ সালের মাঝামাঝি সোমেন তার দক্ষিণ মৈশুণ্ডী পাড়ায় আমাদের কমিউনিস্ট পাঠচক্রে যোগ দেয়। গোপনে ক্লাস হত। সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে শুনত-বেশি প্রশ্ন করত না।' সোমেন চন্দের জীবনে যে দুজন সবচেয়ে বেশী প্রভাববিস্তার করেছেন তাঁর মধ্যে একজন সতীশ পাকড়াশী, অন্যজন সাংবাদিক সাহিত্যিক ও বিপ্লবী রণেশ দাশগুপ্ত। স্পেনে তখন গৃহযুদ্ধ চলছে। সালটা ১৯৩৭। সোমেন চন্দের বয়স তখন মাত্র ১৭। সেই বয়সেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ থেকে মোপাঁসা, রঁলা, বারবুস, জিদ, গোর্কি, তলস্তয়, মারলো, র‍্যালফ ফক্স সব পড়া শেষ। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর জাতীয়তাবাদী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে রিপাবলিকারদের হয়ে লড়াই করা ক্রিস্টোফার কডওয়েল, র‍্যালফ ফক্স আর জন কনফোর্ডের অসীম আত্মদান সোমেনকে অবিশ্বাস্যভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্রাঙ্কোর সেনারা তুলে নিয়ে হত্যা করেছিল ফেদেরিকো লোরকাকেও। লোরকার লাশটিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সেই বয়সেই সোমেন 'শুভদিনের সংবাদ শোন' নামের যে কবিতাটি লিখেছিলেন তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। কবিতাটি ছিল এমন, 'রালফ্ ফক্সের নাম শুনেছো? শুনেছো কডওয়েল আর কনফোর্ডের নাম? ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকার কথা জান? এই বীর শহিদেরা স্পেনকে রাঙিয়ে দিল, সবুজ জলপাই বন হলো লাল, মার, বুক হল খালি, তবু বলি, সামনে আসছে শুভদিন।' ১৯৪০ সালেই বন্ধু অমৃতকুমার দত্তকে লেখা এক চিঠিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সোমেন বলেছিলেন, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় লেখক হতে পারেন, তাঁর লেখায় প্রগতির ছাপ আছে। তবে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ মনে হয় ক্ষীণ, আর পড়ালেখাও কম।' সোমেন চন্দ জীবনে একবারই কলকাতা গিয়েছিলেন। কলকাতা গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম খোঁজ করেছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই। কিন্তু অজানা কারণে মানিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। সোমেনের সঙ্গে দেখা হয়নি তেমন কোন নামজাদা সাহিত্যিকেরই। কলকাতায় গিয়ে সোমেন উঠেছিলেন সবুজ বাংলার কথা সম্পাদক নির্মল কুমার ঘোষের বাড়িতে। সেখানেও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা।

নোয়াপাড়া কারশেডে পরিকাঠামো উন্নয়নের সুবিধাগুলির উদ্বোধন করলেন মহাব্যবস্থাপক

কলকাতা, ২৭ মে ঃ আজ অর্থাৎ ২৭.০৫.২০২৬ তারিখে নোয়াপাড়া মেট্রো ডিপো কমপ্লেক্সে, কলকাতা মেট্রো রেলের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্মিত একাধিক উন্নত পরিকাঠামো সুবিধার উদ্বোধন করলেন মেট্রো রেলের মহাব্যবস্থাপক শুভ্রাংশু এস. মিশ্র। এই সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে উন্নতমানের 'লিফটিং বে' এবং 'ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং' সিমুলেটর। কারশেডে রেক রক্ষণাবেক্ষণের কাজকর্মে এগুলি এক বাড়তি সুবিধা হিসেবে যুক্ত হলো। এই উন্নত সুবিধাগুলি মেট্রো রেলের পরিষেবাগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ করে তুলতে সহায়ক হবে। 'EI সিমুলেটর'-এর মাধ্যমে মেট্রো ট্রেন পরিষেবার দৈনন্দিন কাজের সাথে যুক্ত অপারেশনস কর্মীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে, যার ফলে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা ও কার্যক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, এস. মিশ্র এদিন নোয়াপাড়াতে একটি আধুনিক 'মেট্রো রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি' এবং একটি নতুন 'পরিদর্শন ও লিফটিং শেড'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই সমস্ত সুবিধা মেট্রো রেলের কার্যপদ্ধতিকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরও উন্নত ও আধুনিক করে তোলার পথ প্রশস্ত করবে। মহাব্যবস্থাপক নোয়াপাড়ায় শিল্প-বর্জ্য বা বাতিল সামগ্রী দিয়ে তৈরি দুটি ভাস্কর্যেরও (যা 'Scrap to Art' বা 'বর্জ্য থেকে শিল্প' হিসেবে পরিচিত) আবরণ উন্মোচন করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/জোন/২৬-২৭/ডব্লু-II, তারিখ ২৫.০৫.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক ০১.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত মেরামতি/রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন কাজ (৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ওয়ার্ক অর্ডারের জন্য)-এর অনলাইনে নিম্নলিখিত জোনাল ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৫-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/নৈহাটি (কিমি ২৩/৭ থেকে কিমি ৭০/১১)-এর আওতাধীনে ব্রীজসমূহ (অবকাঠামো)র মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, প্ল্যাটফর্মের উপরিতল, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদি সহ রাস্তার কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৫,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৭০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নং টিএন-৫৬-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২, কাজের নাম ঃ** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস) নৈহাটি (কিমি ২৩/৭ থেকে ৭০/১১ পর্যন্ত)-র অধীনে সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, সার্ভিস বিল্ডিংগুলির স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেটলজগুলির রঙ করা এবং কালার ওয়াশিং, ব্রীজসমূহ ও এফওবি সমূহের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/কাঁচরাপাড়ার আওতাধীনে নতুন এম/সি শেড এবং আরপিএফ ট্রেনিং সেন্টার, আরপিএফ ব্যারাক প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৩৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,৬৬,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৭-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস) ব্যারাকপুর-এর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, প্ল্যাটফর্মসমূহ, পাইপ লাইন, গেট লজসমূহর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজসমূহ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১৫,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৩০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৪, টেন্ডার নংঃ টিএন-৫৮-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৪, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহ-র আওতাধীনে ব্রীজসমূহ এবং এফওবি সমূহর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, পিএফ উপরিতলে রাস্তার কাজ, পিএফ শেড, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, পাইপ লাইনের কাজ, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদির কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৫, টেন্ডার নং টিএন-৫৯-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৫, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বি.আর. সিং হাসপাতাল-এর অধীনে ওপিডি বিল্ডিং, মেট্রো বিল্ডিং এবং অন্যান্য সকল সার্ভিস বিল্ডিং-এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ তৎসহ বি.আর. সিং হাসপাতাল ইলেকট্রিকাল অফিস, মর্গ এলাকা এবং হাসপাতাল বিল্ডিং-এর সম্মুখের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার বিবিধ কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ**১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৬, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬০-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং সমূহর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ অফিসারদের কলোনি, বি.সি রায় অডিটোরিয়াম, ক্যাশ অফিস, পি.এল. রায় ইনস্টিটিউট, অফিসারদের রেস্ট হাউস, আরএমএস বিল্ডিং, হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট, এস.আই. অফিস, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল অফিস, লেডিস আরপিএফ ব্যারাক এবং পিডব্লুআই/বেলেঘাটা অফিস প্রভৃতি শিয়ালদহতে অবস্থিত অফিসগুলিতে সব ধরনের পাইপ লাইন, স্যানিটারি, প্লাম্বিং কাজ সমেত অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ**১,৩৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৬,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৭, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬১-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহর অধীনে স্টেশন সার্ভিস বিল্ডিং, স্টেশন লিমিটের বাইরের সার্ভিস বিল্ডিং, পার্সেল শেডসমূহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, প্ল্যাটফর্মসমূহ, সাবওয়ে, আরআরআই কেবিন, ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস, ডিজেল শেড, মোটর গ্যারেজ এবং এনসিসি ইয়ার্ড (ব্রিজ নং ১ পর্যন্ত), এসআই অফিস, টিআরডি অফিস, পার্সেল রোডসমূহ, নর্দমা প্রভৃতি সমেত শিয়ালদহ স্টেশনের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সকল ক্ষুদ্র কাজ যথা পাইপ লাইনসমূহ, স্যানিটারি এবং প্লাম্বিং-এর সকল কাজ অন্তর্ভুক্ত। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৪,২৬,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৮, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬২-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৮, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নারকেলডাঙ্গার অধীনে নারকেলডাঙ্গা কারশেড এবং এনএসএস ইয়ার্ড, সিক লাইন, ট্রিপ শেড, আরপিএফ ব্যারাক, ট্র্যাক মেশিন শেড, ট্রেনিং স্কুল, বিআরআই অফিস, আইওডব্লু অফিস ও গোডাউনসমূহ সমেত সকল সার্ভিস বিল্ডিংয়ের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল পাইপ লাইনসমূহ, স্যানিটারি এবং প্লাম্বিংয়ের কাজ, হ্যান্ড টিউবওয়েল অপসারণ ও পুনর্স্থাপনের কাজ সমেত অন্যান্য ক্ষুদ্র নতুন কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৯, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৩-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৯, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহর অধীনে সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর সাধারণ মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং মুন্সীবাজার কলোনি, হর্ষি স্ট্রিট, নর্থ শিয়ালদহ রোড কলোনি, গুড়িপাড়া, বেলেঘাটা কলোনি, কাইজার স্ট্রিট কলোনি তৎসহ নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট, গান্ধী কলোনি প্রভৃতির সব ধরনের পাইপ লাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং কাজের অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১০, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৪-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১০, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নারকেলডাঙ্গার অধীনে নারকেলডাঙ্গা, মোঘলবাগান এবং কামারডাঙ্গা কলোনির সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সকল পাইপলাইন, স্যানিটারি ও প্লাম্বিং-এর কাজ, হ্যান্ড টিউবওয়েল অপসারণ ও পুনর্স্থাপন সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নতুন কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১১, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৫-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১১, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/১/শিয়ালদহ-র অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বি. আর. সিং হাসপাতাল-এর অধীনে বি.আর. সিং হাসপাতালের ক্যাম্পাসের মধ্যে জি+৫ বিল্ডিংসমূহ, এবং সকল স্টাফ কোয়ার্টার্স, ফিজিওথেরাপি বিল্ডিং, মেডিসিন স্টোর, ডরমিটরি, ডরমিটরির নিকটবর্তী কারপার্কিং এলাকা এবং জি+৫ বিল্ডিংএর চতুষ্পার্শ্বের অঞ্চল থেকে হাসপাতালের একদম দক্ষিণ দিকের গেট পর্যন্ত সব কিছুর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১২, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৬-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১২, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের আওতাধীনে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাত-এর অধীনে বারাসাত রেলওয়ে কলোনি (অন্তর্ভুক্ত) থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ প্রভৃতির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৮,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৭-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৩, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে পিএফ উপরিতল সহ রাস্তার কাজ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৭,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৫৪,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৪, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৮-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৪, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুর-এর অধীনে বারুইপুর (ব্যতীত) থেকে নামখানা (অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০১,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৫, টেন্ডার নংঃ টিএন-৬৯-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৫, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রের অধীনে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বারাসাত-এর অধীনে দমদম ক্যান্টনমেন্ট (৮/৩) থেকে বারাসাত স্টেশন (অন্তর্ভুক্ত) এবং বারাসাত কারশেড পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং সমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৬, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭০-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁওর অধীনে বারাসাত-বনগাঁও শাখায় বারাসাত (ব্যতীত) থেকে (গোবরডাঙ্গা) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিংস, গেট লজ প্রভৃতির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭২,৬০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৫,২০০ টাকা। **ক্র. নং ১৭, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭১-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রে ফুটওভার ব্রীজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৮, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭২-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৮, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্রীজসমূহ (অবকাঠামো-র) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ১৯, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৩-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ১৯, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রের অধীনে ব্রীজসমূহ (অবকাঠামো-র) মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২০, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৪-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২০, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বনগাঁও-এর অধীনে গোবরডাঙ্গা (অন্তর্ভুক্ত) থেকে বনগাঁও (অন্তর্ভুক্ত), বনগাঁও থেকে পেট্রাপোল এবং বনগাঁও থেকে গোপালনগর (ব্যতীত)-এর মধ্যে বনগাঁও-রানাঘাট শাখায় সার্ভিস বিল্ডিং সমূহ, গেটলজ-এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭২,৬০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৫,২০০ টাকা। **ক্র. নং ২১, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৫-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২১, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে ফুটওভার ব্রীজসমূহের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৫৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,১২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২২, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৬-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২২, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারাসাতের অধিক্ষেত্রের অধীনে পিএফ উপরিতল সহ রাস্তার কাজ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদির মেরামতি ও রক্ষমাবেক্ষণ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৬৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৩২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২৩, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৭-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৩, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুরের অধীনে ঢাকুরিয়া (সোনারপুর অন্তর্ভুক্ত) থেকে ক্যানিং পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ প্রভৃতির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮৯,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৮,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২৪, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৮-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৪, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বারুইপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/সোনারপুরের অধীনে সোনারপুর (ব্যতীত) থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ প্রভৃতির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৪,৮০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৯,৬০০ টাকা। **ক্র. নং ২৫, টেন্ডার নংঃ টিএন-৭৯-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৫, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/রানাঘাটের অধীনে রানাঘাট-বনগাঁও জংশন শাখায় সাতবেড়িয়া হল্ট (অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করা, ধোয়ার কাজ, উদ্যান পালন, ব্রীজ ও এফওবি সমূহের মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৬,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৯২,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২৬, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮০-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/কৃষ্ণনগরের অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ-এর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করা, ধোয়ার কাজ, উদ্যান পালন, ব্রীজ ও এফওবি সমূহের মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৬,০০০ টাকা। (গুডস শেডের জন্যই কেবলমাত্র ১৫ লাখ টাকা)। **ক্র. নং ২৭, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮১-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলডাঙ্গার অধীনে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, গেট লজ সমূহর সাধারণ মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ, রঙ করা, ধোয়ার কাজ, উদ্যান পালন, ব্রীজ ও এফওবি সমূহের মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৬,৭০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ২৮, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮২-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৮, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/রানাঘাটের অধিক্ষেত্রের অধীনে রোড জোন-এলসি গেটসমূহ, কলোনি এবং স্টেশন প্রবেশপথ ইত্যাদির কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭১,৫০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৩,০০০ টাকা। **ক্র. নং ২৯, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৩-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ২৯, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বহরমপুর কোর্টের অধিক্ষেত্রের অধীনে রোড জোন-এলসি গেটসমূহ, কলোনি এবং স্টেশন প্রবেশপথ ইত্যাদির কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭১,৫০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৩,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩০, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৪-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩০, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বালিগঞ্জের অধীনে সকল ব্রীজসমূহ, এফওবিসমূহ এবং লেভেল ক্রশিং তৎসহ মাঝেরহাট স্পোর্টস কমপ্লেক্স, স্টেশনের প্রবেশপথ/চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার রাস্তা সমেত শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় বালিগঞ্জ এলসি-৫/এস/টি ছাড়িয়ে বালিগঞ্জ থেকে বজবজ/সিইএসসি লাইন পর্যন্ত স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন বিল্ডিংসমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স প্রভৃতির সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজসমূহ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,১০,০০.০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩১, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৫-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩১, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/বালিগঞ্জের আওতাধীনে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় কিমি ০/৫৩ থেকে এলসি গেট নং ৫/এস/টি থেকে কিমি ৫/২৯ (এসপিআর অ্যাপ্রোচ) পর্যন্ত যার মধ্যে সকল ব্রীজ, এফওবি এবং লেভেল ক্রশিং, স্টেশন প্রবেশপথ/চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা ও রাস্তা সহ কাঁকুড়গাছি (কেজিকে) কর্ড শাখায় কিমি ৯ এক্স/৩৫ পর্যন্ত অংশ রয়েছে সেখানে স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, স্টেশন বিল্ডিং, সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্সের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ এবং ব্রীজ (অবকাঠামো) সমূহের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদিতে রাস্তার কাজ সমেত সমগ্র এলাকার কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৩,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৬,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩২, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৬-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩২, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/চিৎপুরের অধীনে চিৎপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকা এবং বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট ইত্যাদি সহ দমদম থেকে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত চক্র রেলওয়েতে দক্ষিণদাঁড়ি কলোনি, পাতিপুকুর কলোনি, উল্টোডাঙ্গা কলোনি প্রভৃতিতে সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৮,৯০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৭,৮০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৩, টেন্ডার নং ঃ টিএন-৮৭-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৩, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/চিৎপুরের অধীনে চিৎপুর লোয়ার ইয়ার্ড, কাশীপুর ইয়ার্ড, দক্ষিণদাঁড়ি ইয়ার্ড, কলকাতা স্টেশন এলাকা, চিৎপুর জল পরিশোধন প্ল্যান্ট, প্রিন্সেপ ঘাট এবং বড়বাজার ইত্যাদিতে অফিসারদের রেস্ট হাউস সমেত চক্র রেলওয়ের কাশীপুর কলোনি, চিৎপুর কলোনি, এবং টালা স্টেশন থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,৫০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৬৫,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৪, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৮-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৪, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কস)/চিৎপুরে ব্রীজসমূহ (অবকাঠামো), পিএফ সারফেস, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, লেভেল ক্রশিং ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৭,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৫৪,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৫, টেন্ডার নংঃ টিএন-৮৯-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৫, কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/শিয়ালদহর অধীনে বি.আর. সিং হাসপাতাল, শিয়ালদহ স্টেশন, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের বিল্ডিং, অফিস এবং চারপাশ, বি.সি. রায় ইনস্টিটিউট, শিয়ালদহ কলোনি, বেলভেডিয়ার পার্ক, জিএম বাংলো, জাজেস কোর্ট, নিউ আলিপুর রেলওয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে চত্বর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড), ঘোলসাপুর কলোনি, সুইমিং পুল এবং বেহালা স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এর উদ্যান পালনের কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৬, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯০-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/২/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেডিয়ার পার্ক-এর অধীনে বেলভেডিয়ার পার্ক-এর অফিসারদের বাংলো, ওয়েলফেয়ার বিল্ডিং-এর সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,০০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৭, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯১-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৭, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/২/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রের অধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/বেলভেডিয়ার পার্কের অধীনে জিএম বাংলো সমেত অফিসারদের বাংলো এবং ১/১এ জাজেস কোর্ট রোড-এর সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্সের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ ইত্যাদি। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৭৫,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮১,৫০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৮, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯২-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৮, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/২/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/নিউ আলিপুরের অধীনে নিউ আলিপুর রেলওয়ে কলোনি, আলিপুর রেলওয়ে চত্বর (বার্ন স্ট্যান্ডার্ড) প্রভৃতিতে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্সের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,০৬,৭০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ৩৯, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৩-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৩৯, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/২/শিয়ালদহর অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/ঘোলসাপুরের অধীনে ঘোলসাপুর রেলওয়ে কলোনি, স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং সুইমিং পুলে সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্সের সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য নতুন ক্ষুদ্র কাজ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪০,০০০ টাকা। **ক্র. নং ৪০, টেন্ডার নংঃ টিএন-৯৪-২৬-২৭, ২৬-২৭-এর জোন নং ঃ ৪০, কাজের নাম ঃ** সমগ্র শিয়ালদহ ডিভিসনে শহরতলি শাখায় ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ স্টিল ব্রিজ সমূহ (অধিকাঠামো)-র সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ। **২৬-২৭-এর জন্য জোনাল টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,২০,০০,০০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪০,০০০ টাকা। **জোনাল কাজ বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ৩০.০৬.২০২৭। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৬.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।

SDAH-55/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হাওড়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন চালাবে রেল

কলকাতা, ২৭ মে ঃ আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, রেলওয়ে হাওড়া ও নয়াদিল্লির মধ্যে দুটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৪০৪৮ নয়াদিল্লি-হাওড়া বিশেষ ট্রেনটি ২৮.০৫.২০২৬ তারিখে ১৮.১৫ ঘটিকায় নয়াদিল্লি থেকে ছেড়ে পরের দিন ২৩.৪০ ঘটিকায় হাওড়ায় পৌঁছাবে এবং ০৪০৪৭ হাওড়া-নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেনটি ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে ০১.৪০ ঘটিকায় হাওড়া থেকে ছেড়ে পরের দিন ০৮.২০ ঘটিকায় নয়াদিল্লিতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই, পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার শ্রেণী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকবে। ০৪০৫০ নয়াদিল্লি-হাওড়া বিশেষ ট্রেনটি ৩০.০৫.২০২৬ তারিখে ১৮.১৫ ঘটিকায় নয়াদিল্লি থেকে ছেড়ে পরের দিন ২৩.৪০ ঘটিকায় হাওড়ায় পৌঁছাবে এবং ০৪০৪৯ হাওড়া-নয়াদিল্লি বিশেষ ট্রেনটি ০১.০৬.২০২৬ তারিখে ০১.৪০ ঘটিকায় হাওড়া থেকে ছেড়ে পরের দিন ০৮.২০ ঘটিকায় নয়াদিল্লিতে পৌঁছাবে। যাত্রাপথে উভয় দিকেই, পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে ট্রেনটি থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী, স্লিপার শ্রেণী এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বসার ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকবে। উপরোক্ত বিশেষ ট্রেনগুলির টিকিট বুকিংয়ের তারিখ শীঘ্রই জানিয়ে দেওয়া হবে।

উত্তর পূর্ব রেলে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপন

গোরক্ষপুর, ২৭ মে ঃ ২০২৬ সালের ১৫ মে থেকে ৫ জুন পর্যন্ত 'বিশ্ব পরিবেশ

দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে জুড়ে যে 'পরিবেশ দিবস অভিযান' পালিত হচ্ছে-তার ত্রয়োদশ দিন, অর্থাৎ ২৭ মে, ২০২৬ তারিখে-সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধান স্টেশন, ওয়ার্কশপ, ডিপো, কার্যালয়, রেল কলোনি এবং হাসপাতালগুলোতে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় এবং 'সবুজ ও টেকসই রেল পরিচালনা' অভিযানের অংশ হিসেবে, 'মায়ের নামে একটি গাছ' কর্মসূচির আওতায় বাণিজ্যিক কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে, প্রধান মুখ্য বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র জয়সওয়াল উপস্থিত আধিকারিক ও কর্মচারীদের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা এবং টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক শপথবাক্য পাঠ করান। এরপর শ্রী জয়সওয়াল একটি চারাগাছ রোপণ করেন। এছাড়া, অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্য আধিকারিকরাও চারাগাছ রোপণ করে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে বাণিজ্যিক কার্যালয়ের কর্মচারীদের জন্য 'জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক (পিএম) জয় প্রকাশ সিং, প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক (এফএম) অনিল কুমার, প্রধান যান্ত্রিক প্রকৌশলী এ.পি. পান্ডে-সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক, তত্ত্বাবধায়ক এবং কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হতে চলেছে সত্যবালা আইডি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৭ মে ঃ সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হতে চলেছে উত্তর হাওড়ার সত্যবালা আইডি হাসপাতাল। হাসপাতাল পরিদর্শন করে আলোচনা সারলেন বিধায়ক। ভবিষ্যতে হাওড়ার সত্যবালা আইডি হাসপাতালকে সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হবে। এমনই উদ্যোগ নিয়েছেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক উমেশ রাই। বুধবার তিনি ওই হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও হাসপাতাল পরিদর্শনে অংশ নেন। তিনি এদিন হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখেন। ওই হাসপাতালের বেহাল অবস্থা পরিদর্শন করে দ্রুত প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন। ভবিষ্যতে যাতে এই হাসপাতালকে সুপার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে রূপান্তরিত করা যায় সেবিষয়ে তিনি রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানান এবং খুব শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।

RDB RASAYANS LIMITED

CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R. No-09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax: 033-2242 0588
Email id: info@rdbindia.com; **Website:** www.rdbgroup.in

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি মার্চ ৩১, ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি মার্চ ৩১, ২০২৫	বছর সমাপ্তি মার্চ ৩১, ২০২৬	বছর সমাপ্তি মার্চ ৩১, ২০২৫
		নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	৩,৬৪৫.২৩	৩,৪৯৭.৬৭	১৪,৩১৮.৮৩	১৭,০৪০.৯৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	৮৩৮.৪২	৯৮৩.২৫	৪,৫৭০.৮৭	৩,৫৯৪.৩১
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আগে) (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে)	৮৩৮.৪২	৯৮৩.২৫	৪,৫৭০.৮৭	৩,৫৯৪.৩১
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	৬০৬.৩১	৭৩৬.১৯	৩,৩৯৬.১৯	২,৬৪৭.১২
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৬১৬.২২	৭৩৬.৭৮	৩,৪১৪.১৫	২,৬৪৭.৭১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা প্রতিটি)	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮	১,৭৭১.৪৮
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)।			২২,৯৩৮.৫৯	১৯,৫২৪.৪৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)				
	১. মৌলিক	৩.৪২	৩.৪১	১৯.১৭	১৪.৯৪
	২. মিশ্র	৩.৪২	৩.৪১	১৯.১৭	১৪.৯৪

মন্তব্যঃ
১. উপরোক্ত অংশটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিলকৃত ত্রৈমাসিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ মাত্র। ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইট www.rdbgroup.in-এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত নিরীক্ষিত ফলাফলসমূহ নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা এবং ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৬

অআরডিবি রসায়নস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সন্দীপ বৈদ
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০৫৫৭০১৮

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LTD

(Formerly Known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN:L68100WB2006PLC110039
Regd. Office: Bikaner Building. 8/1. Lal Bazar Street, 1st Floor Room No- 10 Kolkata-700001,
Ph No):+91 90384 70761, Fax: 033-22420588;
Email id: csrdbinfra@rdbindia.com; Website: www.rdbindia.com

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্বতন্ত্র নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং	বিবরণ	৩১-মার্চ ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১-ডিসেম্বর ২০২৫	৩১-মার্চ ২০২৫	বছর সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬	৩১-মার্চ ২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৭৩৪.৪৪	২৩৩৯.৮৯	২১৮২.৪২১	৪২৬০.১১	১১৩৪৭.৭৩
২.	কর ও অসাধারণ আইটেমসমূহ পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	৫৯০.২১	৩২৪.৩৬	১৬৯.০৮	১৬৯২.৩৭	৭৫৩.৯৫
৩.	অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী এবং কর-পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	৫৯০.২১	৩২৪.৩৬	১৬৯.০৮	১৬৯২.৩৭	৭৫৩.৯৫
৪.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	৪৩২.৮৩	২৪২.৮১	১১৫.৯৮	১২৫২.৪৪	৫৫৩.৭০
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী সময়ের মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	৪৪৫.৩৯	২৪২.৮১	১৩০.৫০	১২৬৫.০০	৫৬৮.২২
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২১০০.০৯	২০৩৮.৮৪	১৭২৮.৩৪	২১০০.০৯	১৭২৮.৩৪
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	০	০	০	২৪৫৪৫.৮৮	১২৭৩১.২২
৮.	শেয়ার প্রতি আয়					
	মৌলিক	০.২২	০.১৩	০.০৭	০.৬৪	০.৩২
	মিশ্রিত	০.২২	০.১৩	০.০৭	০.৬৪	০.৩২

৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের সমন্বিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং	বিবরণ	৩১-মার্চ ২০২৬	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১-ডিসেম্বর ২০২৫	৩১-মার্চ ২০২৫	বছর সমাপ্তি ৩১-মার্চ ২০২৬	৩১-মার্চ ২০২৫
		নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয় (নিট)	২৭৩৪.৫১	২৩৪০.১০	০	১৪২৬০.৮৭	০
২.	কর ও অসাধারণ আইটেমসমূহ পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	৫৯০.২১	৩১৭.৮৪	০	১৬৮৬.০২	০
৩.	অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী এবং কর-পূর্ববর্তী নিট মুনাফা	৫৯০.২১	৩১৭.৮৪	০	১৬৮৬.০২	০
৪.	কর ও অসাধারণ আইটেম-পরবর্তী নিট মুনাফা	৪৩২.৮৬	২৩৬.২৬	০	১২৪৬.০২	০
৫.	উক্ত সময়ের মোট সামগ্রিক আয় (যার অন্তর্ভুক্ত হলো কর-পরবর্তী সময়ের মুনাফা এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য সামগ্রিক আয়)	৪৪৫.৪২	২৩৬.২৬	০	১২৫৮.৫৮	০
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতি শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১ টাকা)	২১০০.০৯	২০৩৮.৮৪	০	২১০০.০৯	০
৭.	অন্যান্য ইকুইটি	০	০	০	০	০
৮.	শেয়ার প্রতি আয়					
	মৌলিক	০.২৩	০.১৩	০	০.৬৩	০
	মিশ্রিত	০.২৩	০.১৩	০	০.৬৩	০

মন্তব্যঃ
উপরোক্ত অংশটি হলো ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত স্বতন্ত্র এবং সমন্বিতনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি সারাংশ যা এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫-এর বিধি ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে দাখিল করা হয়েছে। ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের জন্য প্রস্তুতকৃত স্বতন্ত্র এবং সমন্বিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাসটি সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইটে এবং কোম্পানির নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.rdbindia.com) পাওয়া যাবে। এছাড়া, কিউআর কোড স্ক্যান করার মাধ্যমেও উক্ত তথ্যটি দেখা বা সংগ্রহ করা যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭ মে, ২০২৬

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা/-
শুভম বৈদ্য
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১১২৯৪৩৪৯

শিয়ালদহ ডিভিসনের কিছু কম্পিউটারাইজড্ রিজার্ভেশন কাউন্টার স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে

বর্তমান কাজের উপর ভিত্তি করে শিয়ালদহ ডিভিসনের আট(৮)টি স্থানে পিআরএস কাউন্টারগুলির কার্য পদ্ধতি এবং বন্ধের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যা **০১.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে** কার্যকর হবে ঃ

ক্র. নং.	স্টেশন/স্থান	বর্তমান কাউন্টার: সকালের শিফট্ ০৮:০০ ঘ.–১৪:০০ ঘ.	বর্তমান কাউন্টার: সন্ধ্যার শিফট্ ১৪:০০ ঘ.–২০:০০ ঘ.	সংশোধিত কাউন্টার: সকালের শিফট্ ০৮:০০ ঘ.–১৪:০০ ঘ.	সংশোধিত কাউন্টার: সন্ধ্যার শিফট্ ১৪:০০ ঘ.–২০:০০ ঘ.
১.	শিয়ালদহ	৫	৫	৩	৩
	শিয়ালদহ/ডিআরএম অফিস	১	–	–	–
২.	কলকাতা	২	২	১	১
		১ (কারেন্ট রিজার্ভেশন)*	১ (কারেন্ট রিজার্ভেশন)*	১ (কারেন্ট রিজার্ভেশন)*	১ (কারেন্ট রিজার্ভেশন)*
৩.	বিধাননগর রোড	২	১	১	১
৪.	দমদম জংশন	২	২	১	১
৫.	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন	২	১	১	১
৬.	বহরমপুর কোর্ট	২	১	১	১
৭.	বারাসাত জংশন	২	১	১	১
৮.	ঘোলসাপুর	২	–	১	–

দ্রষ্টব্যঃ *কলকাতার কারেন্ট রিজার্ভেশন কাউন্টারের সময়সূচী ঃ ০৬:০০ ঘ. থেকে ১৪:০০ ঘ. এবং ১৪:০০ ঘ. থেকে ২২:০০ ঘ.।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/PWD/KSD, invites e-Tender for 1. Supplying, Installation amd Commissioning of Aquaguard Water Purifier and Iron Guard for drinking water at New Covid Building of Kandi Hospital Under Berhampore Division No-I, PWD during the year 2025-26. eNIT No. WBPWD/AE/KSD/PWD/eNIT-02/26-27 (2nd Call) Tender ID : 2026_WBPWD_5014603_1. Bid submission start date (online) : 29.05.2026 from 10.00 Hours Bid Submission closing date (online) : 05.06.2026 at 10.00 Hours. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-NIT and Tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/-Assistant Engineer, P.W.D Kandi Sub-Division.

ICA- T8781(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

The MSVP, R.G. Kar Medical College & Hospital invites sealed bids from eligible bidders for E-Tender for the Supply of Various Consumables Compatible with Centaur XP and Centaur CP for Department of Biochemistry of R.G. Kar MCH vide Memo No: RGKH/1604, Dt: 18.05.2026, eNIT: RGKH/MSVP/EQ/04/2026-27, Dt: 19.05.2026. The Last date of online bid submission is 06.06.2026 till 6.00 PM. For further details please login www.wbhealth.gov.in or www.wbtenders.gov.in

ICA- T8716(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER

NO.:-WBPWD/AE/BSD-I/SS/NIT_03e/2026-2027. AE.Social Sector PWDte, Burdwan Sub Division I, invites e-tender for the works detail published in the website https://wbtenders.gov.in Ref:- e-TenderIDNo 2026_WBPWD_5014615_1. Document download/sale start date (online) 27.5.2026 from 06.30 PM. Bid submission end date 11.6.2026 upto 2.00 P.M. Sd/-Assistant Engineer, Burdwan Sub Division-I, Social sector, P.W.Dte.

ICA- T8803(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 03/EE/KCMD/W&S/KMDA of 2026-2027

Online Tender is invited by The Executive Engineer, K.C.M.D, W& S Sector, KMDA, Baghajatin STP Complex, Kolkata-700094, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Repairing & Renovation of KCM Division Office Building under W&S Sector, KMDA at Baghajatin STP Complex., Rs.2,23,027/-, Rs.4,461/-, 45 days, **End date & time of Online Bid submission:** 10.06.2026 at 15:00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-47)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in

ICA- T8739(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Assistant Engineer, P.W.D, Barasat Electrical Sub-Division invite online e-Tender for the work of :- "Overhauling, Cleaning and servicing of 2 Nos. 500 KVA Dry type Transformers, 3 Panel HT VCB & 2 Nos. LT ACB Panel including earthing installation in the Sub-station of the Administrative Building, Barasat, North 24 Parganas." NIT No : 143/T of 25-26 2nd Call of AE/BESD. Tender Id : 2026_WBPWD_5014478_1. Bid Submission Start date (Online) : 25.05.2026. Bid Submission Closing date (Online) : 08.06.2026. Corrigendum if any will be published website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in** Sd/- P Nandi ASSISTANT ENGINEER, P.W.D. BARASAT ELECTRICAL SUB-DIVISION.

ICA- T8800(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI & DD.e-NIT

Executive Engineer (A-I), SWI Division No.1, Midnapore, WRI& DD invites e-tender for network monitoring of water level and collection of water samples for chemical analysis in different blocks of Purba Medinipur and Jhargram district under the Executive Engineer (A-I) Midnapore SWI Division No.-I under core sector programme for the financial year 2026-27 vide (1) e-NIT No- SWID/EE(AI)/MID/eNIT-23/25-26(2nd Call) ID- 2026_SWID_1025522_1 and (2) e-NIT No- SWID/EE(AI)/MID/eNIT-24/25-26 (2nd Call) ID- **2026_SWID_1025534_1** maximum estimated value is Rs.408590.00, and **last dropping date15/06/2026 at 11:00 AM.** Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
SWI Division No.1, Midnapore

ICA- T8743(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate:e NIT No:**WBHD/AE/ESD-I/eNIT-123-2nd call/2025-26**, Tender id- 2026_HSD_1025537_1, Name of work: - "**Repairing of damaged Electrical Items and supply of different Electrical Maintenance materials at 44 Iron Side Road RHE**". Bid Submission end date: 08.06.2026 up to 12 P.M, Tender Opening Date: 10.06.2026 after 12 P.M, Website-wbtenders.gov.in, Tender Location- Kolkata. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.

ICA- T8771(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER

A Notice Inviting e-Tender No. **WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-07 (e)/2026-27, dated 25.05.2026** invited by the Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W. Dte. for the following works :1) **"Construction of outfall structure & inlet structure of the Pump House at the outfall of Cantonment Khal along with construction of electrical sub-station, office building, cooling water re-circulation pumping station building, boundary wall and ramp in P.S-Baguiati, District - North 24 Parganas" [2nd call to the 1st call of WBIW/CTU/CE(S)/e-NIT-52(e)/2025-26]** Amounting put to tender : **Rs. 6,77,94,520.00** on behalf of Governor of West Bengal through e-Tendering from eligible and resourceful contractors having sufficient credentials and financial capability. All details of e-N.I.T can be obtained from the Website **www.wbiwd.gov.in** and **https://wbtenders.gov.in** from **28th May, 2026** at 10:00 Hours. Last date of bid submission is 19th June, 2026 up to 11:00 Hours. Sd/- Superintending Engineer, Central Tender Unit, I & W Dte.

ICA- T8734(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Tender Invited by the Assistant Engineer, PWD, Barrackpur Sub-Division-III, Govt. of W.B. vide NIeT No. WBPWD/AE/BKPSD-III/NIeQ01/26-27 for the work of "Conducting Fire Mock Drill by using existing fire pumps, hydrant and sprinkler system as well as with existing Portable Fire Extinguishers and periodical maintenance of Fire Pumps (Main Fire Pumps & Motor Set, Jocky Pump & Motor Set, Diesel Engine Pumps & Motor Set, Control Panel) and accessories (inside the pump House) through comprehensive Annual Maintenance contract including periodical inspection of hydrant sprinkler network and portable Fire Extinguishers within the premises at Sree Balaram Seva Mandir State General Hospital, Khardah under Barrackpore Sub-Division-III, PWDte., during the year 2026-2027." Tender Id.: 2026_WBPWD_5014437_1. Bid Submission closing date: 06.06.2026. Intending tenderer are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in Sd/- Assistant Engineer, PWD, Barrackpore Sub-Division-III

ICA- T8797(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

E.E., Berhampore Division-I, PWD invites online e-tender for the work of - **1.** Renovation work at Male Medical ward of Main Building, Jangipur Sub-Divisional Hospital under Berhampore Division No-I, P.W.D. in the district of Murshidabad. (Project ID:-HF252648006S000). (Estimate Cost - Rs. 29,99,644.00), Tender ID: 2026_WBPWD_5014497_1, Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/EE/BD-I/e-NIT-43/2025-26. (2nd Call). Bid Submission start date and time (online): 01/06/2026 at 11.30 A.M. Bid Submission end date and time (online): 16/06/2026 at 11.30 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from the website http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Executive Engineer, P.W.D., Berhampore Division-I

ICA- T8793(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Tender is invited from bonafide resourceful bidder having credential against this office NIeT No. WBPWD/AE/HCSD-I/e-NIT-1/26-27 of Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Division-I, P.W. Dte. 1) **Name of work:-** Making computer table at Establishment & computer room and wall cabinet at computer room under Howrah Construction Division. Estimated Amount – **Rs. 484929.00.** Tender ID : 2026_WBPWD_5014625_1. 2) **Name of work :-** Construction of RCC column at entry gate in place of old dilapidated one at the exterior boundary wall of SMM Home, Liluah, Howrah. Estimated Amount – **Rs. 214474.00.** Tender ID: 2026_WBPWD_5014625_2. 3) **Name of work :-** Emergent S & P works at CMOH Office, Howrah. Estimated Amount – **Rs. 144329.00.** Tender ID : 2026_WBPWD_5014625_3. Bid Submission end date 12.06.2026 at 2:00 P.M. Details will be available from the website **http://wbtenders.gov.in** and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/- Assistant Engineer, Howrah Construction Sub-Div-I, PWD.

ICA- T8720(1)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

REPAIRING OF EXISTING BITUMINOUS ROAD, MAKING APPROACHES, COVER SLAB OVER TRENCH & MAKING BARRICADE OF OPEN PITS INCLUDING PAINTING AT ETP AREA AT KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5503, Dtd: 25/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3896/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Repairing of existing bituminous road, making approaches, cover slab over trench & making barricade of open pits including painting at ETP area at KTPS." Tender Document Download Start Date:** 30.05.2026 at 10.30 Hrs., **Bid Submission End Date:** 19.06.2026 up to 16.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8749(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

SERVICE CONTRACT FOR DISMANTLING AND FABRICATION, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF NEW AIR DUCT OF AIR WASHERY SYSTEM#3C OF UNIT-6 INCLUDING SUPPLY OF MATERIAL UNDER EMIPH DEPTT.

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5509, Dtd: 26/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3903/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Service Contract for Dismantling and Fabrication, Installation and Commissioning of new air duct of Air Washery system#3C of Unit-6 including Supply of material under EMIPH Deptt.". Tender Document Download Start Date:** 30.05.2026 at 11.00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 13.06.2026 up to 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8754(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

BIENNIAL RATE CONTRACT TO REPLACE HIGH PRESSURE VALVES, TUBES, BEND & REDUCERS BY MEANS OF WELDING JOINT UNDER TURBINE MAINTENANCE DEPTT., KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5505, Dtd: 25/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3937/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for **"Biennial rate contract to replace high pressure valves, tubes, bend & reducers by means of welding joint under turbine maintenance deptt., KTPS." Tender Document Download Start Date:** 02.06.2026 at 14:00 Hrs., **Bid Submission End Date:** 17.06.2026 at 14.00 Hrs. **Contact Person:** Mr. Krisanu Gupta, Sr. Manager (PS) (Contract Cell), KTPS. **Contact No.:** 8336909047. **E-mail:** kgupta@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8759(3)/2026

WBPDCL
Corp. Id. No.
U40104WB1985SGC039154

PROCUREMENT OF DIFFERENT SPARES OF CRUSHER & VIBRATING SCREEN OF CHP, KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5511, Dtd: 26/05/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E3894/26-27

E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 part bid system for **"Procurement of different spares of crusher & vibrating screen of CHP, KTPS". Tender document download start date:** 03/06/2026 at 14:00 hrs. and **Bid submission end date:** 01/07/2026 at 15:00 hrs. **Contact Person:** Mr. U. Chakraborty, DGM & HOD, Purchase, KTPS. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T8761(3)/2026

দেশ-বিদেশ

দলাই লামার উত্তরসূরি ঘিরে নতুন সংঘাত, ভারতকে সরাসরি হুঁশিয়ারি চিনের

২৭ মে ঃ দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচনকে কেঃদ্র করে ফের তীব্র কূটনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হল ভারত ও চিনের মধ্যে। বেজিং স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামার উত্তরসূরি নির্ধারণে কোনও বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ তারা বরদাস্ত করবে না। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র চিন সরকারের রয়েছে বলেও দাবি করেছে তারা। আর সেই বার্তা কার্যত সরাসরি ভারতের উদ্দেশেই ছু।ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। রবিবার ভারতে অবস্থিত চিনা দূতাবাসের মুখপাত্র ইউ জিং সমাজমাধ্যমে এক বিবৃতিতে বলেন, দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচন বহু শতাব্দীর ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক প্রথার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। পুরো প্রক্রিয়াটি চিন সরকারের অনুমোদনের মাধ্যমেই কার্যকর হয়। তাঁর দাবি, বর্তমান ১৪তম দলাই লামাকেও একই নিয়ম মেনে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। চিনা দূতাবাসের এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে জোরালো হয়েছে তিব্বত প্রশ্নে ভারত-চিন সংঘাতের আশঙ্কা। কারণ, দীর্ঘদিন ধরেই বেজিং অভিযোগ করে আসছে যে ভারত তিব্বতি বিচ্ছিন্নতাবাদকে পরোক্ষে প্রশ্রয় দিচ্ছে। যদিও ভারত সরকার বরাবরই জানিয়েছে, তারা তিব্বতকে চিনের অংশ হিসেবেই স্বীকার করে এবং দেশের মাটিতে কোনও চিনবিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করে না। চিনা মুখপাত্র ইউ জিং আরও বলেন, তথাকথিত সেঃট্রাল টিবেটান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নির্বাসিত তিব্বতি প্রশাসনের কোনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। তাই তারা তিব্বতি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করতে পারে না। দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচন নিয়ে মন্তব্য করারও তাদের কোনও বৈধতা নেই।

উল্লেখ্য, ভারতের ধর্মশালাতেই বর্তমানে নির্বাসিত তিব্বতি প্রশাসনের সদর দফতর অবস্থিত। আগামী ২৭ মে সেখানে দ্বিতীয়বারের জন্য শপথ নিতে চলেছেন সেন্ট্রাল টিবেটান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান পেনপা সেরিং। অনুষ্ঠানে বর্তমান দলাই লামার উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। তার ঠিক আগে চিনের এই কড়া বার্তাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। চিনা দূতাবাসের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আমরা আশা করি ভারত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। তিব্বতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালানো কোনও কার্যকলাপকে সমর্থন করবে না এবং দলাই লামার উত্তরসূরি নির্বাচনেও কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না। তিব্বত ইস্যু বরাবরই ভারত-চিন সম্পর্কের অন্যতম স্পর্শকাতর অধ্যায়। ১৯৫৯ সালে চিনা সেনাবাহিনীর দমন-পী।নের মুখে বর্তমান দলাই লামা তিব্বত ছো।ে ভারতে আশ্রয় নেন। সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু। দলাই লামা ও তাঁর অনুগামীদের মানবিক কারণে আশ্রয় দেয় ভারত সরকার। তারপর থেকেই এই ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপো।নে শুরু হয়। চিন বরাবরই দলাই লামাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছে। বেজিংয়ের অভিযোগ, তিনি ভারতের মাটিতে বসে তিব্বতের স্বাধীনতার জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা করেছেন। যদিও দলাই লামা বহুবার জানিয়েছেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, বরং তিব্বতের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষেই আঃেদালন করছেন। তবে বাস্তবে এই ইস্যুতে উত্তেজনা কখনও পুরোপুরি কমেনি। সীমান্ত বিরোধ, লাদাখ সংঘর্ষ, অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি তিব্বত প্রশ্নও দুই পরাশক্তি প্রতিবেশীর সম্পর্কে বারবার অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দলাই লামার বয়স এবং তাঁর উত্তরসূরি নিয়ে জল্পনা নতুন করে আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেঃদ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। ৮০ পেরোনো এই আধ্যাত্মিক নেতার পর কে হবেন তিব্বতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান-তা নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। দলাই লামা অতীতে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর উত্তরসূরি হয়তো চিনের বাইরে জন্ম নিতে পারেন। এমনকি তিনি এও বলেছিলেন যে প্রয়োজনে দলাই লামা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নিয়েও পুনর্বিবেচনা হতে পারে। এই মন্তব্যেই বেজিংয়ের অস্বস্তি আরও বেড়েছে। কারণ চিন চায়, ভবিষ্যতের দলাই লামাকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থার মাধ্যমেই নির্বাচন করা হোক। বিশ্লেষকদের মতে, চিনের মূল উদ্বেগ রাজনৈতিক। কারণ ভবিষ্যতের দলাই লামা যদি বেজিং-বিরোধী অবস্থান নেন, তাহলে তা তিব্বতে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। তাই উত্তরসূরি নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়া নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে চিনা প্রশাসন। অন্যদিকে, ভারত অত্যন্ত সতর্ক অবস্থান বজায় রাখছে। নয়াদিল্লি একদিকে যেমন তিব্বতি শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা দিয়ে চলেছে, অন্যদিকে চিনের সঙ্গে কূটনৈতিক ভারসাম্যও বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তবে দলাই লামার জনপ্রিয়তা এবং তাঁর উপস্থিতি ভারতের কৌশলগত গুরুত্ব বা।িয়ে দিয়েছে বলেই মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। দলাই লামাও একাধিকবার ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতের মাটিতে থেকেই তিনি নিজের সংস্কৃতি, ধর্ম এবং তিব্বতি পরিচয় রক্ষা করতে পেরেছেন। তবে মৃত্যুর আগে একবার নিজের জন্মভূমি তিব্বতে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে দলাই লামার উত্তরসূরি ইস্যু যে আগামী দিনে ভারত-চিন সম্পর্কের নতুন সংঘাতের কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা স্পষ্ট। আর সেই কারণেই বেজিংয়ের সাম্প্রতিক বার্তা শুধু কূটনৈতিক সতর্কবার্তা নয়, বরং ভবিষ্যতের বৃহত্তর ভূ-রাজনৈতিক ল।ইয়ের ইঙ্গিত বলেও মনে করা হচ্ছে।

গাজায় ইজরায়েলের নিশানা হামাসের নতুন সেনাপ্রধান মহম্মদ ওদেহ

২৭ মে ঃ গাজায় ফের বড়সড় সামরিক অভিযান চালাল ইজরায়েল। এক নিখুঁত বিমান হামলায় নিহত হল হামাসের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান মহম্মদ ওদেহ। ইজরায়েলের দাবি, গাজার পশ্চিমাঞ্চলের রিমাল এলাকায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে চালানো এই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এ ওদেহকে সফলভাবে নিশানা করা হয়েছে। মাত্র সাত দিন আগেই হামাসের সামরিক শাখার নেতৃত্ব হাতে নিয়েছিলেন তিনি। তার আগের সেনাপ্রধান ইজ আল দিন আল হাদ্দাদও ইজরায়েলি হামলায় নিহত হন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই হামাসের সামরিক নেতৃত্বে দ্বিতীয় বড় ধাক্কা এল। বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযানের সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কার্টজ। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নজরদারি চালিয়ে ওদেহর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরই অভিযান চালানো হয়। রিমাল এলাকার একটি বহুতল ভবনকে লক্ষ্য করে ইজরায়েলি বায়ুসেনা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় ভবনের উপরের কয়েকটি তলা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। হামলায় মোট তিনজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহম্মদ ওদেহ। যদিও ইজরায়েলের পক্ষ থেকে ওদেহর মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করা হলেও হামাস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি দেয়নি। গাজার বিভিন্ন সূত্র অবশ্য জানিয়েছে, হামলার পর এলাকা ঘিরে ফেলা হয় এবং উদ্ধারকাজ শুরু হয়। স্থানীয়দের দাবি, হামলার শব্দে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। মহম্মদ ওদেহর মৃত্যু হামাসের জন্য ব। ধাক্কা বলেই মনে করছেন পশ্চিম এশিয়ার পর্যবেক্ষকরা। কারণ, সংগঠনের সামরিক কাঠামোয় তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুখ। দীর্ঘদিন ধরে হামাসের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে ছিলেন ওদেহ। কৌশলগত পরিকল্পনা, গোপন অপারেশন পরিচালনা এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে হামলার ছক তৈরিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের যে নজিরবিহীন হামলা হয়েছিল, তার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ওদেহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সেই কারণেই দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ছিলেন ইজরায়েলের ‘টার্গেট’ তালিকায়। গাজায় চলতে থাকা সংঘর্ষের মধ্যে হামাসের শীর্ষ নেতাদের একে একে সরিয়ে দেওয়ার যে কৌশল নিয়েছে ইজরায়েল, ওদেহর মৃত্যু সেই অভিযানেরই অংশ। এর আগে গত ১৫ মে গাজা সিটিতে ভয়াবহ বিমান হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। সেই হামলায় নিহত হন হামাসের সেনাপ্রধান ইজ আল দিন আল হাদ্দাদ। শুধু তিনি নন, তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। হাদ্দাদের মৃত্যুর পর গাজা জুড়ে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দেন। বহু শিশুকেও শেষযাত্রায় অংশ নিতে দেখা যায়। সেই ঘটনার মাত্র তিন দিনের মধ্যেই হামাসের সামরিক শাখার নতুন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পান মহম্মদ ওদেহ।

মালিগাঁওস্থিত উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ে আপগ্রেডেড হেরিটেজ ডিসপ্লে স্থাপন

মালিগাঁও, ২৭ মে ঃ ভারতের সমৃদ্ধ রেল ঐতিহ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে এক তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) টাইপ (৪-৬-২) প্যাসিফিক শ্রেণির ঐতিহাসিক স্টীম লোকোমোটিভ নং. ৮০৮-সি এনজি লোকোর সফলভাবে সংস্কার করেছে, যা এখন মালিগাঁওস্থিত মুখ্য কার্যালয় প্রাঙ্গণে একটি উন্নতমানের ঐতিহ্য প্রদর্শনীর অংশ হিসেবে এটিকে স্থাপন করা হয়েছে।সংস্কারকৃত ঐতিহ্যবাহী লোকোমোটিভটির উদ্বোধন ২৬ মে, ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব দ্বারা বরিষ্ঠ রেলওয়ে আধিকারিক ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে করা হয়।এই ঐতিহ্যবাহী লোকোমোটিভটি ১৯১৪ সালে নির্মিত এবং এর নির্মাণ নর্থ ব্রিটিশ লোকোমোটিভ কোম্পানি লিমিটেড, গ্লাসগো (যুক্তরাজ্য)-এর দ্বারা করা হয়েছিল। এই স্টীম লোকোমোটিভটি ভারতের রেল ঐতিহ্যের এক বিরল নিদর্শন। লোকোমোটিভটি ইতিমধ্যেই উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয় মালিগাঁওয়ে স্থাপন ও প্রদর্শন করা হয় আর এখন ব্যাপক মেরামত, রং ও সংস্কার কাজের মাধ্যমে এটিকে নতুন জীবন দান করা হয়েছে।উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনায়, সিঅ্যান্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, নিউ বঙাইগাঁও দ্বারা সংস্কার কাজটি সম্পন্ন করা হয়। সংস্কারকৃত লোকোমোটিভটিকে আলংকারিক আলোকসজ্জা এবং সেই সাথে বাস্তবসম্মত শব্দ ও ধোঁয়ার প্রভাবে সমৃদ্ধ করা হয়েছে, যার ফলে রেলওয়ে দর্শনার্থী ও উসাহীদের কাছে এটি একটি আকর্ষণীয় ঐতিহ্যবাহী প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে।এই স্টীম লোকোমোটিভ নং. ৮০৮, ৪-৬-২ প্যাসিফিক ক্লাস হলো সেইসব বিখ্যাত স্টীম লোকোমোটিভগুলির মধ্যে একটি, যেগুলি ১৯১৪ সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অধীনে পরিষেবাতে চালু করা হযেছিল। এর যমজ ইজিন নং. ৮০৭-এর পাশাপাশি, এই লোকোমোটিভটি ডিএইচআর-এর কিষাণগঞ্জ এক্সটেনশন সেকশনে ৮০০ টন পর্যন্ত ওজনের মালবাহী ট্রেন পরিবহনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।১৯৪৮ সালে শিলিগুড়ি কিষাণগঞ্জ লাইনটিকে মিটার গেজে রূপান্তরিত করার পর, এই লোকোমোটিভ ১৯৬০-এর দশকে পরিষেবা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আগ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে 'শ্যান্টিং পাইলট' হিসেবে তার সেবা অব্যাহত রেখেছিল। এখন এই সংরক্ষিত স্টীম ইঞ্জিনটি, বাষ্প যুগ এবং ভারতীয় রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষের স্মারক।স্টীম লোকোমোটিভ নং, ৬০৮-এর রেস্টোরেশন, ভারতে স্টীম লোকোমোটিভ ঐতিহা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি ঐতিহাসিক রেল সম্পদের সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

শান্তি আলোচনার মাঝেই যুদ্ধের আগুন! মার্কিন ড্রোন গুলি করে নামাল ইরান, মধ্যপ্রাচ্যে ফের তীব্র উত্তেজনা

২৭ মে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি থামার বদলে যেন আরও ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে। একদিকে যখন আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি নিয়ে জোর আলোচনা চলছিল, ঠিক সেই সময়ই বিস্ফোরক দাবি করল তেহরান। ইরানের ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছে, তাদের আকাশসীমায় প্রবেশ করা একটি মার্কিন এমকিউ-৯ ড্রোন গুলি করে নামানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইরানের আকাশে ঢোকার চেষ্টা করা একটি মার্কিন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানকেও লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে দাবি করেছে তারা। এই ঘটনাকে ঘিরে ফের নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা পশ্চিম এশিয়া। আইআরজিসি-র তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মার্কিন ড্রোনটি ইরানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থেই সেটিকে ধ্বংস করা হয়েছে। ইরানের বক্তব্য, যুদ্ধবিরতি বা শান্তি আলোচনার সুযোগ নিয়ে যদি আমেরিকা কোনও সামরিক আগ্রাসনের চেষ্টা করে, তাহলে তার কঠোর ও নির্দিষ্ট জবাব দেবে তেহরান। ফলে স্পষ্ট, শান্তি আলোচনা চললেও কোনও পক্ষই নিজেদের সামরিক অবস্থান থেকে একচুল সরতে রাজি নয়। এই উত্তেজনার মাঝেই কড়া বার্তা দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেইর ঘনিষ্ঠ মহল। একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্যের কোনও শক্তিই আর আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলির নিরাপত্তার ঢাল হয়ে থাকবে না। বরং এই অঞ্চলে মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে সরাসরি হুমকির মুখে পড়তে হতে পারে। বিবৃতিতে আরও দাবি করা হয়েছে, ইরান ও তাদের মিত্রশক্তি ইতিমধ্যেই আমেরিকা ও ইজরায়েলকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। একইসঙ্গে মুসলিম দেশগুলিকে একজোট হয়ে পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে অভিন্ন কৌশল নেওয়ার আহ্বানও জানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের বক্তব্য শুধুমাত্র রাজনৈতিক হুঁশিয়ারি নয়, বরং গোটা অঞ্চলে শক্তির নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত। লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন ও ইরাকের বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ফলে সংঘাত আরও বাড়লে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক ফ্রন্টে একযোগে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার ভোরে হরমুজ প্রণালীর কাছে। মার্কিন সেনাবাহিনীর অভিযোগ, ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডের কিছু নৌকা সমুদ্রের তলায় মাইন পুঁতছিল। সেই কারণেই আত্মরক্ষার্থে হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। ওই হামলায় অন্তত চারজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। যদিও ইরান এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। তেহরানের দাবি, আন্তর্জাতিক জলসীমায় তাদের টহলদারি নৌকাতেই বিনা প্ররোচনায় হামলা চালিয়েছে আমেরিকা। এই হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি সামনে আসে। ফলে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে-আসলে কি সত্যিই শান্তিচুক্তির পথে এগোচ্ছিল দুই দেশ, নাকি আলোচনার আড়ালে চলছিল সামরিক চাপানউতোর? উল্লেখযোগ্যভাবে, মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, খুব দ্রুতই ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বড় ধরনের সমঝোতা হতে পারে। তাঁর বক্তব্যে আশার আলো দেখেছিলেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ উল্টো ছবি তুলে ধরছে। ড্রোন ভূপাতিত, সমুদ্রপথে হামলা এবং যুদ্ধবিমানকে লক্ষ্য করে গুলি-এই ধারাবাহিক ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে দুই দেশের মধ্যে অবিশ্বাস এখনও তুঙ্গে। বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, এই সংঘাত শুধু আমেরিকা ও ইরানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কারণ হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথ। এখানে অশান্তি বাড়লে বিশ্ব অর্থনীতিতেও বড় প্রভাব পড়তে পারে। তেলের দাম হু হু করে বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলেও বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। ইজরায়েলও পরিস্থিতির দিকে গভীর নজর রাখছে। কারণ ইরান বারবার দাবি করছে, তারা শুধু আমেরিকার বিরুদ্ধেই নয়, ইজরায়েলের বিরুদ্ধেও নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে বড় আকারের আঞ্চলিক যুদ্ধের আশঙ্কা আরও প্রবল হয়েছে। সব মিলিয়ে, শান্তি আলোচনা চললেও যুদ্ধের মেঘ এখনও কাটেনি। বরং প্রতিটি নতুন হামলা ও পালটা হামলার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠছে। এখন দেখার, কূটনৈতিক আলোচনায় ফের অগ্রগতি হয় কিনা, নাকি মধ্যপ্রাচ্য আরও ভয়াবহ সংঘাতের দিকে এগিয়ে যায়।

NAME CHANGE

I, Parimal Kumar Mandal (old name) S/o- Krishna Chandra Mandal residing at Gazna Madhyapara, Gazna, Hanskhali, Dist-Nadia, Pin-741507 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PARIMAL KUMAR MANDAL to PARIMAL MANDAL and henceforth I shall be known as PARIMAL MANDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 27/05/2026. PARIMAL KUMAR MANDAL and PARIMAL MANDAL both are same and one identical person.

Mathew Easow Research Securities Ltd.

Regd. Off.: 128, Rashbehari Avenue, Rajkamal Building, 1st Floor, Kolkata - 700 029 Email : mers.ltd@gmail.com , Website : www.mersl.co.in

CIN - L74910WB1994PLC064483

EXTRACT OF STANDALONE AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

(₹. in Lacs)

Sl. no	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.26 (Audited)	31.12.25 (Unaudited)	31.03.25 (Audited)	31.03.26 (Audited)	31.03.25 (Audited)
1	Total Income from operations	57.96	71.88	60.81	284.83	266.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.29	1.24	1.66	10.88	11.16
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	3.29	1.24	1.66	10.88	11.16
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)	2.58	0.86	1.66	10.88	11.16
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2.58	0.86	1.66	10.88	11.16
6	Equity Share Capital	665.00	665.00	665.00	665.00	665.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)				760.99	752.82
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic: ₹	0.04	0.01	0.02	0.12	0.12
	Diluted: ₹	0.04	0.01	0.02	0.12	0.12

Notes:

1. The above financial results which have been prepared in accordance with (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on May, 27, 2026 and the audited results for the year ended March 31, 2026 have been duly audited by the statutory auditor of the company.
2. The Company is primarily engaged in NBFC activities.In terms of Ind AS 108 - 'Operating Segments', the company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The financial results are available on the website of the Stock Exchange at
5. Previous year's/period's figures have been re-grouped / rearranged wherever necessary.

For Mathew Easow Research Securities Limited
Sd/-
Beda Nand Choudhary
Director
(DIN -00080175)

Place : Kolkata
Date : 27.05.2026

আমেরিকার শপিংমলে রক্তাক্ত রাত! প্রকাশ্যে গুলি করে খুন গুজরাটি মহিলাকে, ভাইরাল ২৬ সেকেন্ডের ভয়ংকর ভিডিও

২৭ মে ঃ আমেরিকার মাটিতে ফের ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিক খুনের ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভার্জিনিয়ার একটি ব্যস্ত শপিংমলে কর্মরত গুজরাটি মহিলা মেঘনাবেন প্যাটেলকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুন করল এক মুখোশধারী দুষ্কৃতী। পুরো ঘটনাটি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। মাত্র ২৬ সেকেন্ডের সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শিউরে উঠেছেন নেটিজেনরা। দিনের আলোয় নয়, রাতের ব্যস্ত শপিংমলের মধ্যেই ঘটে যায় এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত মহিলার নাম মেঘনাবেন প্যাটেল। বয়স ৪৫ বছর। গুজরাটের মেহসানা জেলার ভিসনগর তালুকের জান্ত্রাল গ্রামের বাসিঃদা ছিলেন তিনি। প্রায় এক দশক আগে পরিবারসহ আমেরিকায় পাড়ি দেন। দীর্ঘদিন ধরে ভার্জিনিয়ার একটি বড় সুপারমার্কেটে কাজ করছিলেন। পরিবারের দাবি, অত্যন্ত পরিশ্রমী ও শান্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন মেঘনা। সংসার ও মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বিদেশে থেকে কাজ করছিলেন তিনি। ঘটনাটি ঘটে গত ২৩ মে রাতে। তদন্তকারীদের অনুমান, পরিকল্পনা করেই শপিংমলে ঢুকেছিল দুষ্কৃতী। প্রথমে সাধারণ ক্রেতার মতো আচরণ করছিল সে। মুখ ঢাকতে ব্যবহার করেছিল ফেস মাস্ক ও টুপি। পরনে ছিল অ্যানিমেল-প্রিঃটের প্যাঃট, জ্যাকেট এবং হাতে দস্তানা। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ধীরে ধীরে সেই কাউঃটারের দিকে এগিয়ে যায় অভিযুক্ত, যেখানে দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন মেঘনাবেন। ভিডিও অনুযায়ী, কাউঃটারের সামনে গিয়ে প্রথমে মেঘনার সঙ্গে কিছু কথা বলে দুষ্কৃতী। মুহূর্তের মধ্যেই পকেট থেকে একটি হ্যান্ডগান বের করে প্রায় পয়েঃট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালায়। আচমকা হামলায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন মেঘনা। কিন্তু তাতেও থামেনি আততায়ী। মৃত্যু নিশ্চিত করতে পরপর আরও কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় সে। পুরো ঘটনাটি এত দ্রুত ঘটে যে আশেপাশের কেউ কিছু বোঝার আগেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান ওই মহিলা। পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী এখনও পলাতক। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনাটি নিছক ডাকাতি নাকি ব্যক্তিগত আক্রোশ-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে, লুঠের উদ্দেশ্যেই শপিংমলে ঢুকেছিল ওই ব্যক্তি। যদিও মেঘনাবেনকে এত কাছ থেকে গুলি করার ঘটনায় পরিকল্পিত হত্যার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ঘটনার পরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। শপিংমলের কর্মীরা জানিয়েছেন, এমন ভয়াবহ দৃশ্য তাঁরা কোনওদিন দেখেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের একাংশ জানিয়েছেন, প্রথম গুলির শব্দ শোনার পরেই চারদিকে চিকার শুরু হয়ে যায়। অনেকেই প্রাণ বাঁচাতে দোকানের ভিতরে লুকিয়ে পড়েন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা। কিন্তু ততক্ষণে মৃত্যু হয়েছে মেঘনার। মেঘনাবেনের পরিবার এখন ভেঙে পড়েছে। বৃদ্ধ বাবা কার্সানভাই প্যাটেল এবং মা কাপিলবেন এখনও গুজরাটের গ্রামেই থাকেন। মেয়ের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই শোকস্তব্ধ পরিবার। অন্যদিকে স্বামী উপেঃদ্রভাই প্যাটেল ।

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস কোম্পানি লিমিটেড

(CIN - L27209WB1971PLC028015)

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ ২৪০বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০২০

ফোনঃ (০৩৩) ৭৯৬৬০৪৫৮

ইমেইলঃ bansalramesh@hotmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.indianbasemetals.com

নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের জন্য

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ২৬শে মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১শে মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেছে। SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, ২০১৫-এর বিধি ৪৭-এর সাথে পঠিত বিধি ৩৩ অনুযায়ী, উল্লিখিত ফলাফলসমূহ এবং সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.indianbasemetals.com-এ উপলব্ধ রয়েছে এছাড়া প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এগুলি দেখা যাবে।

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৫.২০২৬

পরিচালনা পর্ষদের আদেশক্রমে
স্বাক্ষরিত-সন্তোষ কুমার আগরওয়াল
পরিচালক
DIN: 00420655

জ্ঞানেশ্বরীর ১৬ বছরঃ আগাছার আড়ালে আজও চাপা পড়ে রয়েছে এক বিভীষিকাময় রাতের স্মৃতি

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ২৭ মে ঃ রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া কয়েকটা কামরা।

লোহার গায়ে জমেছে মরচে। ভাঙা জানালার ফাঁক গলে ঢুকে পড়েছে বুনো লতাপাতা। চারপাশে আগাছা আর ঝোপঝাড়ে প্রায় ঢেকে গেছে সেগুলি। প্রথম দেখায় এগুলোকে পরিত্যক্ত লোহার স্তূপ মনে হতে পারে। কিন্তু জঙ্গলমহলের মানুষের কাছে এগুলো এক ভয়ঙ্কর স্মৃতির প্রতীক। বৃহস্পতিবার, ২৮ মে, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার ১৬ বছর পূর্ণ হচ্ছে। সেই উপলক্ষে ফের ফিরে আসছে ২০১০ সালের সেই কালরাত্রির স্মৃতি। ২০১০ সালের ২৮ মে গভীর রাতে খেমাশুলি ও সারডিহা স্টেশনের মাঝামাঝি রাজাবাঁধ এলাকায় আচমকা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাওড়া থেকে মুম্বইগামী জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস। তদন্তে পরে নাশকতার অভিযোগ উঠে আসে। রেললাইনের ক্ষতি হওয়ায় ট্রেনটির একাধিক কামরা লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মালগাড়ি সেই কামরাগুলিতে ধাক্কা মারে। মুহূর্তের মধ্যে বিভীষিকাময় হয়ে যায় একাধিক বগি। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর্তনাদ, কান্না আর আতঙ্ক। সরকারি হিসেবে প্রাণ হারান ১৪৮ জন যাত্রী। আহত হন দুই শতাধিক মানুষ। স্বাধীনতার পর দেশের অন্যতম ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায় ঘটনাটি। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রামগুলির মানুষ উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অন্ধকার রাতেই বহু আহত যাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেই রাতের বিভীষিকা আজও ভুলতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। অনেকের স্মৃতিতে এখনও ভেসে ওঠে রক্তাক্ত কামরা, আহত মানুষের আর্তনাদ এবং স্বজন খুঁজতে ছুটে বেড়ানো অসংখ্য মুখ। ১৬ বছরে অনেক কিছু বদলে গিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর ভেঙে তৈরি হয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলা। জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতেও এসেছে বড় পরিবর্তন। কিন্তু দুর্ঘটনাস্থলের কাছে পড়ে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি কামরা এখনও সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতি ধীরে ধীরে সেগুলিকে নিজের দখলে নিয়ে নিয়েছে। আগাছা ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া সেই কামরাগুলি যেন নীরবে মনে করিয়ে দেয় এক বিভীষিকাময় রাতের ইতিহাস। তবে জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনার স্মৃতি শুধু নিহত ও আহতদের পরিবার কিংবা স্থানীয় মানুষের মনেই নয়, আদালতের নথিতেও এখনও জীবন্ত। তদন্তে উঠে আসা নাশকতার মামলা ১৬ বছর পেরিয়ে গেলেও মামলার বিচারপ্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নিম্ন আদালতে বিচারকাজ চলেছে ধীর গতিতে। সাক্ষ্যগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করতে বিলম্ব হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্ট অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। বিচার শেষ না করে কাউকে দীর্ঘদিন কারাবন্দি রাখা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী বলে পর্যবেক্ষণ করে আদালত মামলার প্রধান ১৭ জন অভিযুক্তকে শর্তসাপেক্ষে জামিনও দিয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্তরা জামিনে মুক্ত থাকলেও মূল মামলার বিচার এখনও চলছে। ফলে রাজাবাঁধের রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা মরচে ধরা কামরাগুলোর মতোই জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনার শেষ অধ্যায়ও যেন এখনও অসম্পূর্ণ। ১৬ বছর পরও সেই রাতের ক্ষত পুরোপুরি শুকায়নি। প্রতি বছর ২৮ মে ফিরে আসে স্মৃতি, ফিরে আসে প্রশ্ন। আর আগাছায় ঢাকা ভাঙাচোরা কামরাগুলো নীরবে সাক্ষ্য দিয়ে যায় জঙ্গলমহলের ইতিহাসে লেখা এক কালো অধ্যায়ের।

জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার মোবাইল দোকানের মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর, ২৭ মে ঃ জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার হলো এলাকার এক মোবাইল দোকানের মালিক। দোকানের মালিকের নাম বুদ্ধদেব বালা। বাড়ি বোলপুরের কাকুঁটিয়া গ্রামে। জানা গেছে, বোলপুর থানার পুলিশের অভিযানে জাল আধার কার্ড তৈরির অভিযোগে গ্রেফতার হন ওই মোবাইল দোকানের মালিক। পুলিশ সূত্রে খবর, বোলপুরের কাঁকুটিয়া গ্রামের বড় বাগান এলাকায় অবস্থিত 'বুদ্ধদেব মোবাইল সেন্টার' নামে একটি দোকানে দীর্ঘদিন ধরে জাল আধার কার্ড তৈরি করা হচ্ছিল। এমন অভিযোগ উঠছিলো বহুদিন ধরেই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বোলপুর থানার পুলিশ অভিযান চালায়। অভিযানে দোকানের মালিক বুদ্ধদেব বালাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, দোকান থেকে বেশ কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঠিক কীভাবে এই জাল আধার তৈরির কাজ চলছিল এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। ধৃতর বিরুদ্ধে বিএনএস- সহ নথি বা তথ্য গোপন ও অপব্যবহার আইন ৬৬ সি, ডি ধারা ও বিদেশে আর্থিক লেনদেন আইন ধারায় মামলা রুজু হতে পারে বলে সূত্রের খবর।

রোগী মৃত্যুকে ঘিরে কালনা মহকুমা হাসপাতালে তুমুল উত্তেজনা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৭ মে ঃ পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হল। মৃতার পরিবারের পক্ষ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ, পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসা এবং ধস্তাধস্তির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকাজুড়ে। ঘটনায় কর্তব্যরত তিন পুলিশকর্মী আহত হন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এই ঘটনায় মৃত মহিলার পরিবারের সাত জন সদস্যকে গ্রেফতার করে কালনা থানার পুলিশ। বুধবার ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালত-এ তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কালনা থানার অন্তর্গত বাঘনাপাড়া মাঝেরপাড়া এলাকার বাসিন্দা দীপালী দাস নামে এক মহিলা গতকাল সন্ধ্যায় জ্বর ও অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। পরিবারের দাবি, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং পরে তাঁর মৃত্যু হয়। মহিলার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, চিকিৎসকদের গাফিলতি এবং পর্যাপ্ত চিকিৎসার অভাবেই ওই মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের সঙ্গে মৃতার পরিবারের সদস্যদের বচসা বাধে এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের দাবি, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর হামলা চালানো হয় এবং তাঁদের গায়ে হাত তোলা হয়। ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী আহত হন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে অভিযুক্তদের আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তিনজন মহিলা- সহ মোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করেনি।

কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালুর দাবিতে নয়াগ্রাম কলেজে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২৭ মে ঃ নয়াগ্রামের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি কলেজে কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালুর দাবিতে মঙ্গলবার কলেজের অধ্যক্ষের কাছে স্মারকলিপি দিল আদিবাসী কুড়মি সমাজের নয়াগ্রাম ব্লক কমিটি। মঙ্গলবার সংগঠনের প্রতিনিধিরা কলেজে গিয়ে অধ্যক্ষ নিতাইচন্দ্র দাসের হাতে দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কুড়মালি ভাষার স্বীকৃতি ও প্রসারের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। সেই প্রেক্ষিতে কলেজ স্তরে কুড়মালি ভাষায় পড়াশোনার সুযোগ চালু করার দাবি জানানো হয়েছে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের প্রবীণ নেতা মনোরঞ্জন মাহাতো, ব্লক সভাপতি সুনীল মাহাতো এবং সম্পাদক নীলরতন মাহাতো। আদিবাসী কুড়মি সমাজের নেতারা স্মারকলিপিতে উল্লেখ করেন, চলতি বছরের ৫ মার্চ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় একটি নির্দেশিকায় তাদের অধীনস্থ কলেজগুলিতে কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানিয়েছিল। সেই নির্দেশিকার আলোকে নয়াগ্রামের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি কলেজেও দ্রুত কুড়মালি ভাষা বিষয় চালুর দাবি জানানো হয়। সংগঠনের নেতাদের বক্তব্য, কুড়মালি ভাষা জঙ্গলমহলের বৃহ জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই ভাষার চর্চা ও পাঠদানের সুযোগ তৈরি হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে। অধ্যক্ষ নিতাইচন্দ্র দাস প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনেন এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মহলে জানানো হবে বলে আশ্বাস দেন। দ্রুত কুড়মালি ভাষায় পঠনপাঠন চালুর দাবিতে আন্দোলন জারি থাকবে বলেও জানিয়েছে আদিবাসী কুড়মি সমাজ।

আট ঘণ্টায় মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় বাইক চুরি চক্রের পর্দা ফাঁস, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২৭ মে ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় বাইক চুরি চক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে গজনীপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তি। ধৃতরা হলেন রবিউল শেখ ও রাজিব শেখ। তাদের বাড়ি নদিয়া জেলার চর মুক্তারপুর এলাকায়। ধৃতদের কাছ থেকে দু'টি চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হরিহরপাড়ার রুকুনপুর মাঠপাড়া এলাকায় বাড়ির সামনে রাখা একটি বাইক চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর বাইকের মালিক শাহজাহান মণ্ডল হরিহরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তৎপর হয় প্রশাসন। হরিহরপাড়া থানার আইসি অরূপ কুমার রায়ের নির্দেশে এসআই অভিজি দাসের নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়। জোরদার তদন্ত শুরু হয়। কারণ এর আগেও হরিহরপাড়া থানা এলাকায় একাধিক বাইক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এবার বড় সাফল্য পেল হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। অভিযোগ দায়েরের মাত্র ৮ ঘণ্টার মধ্যে গজনীপুর এলাকা থেকে দু'টি চুরি যাওয়া বাইক সহ সন্দেহভাজন রবিউল ও রাজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই বাইক চুরি চক্রের সঙ্গে আরও বেশ কিছু লোক যুক্ত রয়েছে। যেহেতু ধৃত দুই ব্যক্তি নদীয়ার বাসিন্দা, তাই এই চক্র মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইক চুরি করে নদীয়ায় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত বলে মনে করছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার বহরমপুর আদালতে পেশ করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হওয়া বাইক দু'টি প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপে খুশি এলাকাবাসী। পুলিশ জানিয়েছে, বাইক চুরি রুখতে রাতের টহলদারি আরও বাড়ানো হবে।

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562

Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058

৩১শে মার্চ ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির সারাংশ (একক ও সমন্বিত) (টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি 31.3.2026 পরীক্ষিত	31.12.2025 অ-নিরীক্ষিত	31.3.2025 পরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি 31.3.2025 পরীক্ষিত	31.12.2025 পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩০৯৮.৮২	২৬৮১.৮৭	২৪২২.৯২	১১৪৩৫.৯৩	৫৮৬২.০৪
সময়ের জন্য নিট লাভ/ ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৫৪৮.১০	৩৬৭.৩২	৬২৪.৩৫	১৯৫০.৩২	১০৪২.৯৪
সময়ের জন্য নিট লাভ/ ক্ষতি (করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৫৪৮.১০	৩৬৭.৩২	৬২৪.৩৫	১৯৫০.৩২	১০৪২.৯৪
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে,ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৪১৪.৪৪	২৬৩.৯৬	৪৬৩.৫৫	১৪৪৮.৬১	৭৮৫.৯৮
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত	(৩১০১.৭১)	১৭৭২.৪০	১৬২৯.৯৯	(৫৩৬.৩৬)	৬৫৪৩.৬১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০
রিজার্ভ আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	১৫৮১৯.০০	১৬৩৫৫.৩৫
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) মূল	২.৮৫	১.৮২	২.৯১	৯.৯৮	৬.০৮
মিশ্র	২.৮৫	১.৮২	২.৯১	৯.৯৮	৬.০৮

বিবরণ	একত্রিত: ত্রৈমাসিক সমাপ্তি 31.3.2026 পরীক্ষিত	31.12.2025 অ-নিরীক্ষিত	31.3.2025 পরীক্ষিত	বছর সমাপ্তি 31.3.2025 পরীক্ষিত	31.12.2025 পরীক্ষিত
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৩৪৭৪.২৮	৩০২৬.৬৩	২৭৬৩.৫৭	১২৮২৬.৭২	৭০৪০.৮০
সময়ের জন্য নিট লাভ/ ক্ষতি (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	৭৪৩.২২	৫১৬.৪৮	৭২৭.০৩	২৫৬২.৩৮	১,৪২৯.৯৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ ক্ষতি (করের আগে,ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	৭৪৩.২২	৫১৬.৪৮	৭২৭.০৩	২৫৬২.৩৮	১,৪২৯.৯৯
সময়ের জন্য নিট লাভ/ক্ষতি (করের পরে,ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	৫৭১.২৮	৩৮২.৪৫	৫৫৩.৯৯	১৯৫৬.৩২	১১৩৬.৯১
সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে) জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত	-২৯৪৪.৮৬	১৮৯০.৮৯	১৭২০.৪৩	-২৮.৬৪	৬৮৯৪.৫৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০	১৪৫১.৯০
রিজার্ভ আগের বছরের ব্যালেন্স শীটে দেখানো (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৫৩৭.৬০	১৯৫৬৬.২৪
শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি) মূল	৩.৯৩	২.৬৩	৩.৪৭	১৩.৪৭	৮.৭৯
মিশ্র	৩.৯৩	২.৬৩	৩.৪৭	১৩.৪৭	৮.৭৯

মন্তব্যঃ

উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ২৬ মে, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বছর সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com/www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে অর্থাৎ, www.ntcind.com-এ পাওয়া যাবে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭ মে, ২০২৬

বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে
স্বা /-
অভিজিত মাইতি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ১০৪৫৬০৫০

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ / ৩২১২ /৩২১৩ টেলিফ্যাক্সঃ ২৬৪১ ৫২১৮

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া পৌরনিগমের পিএন্ডডব্লু বিভাগের আওতাধীন এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য, নির্বাহী প্রকৌশলী, হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃক নির্ধারিত ছকে ই-দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। এই দরপত্র এমন সব স্বনামধন্য, সম্পদশালী ও প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে, যাদের সংশ্লিষ্ট প্রকৃতির কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিস্তারিত তথ্যাদি ই- দরপত্র বিজ্ঞপ্তি এবং নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে পাওয়া যাবে এছাড়া https://www.wbtender.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ০৯.০৬.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার হাওড়া পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং. 01-TN/EE/P&D/26-27 । তারিখঃ ২৬-০৫-২০২৬

১০(১) / ২৬-২৭
২৭।৫ ।২০২৬

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এসজি. টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬১৭, তারিখ ঃ ২৬.০৫.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নং.ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/০৮/২৬-২৭/আরআরএসকে।** **স্থান সহ কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে ট্র্যাক ফিড ব্যাটারি চার্জার এবং ফেলিওর অ্যালার্ম সিস্টেম-এর ব্যবস্থা এবং ট্র্যাক ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ₹ ২,৯২,১৩,০৮৯.১৪; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ₹ ৫,৮৪,৩০০.০০; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ৯ মাস; **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখঃ** ০৮.০৬.২০২৬; **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত; **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২২.০৬.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবেঃ** www.ireps.gov.in-এ। **যে সকল নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ-** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ (সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ;অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** "ডাটা লগার বা আরটিইউ সমূহ, অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং-এর কাজ যেখানে ইআই অথবা আরআরআই বা পিআই অথবা আইবিএস বা আইবিএইচ বা এলসি গেট ইন্টারলকিং বা ইয়ার্ড পুনর্গঠন অথবা ইউএফএসবিআই বা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসিটিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচ -এসএসডিএসি) অথবা স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং-এর কাজ যুক্ত আছে তার সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনার কাজকে বোঝাবে"। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

SDAH-57/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বাস- ছোট গাড়ির সংঘর্ষে আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক , ২৭ মে ঃ বুধবার সকালে শিলিগুড়ির সেবক রোডে ঘটে গেল এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সালুগাড়া ও সেবকের মাঝামাঝি এলাকায় সিকিম নম্বরের একটি বাস এবং একটি ছোট গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ছোট গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। অন্যদিকে বাসটির সামনের চাকা খুলে পড়ে। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এবং মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট। জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ এসএনটি টার্মিনাস থেকে গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া একটি বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা ছোট গাড়িটির ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় ছোট গাড়ির চালক গুরুতর জখম হয়েছেন। এছাড়াও বাসের কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন বলে খবর।

নিউ বঙ্গাইগাঁওএ বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেণ্ডার নং. সিএমটি-এমইটি-এফ-০৬-পার্ট-IIএ-সিএএম তারিখঃ ২৫-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশ্বপে মুক্ত টেণ্ডারের আধারে রাইটসের দ্বারা যোগান ধরা ০৫ টি মেশিনের ২ বৎসরের জন্যে বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,২২,৪৫০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১২,৫০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১২-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

হোজাই ইয়ার্ডে ওএইচই-এর সরবরাহ, ইরেকশন এবং মডিফিকেশন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ টিআরডি/এলএমজি/১১ অব ২০২৬-২৭, তারিখঃ ২৩-০৫-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৬৪, **কাজের নামঃ** লামডিং ডিভিশনের অন্তর্গত হোজাই ইয়ার্ডের এসটি-৪১ (সিএইচ ১৪৬.৭৫১)-এ আরইউবি (সিএইচ ১৪৬.৮৫২) নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ২৫কেভি সিংগল ফেজ ওএইচই-এর সরবরাহ, ইরেকশন এবং মডিফিকেশন। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪৮,৮৩,৬০৪.৭৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ৯৭,৭০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৫-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি /লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেজিপিই-ইক্যুপ-ক্লিনিং-১২২, তারিখ ২৫.০৫.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস)/খড়গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টার আগে জমা করতে হবে এবং দুপুর ৩.৩০ মিনিটের পর খোলা হবে। **কাজের নাম ঃ** কেজিপিই শেডে ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভের প্রধান যন্ত্রাংশ পরিষ্কার করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৩৩,৯৬,৪৪০ টাকা জিএসটি সমেত। **বায়না মূল্য ঃ** ২,৬৭,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৬. ২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখতে পারেন। এই কাজের জন্য কোনওভাবেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **(PR-237)**

KALEKHANTALA-II GRAM PANCHAYAT

PARULIA. PURBA BARDDHAMAN

"e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat NIT No. **117/NIT/CFC-T/K2GP/2026**(1 NO Drain) date 22/05/2026 Published on eNIT site on 28/05/2026 Fund:15th CFCG Tied (25-26) For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**

sd/-
Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

সুরক্ষাত্মক স্ক্রীণের ব্যবস্থা সহিত ২৫ কেভি ওএইচইর পুনরুদ্ধার এবং শ্লুয়িং

টেণ্ডার নোটিস নং. টিআরডি/এলএমজি/১৩ অফ ২০২৬-২৭ তারিখঃ ২৫-০৫-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার সংখ্যা. ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-৬৬। কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের অধীনের বদরপুর-পাঁচগ্রাম খণ্ডে (৩/৫-৬ কিলোমিটার) সুরক্ষাত্মক স্ক্রীণ, সুরক্ষা বোর্ড, এফওবিতে আর্থিঙের ব্যবস্থা করার সঙ্গে ২৫ কেভি ওএইচইর শ্লুয়িং এবং পুনরুদ্ধার। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৪,৬৮,৩১৬.৬৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৯,৪০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ১৭-০৬-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

১. আগ্রহী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য নিচের বিষয়বস্তুটি আপনার সংবাদপত্রে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

২. নিয়োগ বর্ষ ২০২৬-২৭-এর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নিয়োগের অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষা (সিইই) আগামী ০১ জুন ২০২৬ থেকে ১২ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের আটটি শহরে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, হাওড়া, কল্যাণী, কলকাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং শিলিগুড়ি।

৩. অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) আবেদনের জন্য রেজিস্ট্রেশন উইন্ডো গত ১০ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রার্থীরা www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট থেকে নিজেদের অ্যাডমিট কার্ড যাচাই এবং ডাউনলোড করতে পারবেন। যেসকল সফলভাবে নিবন্ধিত প্রার্থী এখনও অ্যাডমিট কার্ড পাননি, তারা তাদের নিজ নিজ সেনা নিয়োগ কার্যালয়ের (Army Recruitment Office) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়া, কম্পিউটার ভিত্তিক অনলাইন পরীক্ষা পদ্ধতিটি বুঝতে এবং তা অনুশীলন করার জন্য প্রার্থীদের www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

৪. অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (সিইই) পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়োগ র‍্যালি (Recruitment Rally) সম্পর্কে অবহিত করা হবে। প্রার্থীদের কোনো ধরনের দালালের খপ্পরে বা প্রতারণার ফাঁদে না পড়ার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলার প্রার্থীরা যেকোনো সহায়তার জন্য এআরও ব্যারাকপুর (ARO Barrackpore)-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. Chief Engineer (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/ADPS/CLG/26-27 (1st Call)
Name of Work: **Cleaning of clogged materials from 6 nos. submersible pumps as & when required at Topsia Point 'A' and Ambedkar Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **2,96,488.00**. Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **153 days**.

(2) NIT No.: KMC/S_D/TDPSA/LG/26-27 (1st Call)
Name of Work: **Placement of Labour during the monsoon period for operation of lock gates with other allied works at Topsia Pont-A.** Estimated Amount: ₹ **2,01,260.00**. Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Period of Completion: **153 days**. Last date and time of submission of Bid : **08.06.2026 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.05.2026 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (For Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Water Supply), KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: WS/PBPS/2026-27/02
Name of Work: **Improvement the service life of boundary wall and grill fencing with other allied related works in Parnasree BPS.** Estimated cost of the work: ₹ **3,58,692.00**. Earnest Money: ₹ **7,200.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No.: WS/BPS/PRANTIK/26-27/1
Name of Work: **Thorough scraping cleaning and painting of back side boundary wall along with base of electric poles at Prantik BPS.** Estimated cost of the work: ₹ **3,13,108.00**. Earnest Money: ₹ **6,400.00**. Period of Completion: **15 days**. Last date and time of receipt of tender (online): **08.06.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). Time and date of opening of tender (online): **10.06.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **29.05.2026, 2 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Water Supply)/GRWW, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: EE/GRWW/WTP-I/16/2026-27
Name of Work: **Fabrication and erection of M.S. pathway and guard rail around raw water collection well with other ancillary works under WTP-I of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,77,843.00**. Earnest Money: ₹ **3,600.00**. Period of Completion: **7 days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **13.06.2026 at 2 p.m./ 15.06.2026 at 2 p.m.**

(2) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/26-27/22
Name of Work: **Leak repairing on 900 MM dia. PSC, SS Grid adjacent to WB Agro-Industries Corp. Ltd. alongwith replacement of blank flance, rubber gasket of 750 MM dia. Manhole near BSF Camp on Taratala Road.** Estimated Amount: ₹ **1,60,408.00**. Earnest Money: ₹ **3,210.00**. Period of Completion: **10 days**.

(3) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/26-27/24
Name of Work: **Repairing of three nos. leaky portion on 1500 MM dia. PSC, CC Grid including one MS cleat adjacent to Banshi Dhaba and opposite to IMU Kolkata Campus Office on Taratala Road.** Estimated Amount: ₹ **2,90,052.00**. Earnest Money: ₹ **5,810.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **15.06.2026 at 2 p.m./17.06.2026 at 2 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.: KMC/EEC/VII/65/CHOCKAGE/25-26 (1st Call), (2) NIT No.: KMC/EEC/VII/67/POTHOLES/25-26 (1st Call) published in this Newspaper on **09.05.2026** (Key No. 09/26-27) (For Sl. No. 16 & 27). The last date and time of submission of Bid will be read as **03.06.2026 at 10.30 a.m.** instead of 21.05.2026 at 10.30 a.m. (For Sl. No. 1 & 2) Tender will be opened on **05.06.2026 at 10.30 a.m.** instead of 23.05.2026 at 10.30 a.m. (For Sl. No. 1 & 2). Other details will remain unchanged (For Sl. No. 1 & 2). **(54/26-27)**

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **SHYAM SUNDAR SAH & SURENDRA KR. SAH**

আমোক্তারনামা দাতাঃ **SMT SUMITRA DEVI AGARWAL & SMT URMILA DEVI AGARWALA**

ঠিকানাঃ **1) 4, BALLY GUNJE PARK ROAD, KOL-19 and FD 6/6 SALT LAKE CITY Kol-106**

গ্রহীতাঃ **SHYAM SUNDAR SAH and SURENDRA KR.SAH**

আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **923/2025** নং বহি ______ নং বহি

আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **I-990, I-991, I-992/2025**

নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4226, 4229**

উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।

দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ

Mouza-kharia, Sheet No. 21, khatian ILR. 77 and 590 LR Dag No. LR 475, 485 and 569 ADSR-JALPAIGURI DIST-JALPAIGURI

(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)

বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ SURENDRA KUMAR SAH
পিতা ঃ Late KISHORI LAL SAH
ঠিকানাঃ DINBAZAR, JALPAIGURI-735101

West Bengal Forest Development Corporation Limited
(WBFDCL), KB-19, Sector-III, Salt Lake, Kolkata – 700106.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The undersigned publishes NIT on behalf of EOM, GPW, WBFDCL & DCF URF Division as follows:

NIT No.	Name of Project	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
05/GPW/WBFDC/ 2026-27	Supply of various plants in different VVIP location in and around Kolkata	28.05.2026	04.06.2026

Details of NIT can be seen at **www.wbtenders.gov.in** and **www.wbfdc.com**

Sd/-
DM, KFCD, WBFDCL

NOTICE OF LOSS OF SHARES OF
LINDE INDIA LIMITED
Regd. Off. Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal – 700088

Notice is hereby given that the following share certificate has been reported as lost/ misplaced and Company intends to issue duplicate certificate in lieu thereof, in due course. Any person who has a valid claim on the said shares should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days hereof.

Name of the holders	Folio No.	No. of shares (Rs.10/- F.V)	Certificate No.	Distinctive No. From - To
Shail Bala and Upendra Goyal	2214839	100 shares of F.V Rs.10/-	418157	18475366 - 18475465
Shail Bala and Upendra Goyal	2214839	100 shares of F.V Rs.10/-	418157	18475466 - 18475565
Shail Bala and Upendra Goyal	2214839	100 shares of F.V Rs.10/-	418157	18475666 - 18475765
Shail Bala and Upendra Goyal	2214839	100 shares of F.V Rs.10/-	418157	18475566 - 18475665
Shail Bala and Upendra Goyal	2214839	100 shares of F.V Rs.10/-	418157	18475766 - 18475865

Place: Kolkata
Date: 28-05-2026

Shail Bala
Upendra Goyal

উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক
আপকি উমিদ কা খাতা
(একটি নির্ধারিত বাণিজ্যিক ব্যাংক)

জোনাল অফিসঃ ২য় তল, ১৩৪এ, ফ্রেজার পাটলিপুত্র কলোনি, পলিটেকনিক কলেজের বিপরীতে, পাটনা, বিহার-৮০০০১৩
রেজিস্টার্ড অফিসঃ উৎকর্ষ টাওয়ার, এনএইচ-৩১ (এয়ারপোর্ট রোড), সেহমালপুর, কাজি সরাই, হারহুয়া, বারাণসী, উত্তর প্রদেশ-২২১ ১০৫

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন

স্থাবর সম্পত্তির দখল নোটিশ

এতদ্বারা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ... (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ অনুযায়ী প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, অনুমোদিত ... [illegible]

ক্রম. নং.	শাখার নাম	অ্যাকাউন্ট নং.	ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টারের নাম (সম্পত্তির মালিক)	ডিমান্ড নোটিশের তারিখ	দখল নোটিশের তারিখ	চাহিদা বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুসারে বকেয়া পরিমাণ
১	কলকাতা	[illegible]	[illegible]	২৮.১১.২০২৫	২৬.০৫.২০২৬	[illegible]
২	কলকাতা	[illegible]	[illegible]	৩০.১০.২০২৫	২৬.০৫.২০২৬	[illegible]

[illegible]

তারিখঃ ২৮.০৫.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বা/-
(অনুমোদিত আধিকারিক)
উৎকর্ষ স্মল ফিন্যান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

এশিয়ান গেমস শ্যুটিংয়ে প্রথম সোনাজয়ী রণধীর সিং প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ২৭ মেঃ শোকের ছায়া ভারতীয় ক্রীড়াজগতে। তাঁর হাত ধরেই এশিয়ান গেমসে শ্যুটিংয়ে প্রথম সোনা জিতেছিল ভারত। সেই প্রাক্তন শ্যুটার ও ক্রীড়াপ্রশাসক রণধীর সিং প্রয়াত হয়েছেন বুধবার। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। বার্ধক্যজনিত সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অবশেষে বুধবার নিজের বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন রণধীর সিং। তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সচিব রাজীব ভাটিয়া। ১৯৭৮ সালের এশিয়ান গেমসে ট্র্যাপ ইভেন্টে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন রণধীর সিং। তিনিই ছিলেন এশিয়ান গেমসে ভারতের হয়ে সোনাজয়ী প্রথম শ্যুটার। দীর্ঘ কেরিয়ারে পাঁচটি অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেন তিনি। ক্রীড়াক্ষেত্রে অবদানের জন্য পেয়েছিলেন অর্জুন পুরস্কার। খেলা থেকে অবসর নেওয়ার পরে ক্রীড়াপ্রশাসনে নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন রণধীর সিং। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদস্য হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রণধীরের।

ভারতের টি-২০ দলের নেতৃত্বের আলোচনায় সামিল পাটিদারও

মুম্বই, ২৭ মেঃ আইপিএলের ফাইনালে টানা দ্বিতীয়বার উঠল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আর এই সাফল্যের অন্যতম নায়ক ফের রজত পাটিদার। গুজরাতকে ৯২ রানে উড়িয়ে দেওয়ার ম্যাচে ৩৩ বলে অপরাজিত ৯৩ রান করে কার্যত একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিয়েছেন বেঙ্গালুরু অধিনায়ক। তারপর ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন আলোচনা জমেছে। ভবিষ্যতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক নিে? যখন সঞ্জু স্যামসন আর শ্রেয়স আইয়ারের নাম ঘুরপাক খাচ্ছিল, এবার সেখানে যোগ্যতা প্রমাণ করে ঢুকে পড়েছেন রজতও। প্রথম কোয়ালিফায়ারে বেঙ্গালুরু তোলে ২৫৪ রান। মূল কারিগর পাটিদার। পাঁচটি চার, ন'টি ছক্কায় সাজানো ইনিংস। মাত্র ৩৩ বলে ৯৩। জবাবে গুজরাত ১৬২ রানে গুটিয়ে যায়। লিগ পর্বে ১৪ ম্যাচে ৯ জয় নিয়ে শীর্ষে শেষ করেছিল বেঙ্গালুরু। এখন টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে ওঠা। সব মিলিয়ে পাটিদারের নেতৃত্ব নিয়ে চর্চা আর আইপিএলে আটকে নেই। চলতি মরসুমের শুরুতে ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছিল শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে। পঞ্জাব কিংসকে টানা ছ'ম্যাচ জিতিয়ে দুর্দান্ত শুরু করেন তিনি। ইতিমধ্যে কলকাতাকে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন করেছেন, সৈয়দ মুস্তাক

আলি ট্রফিও জিতেছেন। ২০২৫ সালে পঞ্জাবকে ফাইনালে ওঠানোর নেপথ্য নায়কও বটে। দ্বিতীয় ক্যান্ডিডেট সঞ্জু স্যামসন। তাঁর নামও ছিল আলোচনায়। রাজস্থান রয়্যালসকে ফাইনালে তোলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। গত মরসুমে চেন্নাইয়ের হয়ে ১৪ ম্যাচে ৪৭৭ রান করেন। কিন্তু এরপর সিজন যত এগিয়েছে, আলোটা ধীরে ধীরে পাটিদারের উপর গিয়ে পড়েছে। ২০২২ সালে চোট পাওয়া ক্রিকেটারের বদলি হিসেবে বেঙ্গালুরু দলে ঢুকেছিলেন রজত। তারপর থেকে ধাপে ধাপে উত্তরণ। ২০২৫ সালে অধিনায়ক হওয়ার পর বেঙ্গালুরুকে এনে দেন প্রথম আইপিএল ট্রফি। শেষ হয় ১৮ বছরের অপেক্ষা। তিনটি ফাইনাল হারার জন্য যাদের 'চোকার্স' বলা হত, পাটিদারের অধীনে সেই তকমা মুছে যায়। শুধু ব্যাটিং নয়, মাঠে বোলার বদল, চাপের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া, ম্যাচের গতি বোঝা-সব জায়গাতেই পরিণত নেতৃত্বের ছাপ দেখিয়েছেন তিনি। ভারতের হয়ে তিনটি টেস্ট এবং একটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি অভিষেক এখনও অধরা। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার অম্বাতি রায়ডু সরাসরি বলেছেন, ''দু-তিনজন ক্রিকেটারের নাম আগে লিখে দল গড়া উচিত। রজত অবশ্যই তাদের মধ্যে একজন। ওকে টি-টোয়েন্টি দলে চাই-ই।'' প্রশ্ন করা হয়, সূর্যকুমার যাদবের বদলে রজতকে কি টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে ভাবা উচিত? রায়ডুর অল্প কথায় উত্তর, ''হ্যাঁ, অবশ্যই!'' ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে আইপিএলের চলতি মরসুমে রজত পাটিদার নিজের নাম বেশ জোরের সঙ্গে সামনের সারিতে ঠেলে দিয়েছেন, এটা এতদিনে স্পষ্ট। আসছে রবিবার আমদাবাদে বেঙ্গালুরু যদি দ্বিতীয় আইপিএল ট্রফিটাও জিতে ফেলে, তাহলে শুধু জাতীয় দলে জায়গা পাকা নয়, নেতৃত্বের আলোচনাতে পাটিদারের নাম আরও উচ্চকিত হয়ে উঠবে।

বদলাচ্ছে আইপিএলের সময়?

গরমে খেলোয়াড়দের স্বস্তি দিতে বড় ভাবনা বোর্ডের!

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ২৭ মেঃ আইপিএল প্রায় শেষে মুখে তবে খবর শোনা গিয়েছে, আইপিএল এবার থেকে পিছিয়ে যেতে পারে। বহু বছর ধরে বছরের প্রথমার্ধে শুরু হয় আইপিএল। এবার খুব সম্ভবত, আইপিএলের সময় পিছিয়ে দুর্গাপুজোর সময় হতে পারে। এমনটা জানাচ্ছেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। যদিও এখনও অনুমতি আসেনি। বরাবরই মার্চ থেকে মে - দেড়মাস হয় আইপিএল। তবে ২০২০ ও ২০২১ সালে কোভিডকালে সেপ্টেম্বরে আয়োজিত হয়েছিল আইপিএল। খুব সম্ভবত ওই সময়েই এবার থেকে আয়োজন করা হতে পারে আইপিএল। এর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে, প্রবল গরম ও ক্রিকেটারদের অত্যধিক ক্লান্তির কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। যদিও, এই সময় পিছিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও চাপ নেই। কিন্তু, আইপিএল পিছোনোর জন্য আইসিসি ও সম্প্রচারকারী চ্যানেলের অনুমতি লাগবে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ ভাবছে, যদি এই সময়ে আইপিএল আয়োজন করা হয়, তাহলে অনেক বেশি সংখ্যক দর্শক মাঠে আসবে।

কারণ, এই সময় গোটা দেশেই দুর্গাপুজো, দিওয়ালি, দশেরা পালিত হয়। ধুমল জানিয়েছেন,এই টুর্নামেন্ট আদৌ পিছিয়ে দেওয়া যায় কিনা, তাই নিয়ে আমাদের ব্রডকাস্ট চ্যানেলের সঙ্গে ও আইসিসির সঙ্গে কথা বলতে হবে। এই সময় আইপিএল হলে একদিকে যেমন বাণিজ্যলাভ হবে, তেমনই বেশি দর্শক মাঠে আসবেন। এছাড়াও আমরা এই সময় ছাড়াও দেখছি ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল সময়ে আইপিএল করা যায় কিনা। কিন্তু আমাদের সবথেকে বড় চিন্তা হল, আইপিএল শুধুমাত্র বিসিসিআই-এর ওপর নির্ভর করে না। যেহেতু এই প্রতিযোগিতায় অনেক বিদেশী প্লেয়াররা খেলে, তাই আইসিসি ও সংশ্লিষ্ট দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গেও কথা বলা দরকার। এই মুহূর্তে আইপিএল খেলে মোট ১০ দল। ২০২২ সালে যোগ হয়েছে দুই নতুন দল, গুজরাট টাইটান্স ও লখনৌ সুপার জায়েন্টস। মোট ম্যাচ সংখ্যা ৭৪। এই ৭৪ ম্যাচ খেলা হয় দুই মাস জুড়ে। তবে যদি আইপিএল পিছিয়ে দুর্গাপুজোর সময় অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে বিশ্ব ক্রিকেটেও এর প্রভাব পড়বে। তবে যেহেতু বর্তমান সময়ে প্রচন্ড গরমের কারণে প্লেয়ারদের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়ছে, তাই এই বিষয়ে ভেবে দেখতে পারে আইসিসি ও বিসিসিআই।

ছ'নম্বর বিশ্বকাপ খেলতে নামবেন রোনাল্ডো! দল হিসেবে পর্তুগাল কতটা শক্তিশালী?

নিজস্ব প্রতিবেদন

৪১ বছর বয়সেও ছুটে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে দেখা যাবে পর্তুগিজ মহাতারকাকে। এবারের টুর্নামেন্টে পর্তুগালের প্রাথমিক ২৭ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন। সব ঠিক থাকলে এটাই হবে রোনাল্ডোর ষষ্ঠ বিশ্বকাপ। ফুটবলের ইতিহাসে এতবার বিশ্বকাপ খেলার নজির কারও নেই। লিওনেল মেসিও, সবকিছু ঠিক থাকলে, একই নজির স্পর্শ করবেন। তবে তিনি সদ্য চোট পেয়েছেন। আর আর্জেন্তিনাও স্কোয়াড ঘোষণা করেনি। তাই আপাতত নজরের কেন্দ্রে রোনাল্ডো এবং পর্তুগাল। এবারের পর্তুগাল শুধু রোনাল্ডো-নির্ভর নয়। গত কয়েক বছরের তুলনায় রবার্তো মার্তিনেজের টিমকে অনেক বেশি ভারসাম্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। মিডফিল্ডে রয়েছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ, বের্নার্দো সিলভা, ভিতিনিয়া, জোয়াও নেভেস। বল দখল রাখা, খেলার গতি নিয়ন্ত্রণ, আক্রমণ তৈরি-সব বিভাগে শক্তিশালী এই লাইনআপ। ডান ও বাঁ-দিক দিয়ে গতি আনবেন রাফায়েল লেয়াও এবং পেদ্রো নেতো। রক্ষণে রুবেন দিয়াস, নুনো মেন্ডেস, জোয়াও ক্যানসেলোদের উপস্থিতি দলকে আরও থিতু করবে। দস্তানা হাতে দিয়োগো কস্তা গত কয়েক মরসুমে ধারাবাহিক। তাই সব মিলিয়ে পর্তুগালকে

বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার হিসেবে দেখা হচ্ছে। পর্তুগিজ বাহিনীকে ঘিরে আরও একটি আবেগঘন প্রেক্ষাপট রয়েছে। গত বছর গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন ফরোয়ার্ড দিয়োগো জোতা। সেই কারণে মার্তিনেজ এই স্কোয়াডকে '২৭ জন প্লাস ওয়ান' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, জোতার স্মৃতিকেও দলের অংশ হিসেবে রাখা হচ্ছে। পর্তুগাল কোচ আগেই জানিয়েছিলেন, তাঁর টিম এই বিশ্বকাপ খেলবে জোটার স্মৃতিকে সঙ্গে নিয়ে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর উপস্থিতি যেমন বড় শক্তি, তেমনই সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয়ও বটে। গত ইউরো কাপে তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। নকআউট পর্বে আগের কোচ ফার্নান্দো সান্তোস তাঁকে একবার প্রথম একাদশ থেকেও বাদ দেন। এবারও সেই এক সংশয়, হাই-প্রেসিং ফুটবলের বিরুদ্ধে রোনাল্ডোকে শুরু থেকে খেলানো ঠিক কতটা কার্যকর হবে? গত নেশনস লিগে তিনি ভাল খেলেছিলেন। এখনও গোল করার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে বয়স, ফিটনেস ও বিগত কয়েক বছরে ইউরোপীয় ক্লাব ফুটবলে না নামা নেতিবাচক ছাপ রাখতে পারে। এই বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর সামনে আরও দু'টি রেকর্ডের সুযোগ রয়েছে। প্রথম ফুটবলার হিসেবে ছ'টি বিশ্বকাপে গোল করা এবং নকআউট পর্বে প্রথম গোল পাওয়া। স্কোয়াডে চমক হিসেবে ফিরেছেন গনসালো গেদেস। চার বছর পর জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন তিনি। সুযোগ জুটেছে সামুয়েল কস্তারও। অন্যদিকে বাদ পড়েছেন জোয়াও পালহিনিয়া, মাতেউস ফার্নান্দেজ, আন্তোনিও সিলভা, রিকার্দো হোর্তা, পেদ্রো গনসালভেসদের মতো পরিচিত মুখ। বিশ্বকাপের আগে চিলি এবং নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া, উজবেকিস্তান এবং ডিআর কঙ্গো। কাগজে-কলমে গ্রুপের শীর্ষে থাকার লক্ষ্য নিয়ে জার্নি শুরু করবে মার্তিনেজের ছেলেরা।

দল ঘোষণা, নাকি বিশ্বকাপের মিনি উদ্বোধন? চোখধাঁধানো আয়োজনে তাক লাগাল আমেরিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনও কিছুদিন বাকি। তার আগে নিউ ইয়র্কে কার্যত বিশ্বকাপের মিনি উদ্বোধন সেরে ফেলল আমেরিকা! ব্রুকলিন ব্রিজকে সাক্ষী রেখে আসন্ন টুর্নামেন্টের দল ঘোষণা করল আয়োজক দেশ। একে একে স্টেজে উঠলেন ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ, টাইলার অ্যাডামস, ওয়েস্টন ম্যাকেনিরা। দেশাত্মবোধক আবহ, টেলিভিশন সম্প্রচার আর বিশ্বকাপের জার্সি হাতে ফুটবলারদের উপস্থিতিতে পুরো অনুষ্ঠানটাই পরিণত হল প্রচারের মঞ্চে। ২৬ সদস্যের স্কোয়াডে সবচেয়ে বড় নাম অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ান পুলিসিচ। সঙ্গে রয়েছেন টাইলার অ্যাডামস, ওয়েস্টন ম্যাকেনি, জিও রেইনা, টিম উইয়া, ফলারিন বালোগুনদের মতো তারকা। ২০২২ বিশ্বকাপ খেলা ১৩ জন এবারও টিমে জায়গা পেয়েছেন। বিশেষ নজরে জিও রেইনা। গত কয়েক বছরে ক্লাব ফুটবলে খুব বেশি ম্যাচ খেলতে পারেননি। জাতীয় দলেও তাঁকে ঘিরে বিতর্ক ছিল। তবু কোচ মরিসিও পোচেত্তিনো, যিনি বলেছিলেন, ''ও বিশেষ পরিস্থিতির ফুটবলার। ওর প্রতিভা অসাধারণ!'', ভরসা রেখেছেন। মঙ্গলবারের অনুষ্ঠানে একমাত্র অনুপস্থিত সদস্য ক্রিস রিচার্ডস। ক্রিস্টাল প্যালেসের ডিফেন্ডার এখনও ইংল্যান্ডে। চোট থাকলেও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতার ফাইনাল উপলক্ষে দলের সঙ্গে রয়েছেন। এদিন তিনি লন্ডন

থেকে ভিডিওবার্তা পাঠান। জাতীয় শিবিরে যোগ দেবেন চলতি সপ্তাহের শেষে। জর্জিয়ায় নতুন ট্রেনিং সেন্টারে শুরু বিশ্বকাপ প্রস্তুতি। দল এখনও চূড়ান্ত নয়। ১ জুনের আগে ফিফার কাছে তালিকা জমা দিতে হবে। তার পরেও গুরুতর চোট বা অসুস্থতার ক্ষেত্রে বদল করা যাবে। দল ঘোষণার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনা হচ্ছে ট্যানার টেসম্যানকে নিয়ে। শেষ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাঠে নামায় অনেকেই ধরে নেন, বিশ্বকাপেও থাকবেন। কিন্তু ফর্মহীনতা এবং সাম্প্রতিক পেশির চোট তাঁকে ছিটকে দিল। চমক হিসেবে উঠে এসেছেন আলেহান্দ্রো জেন্দেহাস। সাম্প্রতিক শিবিরে ছিলেন না। তবু শেষ মুহূর্তে জায়গা জুটেছে। দলে তিন গোলরক্ষক, পাঁচ সেন্টার-ব্যাক, পাঁচ ফুল-ব্যাক, চার সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার, ছ'জন আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার এবং তিন স্ট্রাইকার রাখা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত টাইলার অ্যাডামস বলেন, ''নিজের দেশে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ সত্যিই বিশেষ। নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের চোখের দিকে তাকানোটা অন্যরকম অনুভূতি!'' ওয়েস্টন ম্যাকেনির বক্তব্যও প্রায় একই। তিনি বলেন, ''আমেরিকায় এখনও অনেক মানুষ ফুটবল খুব কাছ থেকে চেনে না। আমরা চাই, এই বিশ্বকাপের মাধ্যমে ওরা খেলাটার প্রেমে পড়ুক।'' এদিনের আলোচনায় উঠে আসে গরমের বাড়বাড়ন্ত। নিউ ইয়র্কে তাপমাত্রা পৌঁছেছে প্রায় ৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে। অনেকের বক্তব্য, বিশ্বকাপের সময় সমস্ত দল আরও কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে পারে। আমেরিকা বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ১২ জুন। প্রতিপক্ষ প্যারাগুয়ে। ম্যাচ ক্যালিফোর্নিয়ার ইংলউডে। এরপর সিয়াটলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই। গ্রুপের শেষ ম্যাচ আবার ইংলউডে, প্রতিপক্ষ তুরস্ক। বিশ্বকাপের আগে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলবে আমেরিকা। প্রথমটি সেনেগাল, দ্বিতীয়টি জার্মানির বিরুদ্ধে। তারপর দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ঢুকে পড়বে পোচেত্তিনোর দল।

'এমন দেশের হয়ে খেলি, যারা ফুটবলে বাঁচে, ফুটবলে নিশ্বাস নেয়'

২০২২ বিশ্বকাপে জুলিয়ান আলভারেজ ছিলেন আর্জেন্টিনা দলের বিকল্প ফরোয়ার্ড। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচের পরই বদলে যায় দৃশ্যপট। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে শুরুর একাদশে সুযোগ পেয়ে এমনই ঝলক দেখান যে, এরপর ফাইনাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে নিজের জায়গা পাকাপোক্ত করে ফেলেন। দুয়ারে এখন কড়া নাড়ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। সম্প্রতি আর্জেন্টিনার ৯ নম্বর জার্সিধারী আলভারেজ ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জুন-জুলাইয়ের বিশ্বকাপ সামনে রেখে নিজের এবং দলের লক্ষ্য নিয়ে কথা বলেছেন।

●● লাওতারো মার্তিনেজের মতো একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে জায়গার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাটা কেমন?

●● আলভারেজ। আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, তবে একসঙ্গেও খেলতে পারি, আর সেটি আমার জন্য আনন্দের। যখনই আমরা একসঙ্গে মাঠে নেমেছি, ভালো খেলেছি। আবার যখন আমাদের একজন সুযোগ পায়, তখনো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমরা দলের জন্য ভালোটাই চাই। এই ভেতরের প্রতিযোগিতা আমাদের দুজনকেই প্রতিদিন আরও উন্নতি করতে সাহায্য করে। সব সময়ই এমন হওয়া উচিত। কারণ, শক্তিশালী ও ইতিবাচক প্রতিযোগিতা থাকলে সবাই আরও ভালো হয়ে ওঠে, আর সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

●● আর্জেন্টিনার লক্ষ্য কী?

●● আলভারেজ। আর্জেন্টাইন হিসেবে আমাদের মধ্যে সব সময়ই শিরোপা জয়ের স্বপ্ন ও উত্তেজনা কাজ করে। এবারও ভিন্ন কিছু ভাবার কোনো কারণ নেই। আমরা ফাইনালে উঠতে চাই। আমরা জানি, কাজটা সহজ হবে না। এতে আমাদের সর্বোচ্চ পরিশ্রম দিতে হবে। অনেক কিছুর মীমাংসা হতে পারে খুব সূক্ষ্ম ব্যবধানেও। আমরা যতটা সম্ভব ভালো প্রস্তুতি নিয়ে ধাপে ধাপে এগোতে চাই। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়ে এই বিশ্বকাপে নামা সত্যিই অবিশ্বাস্য অনুভূতি। আমি ভীষণ গর্বিত। অবশ্যই আমরা শিরোপা ধরে রাখতে চাই এবং আবারও আমাদের মানুষদের আনন্দে ভাসাতে চাই।

●● কাতার বিশ্বকাপে আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত কোনটি?

●● আলভারেজ। আমি মেক্সিকো ম্যাচটাকেই বেছে নেব। আমার মনে হয় সেটাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, কারণ এর পর থেকে অনেক কিছু বদলে যেতে শুরু করে। পাশাপাশি এই ম্যাচের আগের পরিস্থিতিও বিবেচনায় নিতে হবে। সেটা আমাদের জন্য সত্যিকারের টার্নিং পয়েন্ট ছিল। ওই মুহূর্ত থেকেই সবকিছু গুছিয়ে আসতে শুরু করে এবং আমরা বুঝতে পারি, এখন আমাদের ভাগ্য পুরোপুরি আমাদের নিজের হাতেই।

●● আপনি কি মনে করেন, বিশ্বকাপ ধরে রাখতে পারলে এই আর্জেন্টিনা দলটি ইতিহাসের সেরা জাতীয় দল হিসেবে বিবেচিত হবে?

●● আলভারেজ। যদি আমরা বিশ্বকাপ ধরে রাখতে পারি, তাহলে সেটা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ, আমরা টানা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হব, পাশাপাশি দুবার কোপা আমেরিকাও জিতেছি। কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশের জন্য এটা সত্যিই এক স্বর্ণযুগ। আমরা চাই এই দারুণ মুহূর্তগুলো আরও উপভোগ করতে, যা আমাদের সবাইকে অনেক আনন্দ দেয়।

●● এটি লিওনেল মেসির শেষ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। একজন দলীয় সতীর্থ হিসেবে তার প্রভাবকে আপনি কীভাবে দেখেন?

●● আলভারেজ। আমরা পুরোপুরি সচেতন যে বয়স বিবেচনায় এটি লিওর শেষ বিশ্বকাপও হতে পারে, তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা তারই। এটি অবশ্যই একটি বিশেষ বিশ্বকাপ হবে। শুধু আমাদের জন্য বা আর্জেন্টিনার মানুষের জন্য নয়, বরং যারা তাকে অনুসরণ করে, সবার জন্যই। কারণ, সে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। স্বাভাবিকভাবেই সে বিশ্বজুড়ে বিশাল প্রভাব ফেলেছে।

●● এখন কি মাঠে নামার সময় নিজের ওপর আরও বেশি দায়িত্ব অনুভব করেন?

●● আলভারেজ। যখন আপনি আর্জেন্টিনার জার্সি পরেন, তখন আপনি এমন এক দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, যারা ফুটবলে বাঁচে এবং নিশ্বাস নেয়। তাদের সেই আবেগকে ধারণ করে এই জার্সি পরা আমার জন্য গর্বের বিষয়। এটা অবশ্যই একটি দায়িত্বও বটে, কিন্তু আমরা সবাই তা ভালোবাসা ও আবেগ নিয়েই লালন করি।

●● ২০২২ সালের পর খেলোয়াড় হিসেবে কতটা বদলেছেন?

●● আলভারেজ। আমি বলব না যে ২০২২ সালের পর থেকে আমার খেলার স্টাইলে খুব বড় পরিবর্তন এসেছে। তবে আমি কিছু নতুন বিষয় শিখেছি এবং নির্দিষ্ট কিছু দিক উন্নত করেছি। গত কয়েক বছরে অনেক ম্যাচ খেলার কারণে এখন আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেড়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, এই জার্সি পরলে একটা বাড়তি অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিজে থেকেই আরও ভালো হয়ে ওঠেন, যদিও সেটা সব সময় টেরও পাওয়া যায় না।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com